হাদিসের গল্প

মোহাম্মদ শামসুজ্জামান

হাদীসের গল্প

মোহাম্মদ শামসুজজামান

(নির্বাহী সম্পাদক : মাসিক সওতুল মদীনা, বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক, সম্পাদক ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক।)

প্রফেসর'স বুক কর্ণার

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশক
এ. এম সফিকুল ইসলাম
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর-২০১২ ইং

প্রচ্ছদ
প্রফেসর'স ডিজাইন গ্রাফিক্স

মুদ্রণ
বাংলাবাজার আর্ট প্রেস
শিংটোলা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-8225-20-3-2

www.nagorikpathagar.org

আমাদের কথা

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে কৌশলগুলো শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে অবলম্বনের জন্য শিক্ষা বিজ্ঞান গুরুত্ব দিয়ে থাকে এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থান করে–গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা। গল্পের প্রতি শিশু-কিশোরদের যে অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় এর কারণেই একে শিক্ষা বিজ্ঞান এত অধিক গুরুত্ব দেয়। গল্পের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান ও ধ্যান-ধারনা শিশু-কিশোরদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মানসে আমরা ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা ও বাস্তব কাহিনী নিয়ে ষোল বছর আগে অর্থাৎ ১৯৯৭ সনে "সত্যিকারের গল্প" নামে পুস্তকটি কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলাম। এবার অতীতের সেসব থেকে হাদীসে ও নবী জীবনে আলোচিত ঘটনা প্রবাহগুলো থেকে বাঁচাই করে হাদীসের গল্প (১ম খণ্ড) নামে গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের সামনে উপস্থাপন করা হল। আশা করা যায় আগের বারের মত এবারো শিশু-কিশোর এবং অভিবাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। অথচ এখানে অনৈসলামিক আচার-আচারণ কৃষ্টি-কালচার যেভাবে প্রসার লাভ করছে তাতে মুসলমানের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এক শ্রেণীর লেখক ও প্রকাশক ভূত-প্রেতকে এমনভাবে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছে আর তাতে শিশুরা বিশ্বাসী হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যত জীবনেও এসবের প্রভাব বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এভাবেই তারা এমন সব ঈমান আকীদা বিধ্বংসী প্রভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।

মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম শিশু-কিশোররা যদি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণায় তাদের গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। সেদিক লক্ষ্য করে আমরা শিশু-কিশোরদের হাতে হাদীসের গল্প তুলে দেয়ার যে প্রচেষ্টা নিয়েছি এদের সাথে অভিভাবকগণ সর্বান্তকরণে সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

এ গল্পগুলোর প্রেরণায় বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশু-কিশোরা তাদের জীবন গঠনের দিক নির্দেশনা পেলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আমরা সকল শিশু-কিশোরদের ইসলামী আকীদায় গড়ে ওঠার কামনা করি।

বিনীত–

–মোহাম্মদ শামসুজ্জামান

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাং–০৮/০৮/২০১২ ইং

www.nagorikpathagar.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দর্জির বেশে জিব্‌রাঈল (আ)	৫
পরশ পাথর	১৫
নামাযী	১৮
মহৎ জীবন	২০
মহানুভবতা	২৩
তিনের পরীক্ষা	২৬
জীবন্ত কবর	৩৭
ভক্তের পরীক্ষা	৪২
নবী ও বিড়াল	৪৪
বিপদের বন্ধু	৪৬
দুশমন	৪৮
রিযিকের মালিক আল্লাহ্	৫০
নবীজীর দুঃখ	৫২
এক অভাবনীয় পরিবর্তন	৫৪
প্রতিশোধ	৫৮
আর এক যুদ্ধ	৬১
আর একটি পরিচয়	৬৩
বিচারের কণ্ঠ	৬৬
শত্রু হল মিত্র	৬৯
যে দৃষ্টান্তের তুলনা হয়না	৭২
সিপাহসালার	৭৪
হৃদয়ের পরিবর্তন	৭৯
আলোকিত পথের সন্ধান	৮২
মানবতার অঙ্কুর	৮৬
বিনম্র বিনয়	৮৯
মানবতার ভাষা	৯১
আল্লাহ্ যার সহায় হন	৯৩

www.nagorikpathagar.org

দর্জির বেশে জিব্‌রাঈল (আ)

"প্রত্যেক মুসলিম অন্তরে বাজিয়ে খুশীর বীণ
বৎসর ভ্রমিয়া আবার আসিয়াছে সে দিন"–

তাই, আজ মিষ্টান্ন তৈরী করতে হবে বলে মা খুবই ব্যস্ত। সকাল থেকেই যাঁতায় গম ভাংতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। কেননা সকালের মধ্যেই সব শেষ করতে হবে।

আট-দশ বছরের দুটি অবুঝ ভাই খেলা ছেড়ে মায়ের কাছে এসে আব্দারের সুরে বলতে লাগল আম্মা, তোমার কি আজ মনে নেই যে ঈদের দিন? একটি বার বাইরে দেখে এস না আম্মা, পাড়ার ছেলে-মেয়েরা নতুন নতুন জামা-কাপড় পরে কত আনন্দ করছে। আর আমাদের দুভাইকে যে এখনো কাপড় পরিয়ে দিচ্ছ না, আমরা বুঝি আজ ঈদগায় যাব না? একটু পরই ওরা ঈদগায় চলে যাবে। কই, তাড়াতাড়ি আমাদের নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দাও, আমরা দুভাইও ওদের সাথে খেলতে খেলতে ঈদগায় চলে যাই। আব্বা এলে তাঁকে পাঠিয়ে দিও, আমরা তাঁর সাথে বাড়ি চলে আসব।

মা সন্তানদের মাথায় ও পিঠে স্নেহের হাত বুলিয়ে চুমু খেয়ে বলল, এখনো ঈদগায় যাবার অনেক সময় বাকি আছে, বাবা। তোমরা বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক আরো কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে এস তো। এরপর তোমাদের নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দেব যদি এর মধ্যে তিনি এসে যান। মনে হয় ততক্ষণে তোমাদের আব্বাও এসে পড়বেন। দেখ, তিনি সাথে করে হয়তো সুন্দর সুন্দর জামা-কাপড়ও আনতে পারেন। তখন পরিয়ে দেব আর তোমরাও আব্বার সাথে ঈদগায়ে চলে যেও, কেমন? এবার যাও বাবা, যাও, বাইরে গিয়ে আর একটু ঘুরে এস। এর মধ্যে আমিও হাতের কাজটা সেরে নেই।

জ্বী, আচ্ছা। বড় ভাই বলল। তোমরা কেউ কিন্তু মিষ্টি না খেয়ে ঈদগায়ে যেও না। মা জানালেন। জী, আচ্ছা। হঠাৎ ছোট ভাই জিজ্ঞেস করে, আব্বা বুঝি আমাদের নতুন জামা আনতে গেছেন?

www.nagorikpathagar.org

মা সন্তানদের বুকের মধ্যে শক্ত করে জড়িয়ে চুমু খেয়ে গোপনে চোখ মুছে ওদের দেখিয়ে হেসে বলল, বলছি তো বাবা তোমাদের নতুন জামা এখনো আসেনি; আসলেই পরিয়ে দেব। যাও বাবা যাও, বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে এস; এরপর সবি হবে।

মা কেবল আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে সন্তানদের সান্ত্বনা আর প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুভাই নাচতে নাচতে বাইরে চলে গেল। মা আঁচলে চোখ মুছে জোর করে আপন কাজে মনোযোগ দিলেন। বের হবার কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার দুভাই ঘরে ঢুকে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, আম্মা ওরা আমাদের ওদের পরনের সব নতুন জামা-কাপড় দেখিয়ে বলছে, কিরে, আমাদের মত তোদের নতুন জামা-কাপড় নেই বুঝি? থাকলে কি আর পরতেন না! যা-যা, তোমাদের বাবা কেমন মানুষ, আর তোদের গায়ে নতুন কাপড় ওঠেনি। কি আশ্চর্য, ঈদের দিনে নতুন জামা-কাপড় তৈরী করে দেননি কেন রে? যা, তোদের মা'র কাছে গিয়ে বল আর আমাদের সাথে ঈদাগয় যাবি তো চল্। যা, শীগগীর নতুন জামা-কাপড় পরে আয়–যদি আমাদের সাথে যেতে চাস। আমরা এখানে এই যে দেখ্ দাঁড়াই।

এ বলে একটু থেকে, এরপর আবার, আম্মা, আমরা ওদের এত করে বললাম যে, আব্বা আমাদের জন্য নতুন জামা-কাপড় আনতে গেছেন, নিয়ে আসলেই গায়ে চড়িয়ে ঈদগায় আসব! কিন্তু ওরা শুনল না, আমাদের কথা বিশ্বাস করল না। এই যে আম্মা দেখ, ওরা ওখানে ওই যে খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নতুন জামা কাপড় পরে না যাওয়া পর্যন্ত নাকি ওরা ওখানেই অপেক্ষা করতে থাকবে। আব্বা এখনও আসছেন না কেন? আম্মা, আমাদের তাড়াতাড়ি নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দাও। আমরা ওদের সাথে ঈদগায়ে চলে যাই।

অবুঝ শিশুদের মুখে এ কথা শুনে মা আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। কান্না থামিয়ে নেয়া এক মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সন্তানেরা যে মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে হা করে তাঁর মুখপানেই তাকিয়ে আছে। ধৈর্যহীনা মা আর ঠিক থাকতে পারলেন না, সন্তানদের শক্ত করে বুকে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

পর মুহূর্তে নিজকে সামলিয়ে চোখ মুছে জোর করে মুখের ওপর হাসির একটু ঝলক ফেলে বলল, এখনো যে ঈদগায় যাবার সময় হয়নি,

www.nagorikpathagar.org

তোমরা এত ব্যস্ত হয়েছ কেন বাবা, নামাযের এখনো যে অনেক দেরি। এ অবসরে যাও–আরেকটু ঘুরে এস। আর খুঁজে এস তো বাবা, দেখ তো তোমাদের আব্বা কোথায় গেলেন! তাঁকে খুঁজে বের করে নিয়ে এস। এতক্ষণে আমিও হাতের বাকি কাজটা সেরে নেই, এ-ই আর একটু বাকি আছে, বাবা। তোমাদের আব্বা এলে দেখ, যদি তিনি নতুন জামা-কাপড় আনেন তাহলে তোমাদের আমি কত সুন্দর করে পরিয়ে দেব। এরপর তোমরা মিষ্টি খেয়ে আব্বার সাথে ঈদগায় যেয়ো, কেমন? জী, আচ্ছা। এস বাবা–এস।

মা তাঁর মনকে খুব শক্ত করে সন্তানদের সান্ত্বনা দিলেন বটে, কিন্তু সন্তানদের মুখের দিকে তাকাতেই দুচোখে জোয়ারের স্রোত নেমে এল। সন্তানেরা আবার ধরে ফেলে এ ভয়ে মা সে কামরা থেকে অন্য কামরায় পাগলিনীর মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

অবুঝ দুটি ভাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরমুহূর্তেই 'আম্মা' 'আম্মা' ডাকতে ডাকতে মায়ের কামরায় গিয়ে হাজির হল। বলল ঃ আম্মা, আমরা আব্বাকে খুঁজে আনব? হ্যাঁ, যাও। কান্না জড়িত কণ্ঠে মা শুধু এ দুটি শব্দই বলতে পারলেন। সরল অকপট শিশু ভ্রাতৃদ্বয় মায়ের কথায় বাইরে বেরিয়ে এল। কোথা যাই বড় ভাই আফসোস করে বলল।

ভাইয়া, আব্বা কোথায় গেছেন? ছোট ভাই তার বড় ভাইয়ের সুডোল বাহু চেপে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করল। বলতে পারিনা। বড় ভাই বলল, চল, এদিক-ওদিক ঘুরে আসি। ছোট ভাইয়ের কাঁধের ওপর একটা হাত ফেলে বাবার সন্ধানে বড় ভাই বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

এদিকে মা তাঁর মনের ব্যথা দূর করার আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে আগের চাইতেও বেশী অধৈর্য হয়ে উঠলেন। কি করে এ অবুঝ শিশুদের কাছে বলবেন, আজ তোমাদের নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দেয়ার মত ক্ষমতা কিংবা সামর্থ আমাদের যে নেই। তবু কি করে ওদের সান্ত্বনা দেয়া যায়? আর আজ ওরা সান্ত্বনাই বা মানবে কেন? আজ যে ঈদের দিন! আল্লাহ্! আল্লাহ্, তুমি ছাড়া আজ আর কোন উপায় নেই। ঈদের যে মিষ্টি করছি, তাও দীর্ঘ দিন ধরে খাবার থেকে একটু একটু করে জমা থেকে। যেটুকু গম আজকের এ ঈদের দিনের জন্য এত দিনে সঞ্চয় করেছিলাম–তাই দিয়ে হালুয়া-রুটি তৈরি করে দিয়ে দেব। কিন্তু নতুন জামা-কাপড় কোথা থেকে আনব! আল্লাহ্, আজ তুমি এ শিশু-সন্তানের

www.nagorikpathagar.org

মায়ের মাথার ওপর এ পাহাড় কেন তুলে ধরলে? আমি এ দুটি সন্তানের মা, আর আল্লাহ্! তুমি সবার মনের অবস্থা বুঝ। আমি এ দুটি মাসুম সন্তানের কি করে বুঝ দেব, আল্লাহ্-আল্লাহ্ তুমি দাতা, দয়ালু, সর্বশক্তিমান। মিথ্যা, ধোঁকা মহাপাপ জেনেও কচি-কচি দুটি শিশুকে মিথ্যা প্রবোধ আর মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে ভুগাচ্ছি। কিন্তু এবার এলে কি করব, কি বলব? বল, বল আল্লাহ্! আল্লাহ্, তুমি আমার গরীব স্বামীর কথা জান, তাঁর গরিবীর কথা অবগত আছ, আল্লাহ্। হে রাহমানুর রাহীম! বলতে বলতে রান্না ঘরে ঢুকে জোরে যাঁতা চালাতে শুরু করলেন।

যাঁতা চলার ঘর্ঘর শব্দ ছাড়িয়ে মাতৃ-হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। চোখ মোছার সাথে সাথে যদিও মিষ্টি তৈরী করার কাজ জোরে এগিয়ে চলে কিন্তু সমাপ্তির কাছাকাছি এসে বিপদও দেখা দেয়। এই রে সেরেছে এবার মাথার ওপর পাহাড় ভেংগে পড়েছে! অর্থাৎ অবুঝ ভাই দুটি ভাই হাঁপাতে হাঁপাতে মায়ের কাছটিতে এসে ঘেঁষে দাঁড়াল। আম্মা, আম্মা! বল বাবা, বল।

জাগতিক আরাম-আয়েশে তাঁর মা নিজের সাজসজ্জা অথবা সুখ-শান্তির জন্য কখনো আকাঙ্ক্ষিতা হতেন না, স্বামীর দারিদ্র্যের কথা ভেবে সদাই তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু আজ অবুঝ কচি এ দুটি সন্তানের সময়োচিত আব্দারে ধৈর্যের বাঁধ টুটে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি নিজকে সামলিয়ে সন্তানদের কোলে তুলে নিয়ে, ঠোঁটের ওপর একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে ওদের কপালে চুমু খেয়ে বললেন–বল বাবা, বল কি? বলে দুহাতে চোখ রগড়াতে আরম্ভ করে দিলেন দেখাদেখি ছোট ভাইটিও তার অনুকরণ করল।

দেখ বাবারা–সময় মত তিনি চলে আসবই। এই যে, এদিকে দেখ–আমার গম পেষা প্রায় শেষ। তোমাদের জন্য ভাল ভাল মিষ্টি তৈরী করে দিচ্ছি। তোমরা খেয়ে ঈদগায় যেও।

বলে মা দুভাইকে বুকে চেপে ধরে ক্ষণিকের সান্ত্বনার জন্য ফিক্ করে একটু হেসে আদর করে বলল, একটু বস বাবা, এখনই মিষ্টি তৈরী হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের নতুন জামা? ছোট ভাই চোখ রগড়াতে রগড়াতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল। মা চমকে উঠে হঠাৎ বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই যে বাবা; এই হ্যাঁ, তোমরা আরেকটা কাজ করে এস তো, বাবা। দুভাই এক সাথে মায়ের মুখের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, বলুন, কি আম্মা! তোমরা তো কেউ এখনো গোসল করনি? মা জিজ্ঞেস করলেন। জ্বী-না। এক সাথে দুভাই বলে উঠল।

www.nagorikpathagar.org

কচি শিশুদের সাথে ছলনা করতে মায়ের প্রাণে শুধু আঘাতই হানছিল না, মমতার আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলেও উঠছিল। তবু তিনি হাসির সাথে বললেন, বলছ কি, এখনো গোসল সারনি? গোসল না করে বুঝি কেউ ঈদগায় যায়? যাও, তাড়াতাড়ি গোসলটা সেরে এস তো বাবা।

জ্বী, আচ্ছা। দুভাই এক সাথে বলে উঠল, আমরা যাই আম্মা! আপনি সব ঠিকঠাক করুন গিয়ে। ততক্ষণে আমরা চটপট গোসলটা সেরে আসছি। দুভাই নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মা দোআ করে বলল, যাও বাবা যাও, আল্লাহ্ হাফেয।

ওরা তো চলে গেল। কিন্তু এদিকে মায়ের প্রাণে মহাচিন্তা এসে বাসা বাঁধে, যেন মা অতল সাগর তলে ক্রমান্বয়েই তলিয়ে যাচ্ছেন!

এবার ওরা যখন আসবে আর তলব করে বসবে, 'আমাদের নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে দাও, আমরা ঈদগায় যাব তখন আমি কি করব?

মায়ের মন আর তখন পাষাণ দড়িতে বেঁধে রাখতে পারলেন না! বাঁধ ভেংগে গেল, তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে সিজদায় চলে গেলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি এ উপায়হীনার উপায় করে দাও। তুমি বিনে আমার আর কেউ নেই, আল্লাহ্! এ অবস্থায় তুমি আমাকে মুক্তি দাও আল্লাহ্, মুক্তি দাও!

এরপর তিনি উম্মাদিনীর মত বলতে আরম্ভ করলেন ঃ আল্লাহ্, নিশ্চয়ই তুমি সন্তানের মায়ের মন বুঝতে পার। তিন-তিন বার তো দুটি নিষ্পাপ অবুঝ শিশুকে ধোঁকা দিয়ে রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু এবার বল, আমি কি করে মানাব, কি বলে বোঝাব?

তুমি আমাকে তা বলে দাও আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি সর্বশক্তিমান, তোমাকে দিয়ে না হয় এমন কোন কাজই নেই; তুমি সব পার আল্লাহ্। বলে এমন এক অদ্ভুত শব্দে চিৎকার করে উঠলেন; তুমি সব পার আল্লাহ্! ওদিকে নেচে-খেলে গোসল হয়ে গেল দুভাইয়ের। গোসল সেরে দুভাই সোজা বাড়ি দিকে রওনা দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে খুশি মনে গলাগলি অবস্থায় বাড়ি এসে হাজিরও হল। আম্মা, আম্মা, ও আম্মা! মায়ের কাছে থেকে কোন প্রতি উত্তর এল না।

ছোট ভাই ছল্ছল চোখে বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল, মা কথা বলছে না কেন, ভাইয়া? ঘুমিয়ে গেছেন বুঝি। বলে, বড় ভাই তার ছোট ভাইকে নিজের বুকের দিকে টেনে বলল, একটু দাঁড়াও দেখি। মাকে জাগাবার জন্য যেই হাত বাড়িয়েছে, খট্ খট্....... খ.... ট...শব্দ। দরজার ওপর করাঘাত হল। কে? বড় ভাই চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল।

www.nagorikpathagar.org

কোন প্রতি উত্তর হল না।

ব্যাপার কি!

ছোট ভাই ভয়ে বড় ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতেই আবার খট্ খট্ খট্.... খ....ট্ খট্ শব্দ .... করাঘাতের শব্দ তীব্র হয়ে উঠল।

আম্-মা, আম্মা ও আম্-মা-আ!

মায়ের তরফ থেকেও কোন সাড়া শব্দ নেই। খট্ খট্ .... খট্ শব্দ.. ঝ.. ন্। কে এল?

ঝন্ ঝন্ ঝন্ ...ঝ-ন...ঝ... নাৎ ঝন!

আবার করাঘাতের সাথে কড়া নাড়ার শব্দও যে হচ্ছে। ব্যাপার কি? কে এসেছে? কেন এসেছে?

দুভাই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওদের জানা আছে যে, কোন আত্মীয়-স্বজন বা বাড়ির লোক অথবা পাড়াপড়শীর বাড়ি থেকে কেউ এলে দরজায় আঘাত বা শব্দ করে না; বরং সালামের মাধ্যমে আগমন সংবাদ জ্ঞাত করায়। কিন্তু? দেখছি সবই উলট-পাল্টা–

একটু ভেবে ছোট ভাইকে জড়িয়ে বলে উঠল, ব্যাপার কি? মা-ও দেখি সাড়া শব্দ করে না!

ভয়ে ভয়ে, কিন্তু খুবই সাহসের সাথে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল খট্ খট্ .... খ..ট্....শ্ব্দ্,

আবার দরজায় করাঘাত হল। ঘা হতেই দুভাই কয়েক পা পিছিয়ে আসে এবং খুবই জোরের সাথে ভীষণ চীৎকার মেরে জিজ্ঞেস করল, কে? কে? কে দরজায়?

আমি দর্জি। দরজা খুলুন।

দর্-জি কেন?

দুভাইয়ের চোখগুলো ছানাবড়া হয়ে গেল।

হ্যাঁ, আমি দরজি; দরজা খুলুন। আমি আপনাদের জন্য নতুন জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি এই যে নিয়ে যান।

দর্জি! আর কাল বিলম্ব না করে দরজার খিল দুভাই মিলে এক সাথে খট্ শব্দের সাথে খুলে দিল। সামনেই একজন সুপুরুষকে অনেকগুলো নতুন জামা-কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

দর্জি কাপড়গুলো ওদের দিকে এগিয়ে দিতেই বড় ভাই সবগুলো কাপড় দরজির হাত থেকে বাজ পাখির মত ছোঁ মেরে, আরেক হাতে ছোট ভাইকে চেপে ধরে এক ছুটে মায়ের কাছে এসে হাজির হল। তখন মায়ের হুঁশ পুরোপুরি না হলেও বার আনা ফিরে এসেছে। মা সংজ্ঞা পেয়ে উঠে বসে গোপনে গোপনে কাঁদছিলেন।

আম্মা, আম্মা, এই যে দেখ, দর্জি আমাদের জন্য কত সুন্দর সুন্দর নতুন জামা-কাপড় তৈরী করে এনেছেন। তাড়াতাড়ি আমাদের পরিয়ে দাও; আম্মা, আমরা ঈদগাহে চলে যাই। বড় ভাইয়ের কথা শুনে ছোট ভাইও সে সাথে সায় দিল- হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করেন আম্মা! পরে গেলে নামায পাব না। মা আশ্চর্যান্বিতা হয়ে মুহূর্তের জন্য সন্তানদের প্রতি তাকিয়ে ওদের বুকে চেপে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন এবং পর মুহূর্তেই সন্তানদের ছেড়ে দিয়ে সোজা সিজদায় পড়ে বলে উঠলেন, আল্লাহ্! তোমার অপার মহিমা কে বুঝতে পারে!

তাঁর বুঝতে কোন কষ্ট হল না যে, নতুন জামা-কাপড় নিয়ে যিনি দরজির বেশে এসেছেন, আসলে তিনি দর্জি নন, নিশ্চয়ই তিনি যে আল্লাহ্রই একজন প্রেরিত পুরুষ-এতে কোন সন্দেহ নেই, নিঃসন্দেহে। তিনি সিজদা থেকে উঠে তাড়াতাড়ি বললেন, যাও তো বাবা, যাও তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিয়ে বল, তিনি যেন আজ আমাদের বাড়ি বেড়িয়ে যান।

তখন কি আর এদের সালাম পৌঁছে দেয়ার কথা মনে আছে? নতুন জামা-কাপড়ের আনন্দে ওরা দুভাই আত্মহারা, দিশেহারা।

এ অবস্থা দেখে মা ওদের মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে কপালে চুমু খেয়ে এরপর অনুযোগ করে বললেন ছি বাবা, এখনো যাওনি? দর্জি সাহেব মনে মনে কি ভাববেন! নিশ্চয়ই তিনি মনে করবেন এ বাড়ির লোকগুলো কি অভদ্র। মেহমান ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে আর তোমরা এখানে আনন্দ করছ। তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে এরই মধ্যে? এ নেহাত অন্যায় অসামাজিক। তাড়াতাড়ি তাঁকে সালাম পৌঁছে দাও আর আজ আমাদের এখানে মেহমান হতে বল। যাও, বাবা তাঁকে যত্ন করে বৈঠকখানায় বসাও গিয়ে।

এবার আর বিলম্ব না করে দুভাই চট্পট দরজার কাছে এল-দর্জি তখন ঘোড়ার পিঠে চেপে বাড়ি ছেড়ে বেশ অনেক দূরের পথে চলে গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

তখন দুভাই এক সাথে চিৎকার করে ডেকে উঠল, দর্জি সাহেব, ও দরজি সাহেব- আম্মা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন। আজ আমাদের বাড়িতে আপনার দাওয়াত। আসুন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন, আমরা বৈঠকখানার দরজা খুলে দিচ্ছি।

অনেক দূরে থেকে বাতাসের সাথে প্রতি উত্তর ভেসে এল–আপনাদের আম্মা ও আব্বাকে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন। অন্য সময় বেড়ানো যাবে-আস্‌সালামু আলাইকুম।

দুভাই দৌড়ে এসে তাদের মাকে সব জানাল, আম্মা, দরজি তোমাকে আর আব্বাকে....

হঠাৎ বাধা দিয়ে মা বলে উঠলেন, আদবের সাথে কথা বলতে হয় বাবা, বল দর্জি সায়েব। হ্যাঁ, এরপর বলে যাও যা বলছিলে। বলল দরজি সায়েব তোমাকে আর আব্বাকে সালাম জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ওই যে দেখে যাও, অই দিকে চলে যাচ্ছেন। শীগগীর এস, তাঁকে দেখবে। দেখবে তো তাড়াতাড়ি এদিকে এস। আর এ জানালা পথে দেখে যাও, তাড়াতাড়ি এস-আম্মা। দেরি করলে আর দেখতে পাবে না। দর্জি সাহেব দেখতে কি সুন্দর! এস না, আম্মা, দেখবে!

মা যখন সন্তানদের কথায় জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেললেন, কি দেখলেন?

দেখতে পেলেন, এক জ্যোতিস্মান সুপুরুষ, তিনি আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছেন। আর তাঁর দেহের আলোক চারদিকে ছড়িয়ে সূর্যের রশ্মিকে হীন করে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে অশ্বারোহী কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলন, তাঁকে আর দেখা গেল না, মা তন্ময় হয়ে তাই ভাবছিলেন।

এমনি মুহূর্তে এক সাথে চিৎকার করে দুভাই ডেকে উঠল, আম্মা আম্মা, দেখ, ওই যে আব্বা আসছেন, দেখ! দূরে ওদের আব্বাকে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসতে দেখা গেল।

মা সন্তানদের সাথে করে ভেতরে কামরায় এলেন এবং ওদের গায়ে নতুন জামা-কাপড় চড়িয়ে দিতে লাগলেন–তাঁর গাল বেয়ে খুশির অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল। আম্মা, আম্মা! তুমি কাঁদছ কেন? দুভাই এক সাথে অবাক-বিস্ময়ে প্রশ্ন করল। মা বলল, বাবা আমি কেন কাঁদছি, তা তোমরা বুঝবে না;

www.nagorikpathagar.org

এখনো তোমাদের সে বয়স হয়নি। কিন্তু আজ থেকে কেবল এটুকুই জেনে রেখ–একটি মুহূর্তের জন্যও যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলবে না, বাবা। আল্লাহ্কে যে সব সময় স্মরণ করে রাখবে, সে কোনদিন বিপদে পড়বে না। এ ছোট্ট বাণীটি সব সময়ের জন্য যদি স্মরণ কর তোমাদের মনের মধ্যে গেঁথে রাখ, জীবনে যত দিন বেঁচে আছ, তাঁকে যদি মুহূর্তের জন্যও না ভুল' তা হলে দেখবে, আল্লাহ্ও সব সময় তোমাদের প্রতি সুনজর রাখবেন। তিনি কখনো কঠিন বিপদে ফেলবেন না বুঝলে বাবারা?

মা তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর সে সাথে নতুন জামা-কাপড়ে সাজিয়ে দিচ্ছিলেন- সাজান শেষ হল। এরপর সুরমাদানি এনে ছোট্টটিকে লাগিয়ে বড়টিকে তা থেকে যেই লাগাতে লাগলেন, এমন সময় দোরের বাইরে থেকে আওয়াজ এল, আসসালামু আলায়কা ইয়া ফাতিমাতু -জোহরা।

ওয়া আলাইকুমুস সালাম ইয়া আলী কার্‌রা মাল্লাহু ওয়াজহাহু। ভেতর থেকে হযরত ফাতিমা জোহরা রাদিআল্লাহ্ তা'আলা আন্‌হা জবাব দিলেন।

আব্বা এসেছেন রে আব্বা এসেছেন। ছোট্ট ভাইটি এক দৌড়ে বেরিয়ে এল।।

বড়টি যেতে চাইলেও মা থামিয়ে দিলেন এ জন্য যে, তখনো সুরমাটা লাগানো শেষ হয়নি। মা হঠাৎ রেগে উঠলেন, বস। শেষ হয়ে যাক।

ছোট ভাই আব্বার হাত ধরে যখন ভেতরে এল, তখন বড় ভাইয়ের চোখে সুরমা লাগানো শেষ হয়েছে।

এ কি! এত নতুন জামা-কাপড় এল কোথা থেকে?

জগত-প্রসিদ্ধ আসহাবে সুফ্‌ফার মুজাহিদের পূর্ণতম ও পহেলা আদর্শ সুলতানুল্ আউলিয়া হায়দরে কারবার বিশ্ব কবি শ্রেষ্ঠ হযরত আলী মুরতাজা কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু মউলাউল মু'মিনীন আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কে এনে দিল?

তখন দুভাই মিলে মা ও বাবাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করছিল।

হযরত ফাতিমা জোহরা রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্‌হা সন্তানদের হৈ-হল্লা থেকে থামতে বলে হযরত 'আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্‌হুর কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। হযরত 'আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু একথা শোনামাত্রই সিজদায় চলে গেলেন ঃ আল্লাহ্ তুমি কি না করতে পার? আল্লাহ্ তুমি অপার, তুমি অসীম, তুমি অনন্ত, তুমি করুণাকার, সর্বশক্তিমান।

www.nagorikpathagar.org

সিজদা থেকে সিক্ত আঁখিতে উঠে হযরত ফাতিমা জোহ্রাকে সম্বোধন করে বললেন, ওদের জন্য নতুন জামা-কাপড় নিয়ে দরজির বেশে যিনি এসেছিলেন, তাঁকে তুমি জান, চিনতে পেরেছ তিনি কে? জ্বী-না! হযরত ফাতিমা জোহ্রা (রাঃ) বললেন, তবে তিনি যে আল্লাহ্রই প্রেরিত কেন ফেরেশতা নিঃসন্দেহে বলা যায়; তাতে কোনই সন্দেহ নেই! যদিও এ আমরা নিজের ধারণা।

হ্যাঁ, আল্লাহ্র মহিমা দেখ–তিনি হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম।

হযরত ফাতিমা জোহ্রা (রা)-এর কণ্ঠ থেকে হঠাৎ চিৎকারের সাথে বেরিয়ে এল, আল্লাহু আকবার! বলেই সাথে সাথে তিনি সিজদায় পড়ে গেলেন।

দেখাদেখি দুভাই হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন (রা) মায়ের পাশে গিয়ে ঠিক মায়েরই হুবহু অনুকরণ করল।

—o—

www.nagorikpathagar.org

পরশ পাথর

মক্কা বিজিত।

সাফা পর্বতের উপত্যকায় বসে আছেন রাসূলুল্লাহ (স)। দলে দলে পুরুষেরা এসে ইসলাম দীক্ষা নিচ্ছে। মিথ্যা ছেড়ে সত্য গ্রহণ করেছে। এখন দীক্ষা গ্রহণ চলেছে মহিলাদের! মক্কার মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে। কাপড়ে মুখ ঢেকে হাজির হয়েছে নবীজির সামনে। কাল যারা ছিল অর্ধ উলঙ্গ, আজ তারা আবরু ফিরে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে সম্ভ্রম। কত পরিবর্তন এক দিনে! ভাবা যায় না!

মহিলাদের ভীড়ের মধ্যে কাপড়ে মুখ ঢেকে এল একজন। ভয়ে দুরু দুরু বুক। ভীষণ শংকিত সে। হযরত চিনতে পারলে তার কঠিন সাজা হয় যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে ঘটনাটা। কঠিন অপরাধে অপরাধী সে। এমন অপরাধ, যা কোন মহিলা করেনি আজ পর্যন্ত। যত দিন পৃথিবী থাকবে, হয়ত এমন ঘৃণ্য কাজ আর করবেও না কেউ।

ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে এগুতে এগুতে আজ কত কথাই না মনে পড়েছে তার। বদর যুদ্ধ। ওহুদ যুদ্ধ। আর এসব যুদ্ধে তার ভূমিকা, বিশেষ করে ওহুদ যুদ্ধে সে যে পাপ করেছে, পৃথিবীতে এর কোন দ্বিতীয় নজির নেই। সবই মনে পড়ছে তার। মুসলমান সৈনিকরা একে একে লুটিয়ে পড়ছে। হেরেই যাচ্ছে এরা। যুদ্ধ থেকে যেয়ে মাঠে নামল সে তার দলবল নিয়ে। মক্কা থেকে যত মহিলা এসেছিল সবাইকে সাথে নিল। এরপর মাঠে নেমে শুরু করল তার পৈশাচিক কার্যকলাপ। আহত যে সব মুসলমান সৈনিক তখনও বেঁচেছিল, তরবারির আঘাতে হত্যা করল তাদের। এরপর সে মৃত সৈনিকদের কান কাটল। নাক কাটল। চোখ উঠাল। শেষে গেল শহীদ হামযার কাছে। এ হামযা (রা)-কে হত্যা করার জন্য এক হাবশী ক্রীতদাসকে নিযুক্ত করেছিল। নাম তার ওহ্য়াশি। শহীদ হামযার কাছে গিয়ে তাঁরও নাক-কান কাটল। চোখ উঠাল। এরপর সেগুলো গেঁথে মালা বানাল। গলায় পরল এরপর। পায়ের মল করল। নিজে পরল। সঙ্গীদের পরাল। অবশেষে শহীদ হামযার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পা দিয়ে নেড়ে-নেড়ে দেখল একটু। এরপর হঠাৎ মৃত হামযার বুকের ওপর চড়ে বসল সে। ঠিক যেন হিংস্র পশু। বন্য বাঘিনী।

www.nagorikpathagar.org

উম্মাদিনীর মত চিৎকার করতে করতে সে হামযা (রা)-এর বুকটা চিরে দু ফাঁক করে ফেলল। ভিতরে হাত দিয়ে কলিজা টেনে বের করে আনল উম্মাদিনীর মত। সে কলিজা দুহাতে ধরে মুখে দিল। এরপর চিবুতে শুরু করল। প্রতিহিংসায় মেতে উঠল মৃত হামযা (রা)-কে নিয়ে। ঠিক জঙ্গলের জন্তুর মত। দাঁতাল শূকরের মত। বন্য বাঘিনীর মত।

হযরত হামযা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা। পরে এ বিকলাঙ্গ দেহ দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন নবীজী। তিনি খুবই ব্যথা পেয়েছিলেন মনে। চোখ মুছতে মুছতে চলে এসেছিলেন।

আজ সে উন্মাদিনী মহিলা চলছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কাপড়ে মুখ ঢেকে। আত্মগোপন করে। না এসে উপায় নেই। মক্কা বিজিত। আজ তারা পরাজিত। বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে এসেছে সে। ইসলামের দীক্ষা নিলে যদি রেহাই পায়। যদি বাঁচে। কিন্তু এর আগে যদি চিনতে পারে হযরত মুহাম্মদ (স) তা হলেই সর্বনাশ। সাথে-সাথে হত্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত সে যা পাপ করেছে এ সাজাই হওয়া উচিত।

উতবার কন্যা সে। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। নাম তার হিন্দা। কাপড়ে মুখ ঢেকে হিন্দা এগিয়ে চলল রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে। না গিয়ে উপায় নেই। দীক্ষা দান করেছিলেন হযরত উমর (রা)। কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটছিল নবী (স)-এর সামনে। তিনি বসেছিলেন। হিন্দা ধীরে-ধীরে এগুচ্ছিল তাঁর দিকে। অত্যন্ত ভীত। অত্যন্ত শঙ্কাতুর। জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে! বাঁচা অথবা মরা। কি হবে সে নিজেও জানে না। কিন্তু এছাড়া আর কোন উপায় নেই। পথ নেই কোন। সবকিছুই নির্ভর করছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর। শেষ পর্যন্ত তাকে চিনেই ফেললেন হযরত মুহাম্মদ (স)। বললেন, আরে সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা না?

একেবারেই বাকহারা হয়ে গেল হিন্দা। কোন রকমে মাথা নেড়ে সায় দিল সে। এরপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অবশেষে যেন নিতান্ত জীবনের তাগাদায় কিছু শক্তি সঞ্চয় করে আর্তনাদ করে উঠল, যার হবার হয়ে গেছে আপনি আমায় ....।

আর কিছু বলতে পারল না সে। দয়াল নবী (স) হিন্দার মনোভাব উপলব্ধি করলন। এরপর মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, কোন ভয় নেই–যাও তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

www.nagorikpathagar.org

সামান্য একটা কথা। কিন্তু তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল তার অন্তরে। রাসূল (স) আমাকে ক্ষমা করলেন, আমার মত পাপিনীকে ক্ষমা করলেন তিনি? এক কথায়? কোন দ্বিধা না করেই? কাপড়ের আড়াল থেকে সে তাকাল রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের দিকে। শান্ত আর স্নিগ্ধ সে মুখ। পবিত্র আর উজ্জ্বল সে মুখ। কোন দ্বেষ নেই। নেই কোন প্রতিহিংসা। পবিত্রতায় দীপ্তিময়। অনন্ত জ্যোতির্ময়!

তার মনের গভীর থেকে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল তার বিবেকের সামনে। এ মানুষটির সাথে শত্রুতা করে এসেছি এতকাল!

যতই ভাবে, ততই বিগলিত হতে থাকে। শিখায় মোম যেমন গলে-গলে পড়ে। কঠিন হৃদয় নারী তেমনি নরম হতে থাকে, মোমের মত গলতে থাকে। যন্ত্রণায় আর আত্ম-পীড়নে। ভিতরটা পরিষ্কার হতে থাকে ধীরে-ধীরে। সুবহি সাদিকের আলোয় পৃথিবীর অন্ধকার যেমন কেটে যায় তেমনি। পলকে পরিষ্কার। শত্রু এখন মিত্রে পরিণত হয়েছে। দুশমন এখন দোস্ত। সামান্য কিছু পরে গভীর আবেগ ফুটে উঠল হিন্দার গলায়।

আবেগের উচ্ছল কণ্ঠে সে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আপনার তাঁবুর চেয়ে কোন ঘৃণ্য তাঁবু আমার কাছে ছিল না। আর এখন পৃথিবীতে কোন তাঁবুই আপনার তাঁবুর চেয়ে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় নয়। যারা শুনল, অবাক হয়ে গেল। এযে হিন্দার কণ্ঠস্বর? যেন জীবনের ওপার থেকে ভেসে আসছে এ স্বর। পবিত্র আযানের মত।

পরশ পাথরের ছোঁয়ায় হিন্দা এমন সোনায় পরিণত হয়েছে। এ ছোঁয়ায় সব কিছুই সোনা হয়। বেদুঈন, ইহুদী, কুরাইশ এবং তাবত মানুষ এবং হিন্দাও!

—০—

www.nagorikpathagar.org

নামাযী

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। সূর্যের আলোয় শত্রুর খোলা তরবারি চিকচিক করে উঠল। মুসলিম সেনারাও তৈরী চলল যুদ্ধের জন্য। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। যুদ্ধ শুরু হল। তুমুল যুদ্ধ।

মুসলমানরা লড়ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য। মিথ্যার অভিশাপকে দূরীভূত করার জন্য। রাজ্য জয়ের কোন লিপ্সা, সম্পদ আহরণের কোন লোভ তাঁদের নেই। মুসলমানরা জান-প্রাণ দিয়ে লড়ছে। সত্য-মিথ্যার এ যুদ্ধে তাঁদের জয়ী হতেই হবে।

উভয় দলে যুদ্ধ চলছে পুরোদমে। এরই মধ্যে এক অঘটন ঘটে গেল। কোথা থেকে এক তীর এসে বিঁধল হযরত আলী (রা)-এর পায়ে। ক্ষতস্থান দিয়ে দরদর করে রক্ত বের হতে লাগল। তীরটি বিষাক্ত। অসহ্য যন্ত্রণায় হযরত আলী (রা) চিৎকার করে উঠলেন। দূর থেকে সংগী-সাথীরা হযরত আলী (রা)-এর এ অবস্থা দেখলেন। তাঁরা ছুটে এলেন হযরত আলী (রা)-এর কাছে। কিন্তু কার সাধ্য আছে পা থেকে তীর টেনে বের করে। যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করেছেন। পায়ে একটু হাত লাগলেই শিউরে উঠেন যন্ত্রণায়। উঃ আঃ চীৎকার করে উঠেন। সাহাবাগণ পড়ে গেলেন মহা সমস্যায়। এখন তাঁরা কি করেন? তীর বের না করলে রক্ত বন্ধ হবে না। ব্যথাও যাবে না। এদিকে তাঁর যন্ত্রণা দেখে কেউ তীর বের করতেও সাহস পেলেন না।

মহানবী (স)-ও সেখানে উপস্থিত। তিনি সব কিছুই দেখছিলেন। তিনি বুঝলেন এভাবে তাঁর পা থেকে তীর বের করা যাবে না। তিনি কয়েকজন সাহাবাকে ডাকলেন। একটু দূরে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল- নামাযের সময় হোক। নামাযে দাঁড়ালেই তোমরা তীরটা বের করে নেবে।

সাহাবাগণ রাসূলের পরামর্শ মেনে নিলেন। সবাই চলে গেলেন যার যার কাজে। নামাযের সময় হল। সবাই চলল নামাযের জন্য। হযরত আলী (রা)ও বসে নেই। মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনি শোনার সাথে সাথেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভুলে গেলেন সমস্ত ব্যথার কথা। এখনি জামাত শুরু হবে। হযরত আলী (রা) তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে চললেন। অন্যান্য সাহাবীর সাথে একই কাতারে নামাযে শামিল হবেন।

www.nagorikpathagar.org

অসহ্য যন্ত্রণায় এতক্ষণ যিনি উহঃ উহঃ আহঃ করছিলেন, আর এ মুহূর্তেই তিনি যেন একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলেন। নামাযের প্রতি হযরত আলী (রা)-এর আকর্ষণ এতই ছিল প্রবল। নামাযের সময় তিনি যেন একেবারে অন্য জগতের মানুষ হয়ে যেতেন। ভুলে যেতেন সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার কথা, দুনিয়ার কথা।

সবাই নামায পড়ছেন, শুধু মাত্র কয়েকজন সাহাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন পিছনে। তাঁদের মন তখন অস্থির চঞ্চল। ডর-ভয়ও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু উপায় নেই। এ সুযোগেই তীর বের করে নিতে হবে।

একজন সাহাবা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন আলী (রা)-এর দিকে। বেশ শক্তভাবে তীরটা পায়ে বিঁধেছে। আস্তে ধীরে টান দিলে চলবে না। তীরের মাথা ধরে সাহাবী সজোরে মারলেন এক টান। টানের চোটে পায়ের মাংস ছিড়ে বেরিয়ে এল। ফিনকি দিয়ে ছুটল আবারো তাজা রক্ত।

হযরত আলী (রা) তখনও নামায পড়ছেন। উঃ-আঃ কোন শব্দই করলন না। একটু নড়লেনও না। নামাযের মধ্যে যে এতসব কাণ্ড ঘটে গেছে, তিনি এর কিছুই টেরও পেলেন না।

হযরত আলী (রা)-এর এমন অবস্থা দেখে সাহাবাগণ অবাক হল। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তাঁর দিকে। মনে মনে ভাবলেন, অদ্ভুত মানুষ হযরত আলী (রা)। একটু আগেও যন্ত্রণায় ছটফঠ করছিলেন। তীরে কেউ হাত দিলেই ভয়ে শিউরে উঠতেন। অথচ নামাযের সময় ব্যথা-বেদনার কথা একদম ভুলেই গেলেন। এমনকি তীর বের করার সময়কার যন্ত্রণাও অনুভব করলেন না। মানুষ কি এত আপন ভোলা হয়ে নামায পড়তে পারে? নিজের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দের কথা ভুলে গিয়ে নামাযে এত মনোযোগী হতে পারে? সাহাবাগণ ভাবছিলেন এমনি আরো অনেক কথা।

হযরত আলী (রা) নামায পড়া শেষ করলন। ততক্ষণে রক্তে তাঁর জামা-কাপড় ভিজে গেছে। তিনি শরীরে একটু ভেজা অনুভব করলেন। তাকিয়ে দেখলেন তাঁর পায়ে তীর নেই। তিনি একটু অবাক হলেন। সংগী-সাথীগণকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

সাহাবাগণ বললেন, নামাযের সময় আপনার পা থেকে তীর বের করে নেয়া হয়েছে। তখন তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুঠে উঠল।

—o—

www.nagorikpathagar.org

মহৎ জীবন

মহানবী (স) ছিলেন আদর্শ মানুষ। তাঁর মহৎ চরিত্র ছিল সকল গুণের আধার। মানুষের সাথে কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারে তিনি ছিলেন খুবই অমায়িক এবং উদার। কেউ মনে আঘাত পেতে পারে, এরূপ কোন কথা কখনো বলতেন না। মধুর ব্যবহারে তিনি সকলের মন জয় করতেন। এজন্য শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁকে সম্মান করত।

মহানবী (স) দুনিয়ায় এসেছিলেন মানুষকে সৎপথ দেখাবার জন্য। কি করে মানুষ প্রকৃত ভাল মানুষ হয়ে চলতে পারে, সে শিক্ষা দেয়ার জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি কাজ ও আচার ব্যবহারে আমরা অতুলনীয় শিক্ষালাভ করি এবং একেই আমরা সুন্নাত বা আদর্শরূপে গ্রহণ করি।

এখানে তাঁর জীবনের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করব। এ থেকে তাঁর মহত্ত্ব ও উদারতা সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা করতে পারবে।

মদীনার কাছাকাছি জহীর নামে এক ব্যক্তি পল্লীতে বাস করত। গ্রাম থেকে সে তরি-তরকারী, শাক-সবজি কাঁধে করে বয়ে এনে মদীনায় এক রাস্তার পাশে দোকান করে বিক্রি করত। সে ছিল যেমন কাল, তেমনি কুৎসিত। সবাই তাকে ঘৃণা করত, কেউ তার কাছ ঘেঁষতে চাইত না। কিন্তু মহানবী (স) তার দোকান থেকে কেনাকাটা করতেন এবং অবসর সময়ে তার পাশে বসে নানান কথাবার্তা বলতেন। সবাই দেখে তাজ্জব হয়ে যেত। শুধু তাই নয়, জহীর যখন তার জিনিসপত্র বিক্রি করে বাড়ি যেত, তখন মহানবী (স) স্বয়ং সারা শহরে ঘুরে ঘুরে জহীরের জন্য সে সব জিনিস সংগ্রহ করতেন। এভাবে গ্রামের জিনিস এনে শহরে, আর শহরের জিনিস গ্রামে বেচাকেনা করে জহীর বেশ সম্পদের মালিক হল।

মহানবী (স) তাকে দেখিয়ে বলতেন ঃ জহীর আমাদের গ্রাম আর আমি জহীরের শহর। এজন্য জহীরের আনন্দের কোন সীমা ছিল না। মহানবী (স)-এর ভালবাসা আর নেক সোহবত পেলে কার না আনন্দ হয়, বল! একদিন সে মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ হে নবী (স)! আমি এত কুৎসিত যে, দুনিয়ায় সবাই আমাকে দেখে ঘৃণা করে অথচ আপনি আমাকে এত ভালবাসেন কেন?

www.nagorikpathagar.org

মহানবী (স) হেসে বললেন ঃ মানুষের চোখে তুমি কাল এবং কুৎসিত হতে পার, কিন্তু আল্লাহ্র চোখে তুমি সুন্দর এবং তুমি আল্লাহ্র প্রিয়।

অতএব, কাল কুৎসিত, অন্ধ-আতুর কাউকেই ঘৃণা করতে নেই। সকলকেই আল্লাহ্র বান্দা আর আল্লাহ্র রাসূল (স) সকল মানুষকেই ভালবাসার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

যায়েদ ছিল প্রিয় নবী (স)-এর ভৃত্য। আমরা চাকর-বাকরদের যেমন ঘৃণার চোখে দেখি, তিনি কখনো তাদেরকে সেরূপ চোখে দেখতেন না। তিনি নিজের কাজ সব নিজেই করতেন। কাপড় ধোয়া, ঘর ঝাড় দেয়া, জুতা পরিস্কার করা, কাপড় সেলাই করা থেকে শুরু করে বড় বড় কাজ পর্যন্ত সবকিছুই তিনি নিজের হাতে করতেই পছন্দ করতেন। ভৃত্যকে তিনি কখনো চাকরের মত মনে করতেন না, তাকেও নিজের একজন ভাইয়ের মতই দেখতেন। কোন কোন সময় তিনি তাঁর ভৃত্যের সেবা যত্ন গ্রহণ করতেন। বিনিময়ে আবার তারও সেবা-যত্ন করতেন নিজ হাতে। কেননা, চাকরের সেবা-যত্ন পাওয়ার অধিকার যেমনি মনিবের রয়েছে, মানুষ হিসেবে চাকরের আবার তেমনই সেবাযত্ন পাওয়ার অধিকার আছে। বিদায় হজ্বের বাণীতে তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ "তোমরা যা খাবে, যা পরবে, তোমাদের দাস-দাসীকেও ঠিক তাই খেতে দেবে এবং তাই পরতে দেবে।"

মহানবী (স) তাঁর ভৃত্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতেন, তা তারই মুখ থেকে শোনা যাক। যায়েদ বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম, আমি মহানবী (স)-এর যতটুকু সেবা করেছি, মহানবী (স) আমার সেবা করেছেন এরও অধিক। দশ বছর কাল আমি তাঁর গোলাম ছিলাম। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি বারও তিনি আমার উপর রাগ করেন নাই এবং আমার কোন কাজে অসন্তোষও প্রকাশ করেন নাই।

কত মহৎ এবং উদার ছিলেন তিনি। চাকর বাকর এবং অন্য মানুষের প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হবে এ থেকেই আমরা তাঁর শিক্ষা পেতে পারি।

খন্দকের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। মহানবী (স) খবর পেলেন, মক্কার কাফেরগণ বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসছে। মহানবী (স) চিন্তিত হলেন। সকল মুসলমানকে নিয়ে তিনি আলোচনায় বসলেন। যুবকেরা সবাই অগ্রসর হয়ে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তাব

www.nagorikpathagar.org

দিলেন। কিন্তু যাঁরা বয়স্ক, তাঁরা মদীনায় থেকে চারদিকে পরিখা খনন করে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার পরামর্শ দিলেন। মহানবী (স) তাঁদের কথাই মেনে নিলেন।

পরিখা খনন করার কাজ শুরু হল। মুসলমানরা প্রতি দশজনের এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে মাটি কাটতে লাগলেন। হযরত বেলাল (রা)-এর দলে ছিল নয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন ঃ বেলাল, তোমার দলে কজন? হযরত বেলাল (রা) বললেন, নয় জন।

মহানবী (স) বললেন, আমাকে তোমাদের দশম ব্যক্তি করে নাও! হযরত বেলাল অসম্মতি জানালেন। না, তা কি করে হয়? মহানবী (স) মাটি কাটবেন এটা কি কখনো হতে পারে? কিন্তু মহানবী (স) নাছোড়বান্দা। তিনি কেবল মাটি কাটবেন না, মাটি বয়েও নেবেন। অগত্যা হযরত বেলাল (রা) তাঁকে দলে নিয়ে এক টুকরি মাটি তাঁর মাথায় তুলে দিলেন। মহানবী (স) বললেন ঃ আরেক টুকরি দাও। হযরত বেলাল (রা) বললেন–তা কেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সবাইতো এক টুকরি করে নিচ্ছে, আপনি কেন দুই টুকরি নেবেন?

মহানবী (স) বললেন, আমি তোমাদের মতই মানুষ, তাই এক টুকরি নিয়েছি, কিন্তু আমার উপরে নবুওয়তের দায়িত্ব রয়েছে, সে জন্য আমাকে অতিরিক্ত আর এক টুকরি নিতে হবে।

হযরত বেলাল (রা) আর কি করবেন! অতিরিক্ত আর এক টুকরি মাটি রাসূলুল্লাহ (স) মাথায় তুলে দিলেন। এক সাথে দুই টুকরি মাটি মাথায় নিয়ে হেঁটে চলেছেন মহানবী (স)।

দুনিয়ায় এমন দৃষ্টান্ত কোথাও লক্ষ্য করেছ? আমাদের প্রিয়নবী (স) অহংকার আর পদমর্যাদা কাকে বলে জানতেন না। অহংকার আর পর্দমযাদা মূলে কুঠারাঘাত করে জগতে সমান মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি। এমন কি, নবী হিসেবেও তিনি কোন অতিরিক্ত মর্যাদা দাবী করেন নাই বরং নবী হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এমন মহৎ আর তুলনাহীন চরিত্রের মানুষকে কে না শ্রদ্ধা করবে বল?

—o—

www.nagorikpathagar.org

মহানুভবতা

"(আর) যারা আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী হয় (যখন প্রতিজ্ঞা করে, আর যারা ধীরস্থির থাকে অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে এবং ধর্মযুদ্ধে, তারাই সত্যিকারের মানুষ এবং তারাই সত্যিকারের ধর্মভীরু।"

–(আল কুরআন)

তাই যে মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে চলে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আর সত্যিকারের মানুষের মত সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়, সে সব সময়ই তার প্রতিশ্রুতি, তার ওয়াদা পূর্ণ করে। কথা দিয়ে কথা না রাখা হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। পরম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা কোনদিনও এটা পছন্দ করেন না। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) তাই জীবনে কোন দিনও নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হননি, কোন ও দিন তিনি ওয়াদার খেলাফ করেনি। শত দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের মাঝেও কোনদিন নিজের ওয়াদা, নিজের প্রতিশ্রুতি কথা ভোল নি, কথা যখন দিয়েছেন তখন সে কথা অনুযায়ীই কাজ করেছেন। তাঁর প্রতিশ্রুতির একচুলও নড়চড় হয়নি।

৬৩০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স) তখনও জীবিত। তাঁর পবিত্র বাণী শোনার জন্য তখন মদীনায় রোজই অসংখ্য লোকের সমাগম হত। শত সহস্র লোক রোজই তাঁকে দেখতে আসে, তাঁর পবিত্র বাণী শোনার জন্য ধীরস্থিরভাবে অপেক্ষা করে আর শ্রোতাদের মধ্য থেকে অগণিত ব্যক্তি প্রায় রোজই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মোজায়না বলে তখন আরব জাতির মধ্যে একটি গোত্র ছিল। তাঁদের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছিলেন। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক লোক তখনও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। অমুসলিমদের মধ্যে কাব ইবনে যুহাইর নামে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কিন্তু কবিতা লেখার এ সুন্দর প্রতিভা তিনি বিশেষ কোন ভাল কাজে লাগাতেন না বরং মুসলমানদের হেয় করার জন্য এবং ইসলাম ধর্মকে অপমান করার জন্য, তুচ্ছ করার জন্য তিনি তার প্রতিভাকে ব্যবহার করতেন। স্বভাবতই মুসলমানদের সংখ্যা যখন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেল, সমগ্র আরবে যখন ছড়িয়ে পড়ল ইসলামের পবিত্র আলো, সমগ্র আরব যখন মেনে নিল ইসলামের মাহাত্ম্য ও আধিপত্য,

www.nagorikpathagar.org

তখন ইসলামের এ শত্রুদের ঘৃণ্য প্রচার, অশ্লীল কবিতা রচনা সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ করে দেয়া হল। ফলে কা'বও বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিলেন ইসলামবিরোধী কবিতা রচনা এবং যদিও মুসলমানেরা বিধর্মীদের ওপর কোনদিনও কোন অত্যাচার করেনি, তবুও কবি কিন্তু তাঁর অতীতের ঘৃণিত ইসলাম বিরোধী প্রচারের জন্য ভয়ে আত্মগোপন করে থাকতে লাগলেন।

কাবের ভাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কা'বকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, আল্লাহ্‌র পথে এগিয়ে আসার জন্য। ভাইয়ের পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ শুনে কাব একদিন রাসূল (স)-এর সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেখাই যাক না কেন লোকে তাঁর কথা শোনে, কেন এত শ্রদ্ধা করে, কেন এত সুনাম তাঁর! সকলের অজান্তে একদিন অত্যন্ত গোপনে কা'ব পবিত্র মদীনায় ঢুকে পড়লেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স) যে মসজিদে ওয়াজ করতেন সরাসরি সেখানে পৌঁছে গেলেন। অজস্র লোক তখন শৃঙ্খলার সাথে নিঃশব্দে ধীরস্থিরভাবে রাসূল (স)-এর অমর বাণী শুনে যাচ্ছে। রাসূল (স)-এর মত দিব্যকান্তি জ্যোর্তিময় পুরুষকে ভিড়ের মাঝে খুঁজে বের করা কাবের পক্ষে মোটেই কষ্টকর হল না। ভিড় ঠেলে কাব সামনে এগিয়ে গেলেন এবং হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি যদি আপনার সামনে মুসলমান হিসাবে বিধর্মী কা'বকে এখানে উপস্থিত করি, তাহলে আপনি কি তাঁকে ক্ষমা করবেন?"

রাসূল (স)-এর পবিত্র ও সুন্দর মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। শান্তভাবে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাকে আমি ক্ষমা করব।" রাসূল (স)-এর এ মহানুভবতা দেখে আনন্দে, বিস্ময়ে, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অভিভূত কা'ব পুনরায় চীৎকার করে বললেন, "আমি হচ্ছি জুহরের পুত্র কা'ব, আপনার সামনে আজ দাঁড়িয়ে আছি।" শ্রোতাদের মধ্য থেকে বেশ কয়েক জন উগ্র ব্যক্তি চীৎকার করে উঠলেন এবং দাবী করলে কা'বকে যেন অবিলম্বে হত্যা করা হয় তাঁর ঘৃণিত ও জঘন্য ইসলামবিরোধী কবিতার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের মুখে ফুঠে উঠল সে একটি স্নিগ্ধ ও পবিত্র হাসি, দয়া ও ক্ষমার এক অপূর্ব জ্যোতিতে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আগের মতই ধীরস্থিরভাবে তিনি স্নেহমাখা সুরে বললেন, 'না আমি তাকে ক্ষমা

www.nagorikpathagar.org

করেছি। মুসলমান কোনদিনও তার ওয়াদার খেলাপ করে না।" ভক্তি ও শ্রদ্ধায় কা'ব অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং সবিনয়ে একটি "কাসিদা" (এক ধরনের কবিতা) পড়ার অনুমতি চাইলেন।

রাসূল (স)-এর অনুমতি পেয়ে অন্তরের সমস্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে কাব সেদিন যে কাসিদাটি পড়ে শোনালেন তা ছন্দমাধুর্য, ভাব-ঐশ্বর্য ও শব্দ চয়নের জন্য আরবী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে আজও বিবেচিত হয়। কবির সুললিত কণ্ঠস্বর ও ছন্দ-মাধুর্য রাসূল (স)-কে এতই মুগ্ধ ও অভিভূত করল যে পুরস্কার হিসাবে তাঁর নিজের পবিত্র "খিরকা" (সেকালের আরবেরা ঢোলা যে পোশাক পরতেন) খুলে তিনি কবিকে উপহার দিলেন।

—o—

www.nagorikpathagar.org

তিনের পরীক্ষা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈল বংশে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন কুঠে। একজন টেকো। একজন অন্ধ।

আল্লাহ্ তা'আলা একদিন এদের তিনজনের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। একজন ফেরেশতাকেই প্রতিনিধি হিসেবে এ তিন ব্যক্তির কাছে পাঠানো হ'ল। ফেরেশতা প্রথমে কুঠের কাছে এলেন। এই যে বল, কি জিনিস তোর সবচেয়ে বেশি প্রিয়? কুঠে বলল–আমার এ শরীরের বদ রং বদলে যদি ভাল রং আর এ কুৎসিত চামড়াটা বদলে যদি সুন্দর চামড়া হত তাহলে, আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম। আমার এ রোগের জন্যই তো মানুষেরা আমাকে ভীষণ ঘেন্না করে, তাদের পাশে বসতে দেয় না, তা আবার বসতে দেবে? হুঁ! দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

ফেরেশতা এ কুঠের শরীরের উপর দিয়ে তাঁর একটা হাত বুলিয়ে নিলেন। সাথে সাথেই কুঠে লোকটি দিব্যি এক সুপুরুষে রূপ নিল–যাকে বলে সৌম্য ও সুদর্শন। তার শরীরের বদ রং এবং কুৎসিত চামড়ার পরিবর্তে সুন্দর রং আর সুন্দর চামড়া বেরিয়ে এল। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বল, কি ধরনের সম্পত্তির উপর তোর খুব বেশি লোভ? কুঠে যে এখন সুপুরুষ অর্থাৎ সৌম্য ও সুদর্শন এবং সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেছে, সে বলল ঃ একটি উট। ফেরেশতা একটি গর্ভবতী উট ভাল হয়ে যাওয়া কুঠেকে দিলেন। আর বললেন ঃ এর মধ্যে আল্লাহ্ তোর উন্নতি দিন।

ফেরেশতা এর পর টেকোর কাছে এলেন। এই যে বল, কি জিনিসে তোর সবচে বেশি লোভ? টেকো বলল ঃ আমার এ টেকো মাথায় যদি কুচকুচে কাল এবং সুন্দর মসৃণ চুল গজিয়ে উঠত, তা হলে মানুষেরা আমাকে আর ঘেন্না করত না, কাছে টেনে নিত। আমার মাথার উপর থেকে এ বালা মুসিবত অর্থাৎ বিপদ যাই বলুন, সরে গিয়ে সুন্দর হওয়ার প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি লোভ।

ফেরেশতা এ টেকোর মাথার উপর তাঁর একটি হাতের মৃদু পরশ বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে টেকো লোকটাও তার টেকো মাথা ভর্তি সুন্দর চুল পেয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন ঃ এবার বল কি ধরনের সম্পত্তির উপর তোর আগ্রহটা খুব বেশি? টেকো, যে এখন তার মাথায় কুচকুচে কাল এবং সুন্দর মসৃণ চুল ফিরে পেয়েছে, সে বলল ঃ গাভী। ফেরেশতা একটি গর্ভবতী গরু ভাল হয়ে যাওয়া টেকোকে দিলেন এবং বললেন ঃ এর মধ্যে আল্লাহ্ তোর উন্নতি দিন।

ফেরেশতা এবার অন্ধের কাছে এলেন। এই যে বল, শুনি–তোমার কি জিনিস চাই। অন্ধ বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমার এ অন্ধ চোখ দুটি ভাল করে দিতেন, তাহলে আমি সব মানুষকেই দেখতে পেতাম, আর আমার যে কি খুশি হত–ভাষা নেই যে, বলব। আমি চাই আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিন যেন আমি আমার মন ভরে সব কিছু এবং সবাইকে দেখতে পারি।

ফেরেশতা অন্ধের চোখের উপর তার একটা হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে অন্ধও আল্লাহ্র হুকুমে তার দৃষ্টিহীন চোখে দৃষ্টি ফিরে পেল। হ্যাঁ, এমন বল তুমি কি ধরনের সম্পত্তি পেলে খুশি হও?

অন্ধ, যে এখন তার দৃষ্টিহীন চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে, সে বললঃ বকরি। ফেরেশতা একটি গর্ভবতী বকরি ভাল হয়ে যাওয়া অন্ধকে দিলেন। আর বললেন ঃ এর মধ্যেই আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দিন।

দিন যায়। সপ্তাহ আসে। মাস গত হয়।

উটনি, গাভী আর বকরি যথা সময়ে বাচ্ছা দিল। এরপর?

আবার মাসের পর মাস-ছ'মাস যায়। বছর আসে। উটনি, গাভী আর বকরি বাচ্চা দিয়েই চলল। এরপর? বাচ্চাদের থেকে আবার বাচ্চা। আবার। ক্রমান্বেয়ে বিয়োনের পালা চলে। এরপর থেকে বিয়োনোর পর বিয়োনো। কেবলি সংখ্যা বৃদ্ধি। আর বিয়োনোর–চাপে তিন জন ফেঁপে উঠল। শুধু কি তাই?

এদিকে দেখতে না দেখতে কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হল যে উট, গরু, আর বকরিতে ঘর-বাড়ি মাঠ-ঘাট এবং জঙ্গল-মরুভূমি সব ভরে গেছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা আবার একদিন তাদের তিন জনের অর্থাৎ কুঠে, টোকো এবং অন্ধের পরীক্ষা নিতে চাইলেন।

আগের সে ফেরেশতাকেই আবার পাঠানো হল। ফেরেশতা প্রথমেই আগের সে আকৃতি বা রূপ নিয়েই ভাল হয়ে যাওয়া মানে ভূতপূর্ব কুঠের কাছে এলেন।

www.nagorikpathagar.org

–ভাই, আমি একজন মিসকিন সফরে বেরিয়েছিলাম। আমার সব সামানই শেষ হয়ে গেছে। এখন এক আল্লাহ্ আর আছ তুমি এছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় গতি নেই। যিনি তোমার শরীরের বদ রং এবং কুৎসিত চামড়ার পরিবর্তে সুন্দর রূপ আর চামড়া বক্‌শিশ স্বরূপ দান করেছিলেন, আমি আজ সে আল্লাহ্‌র নামের উপর তোমার কাছে একটা উট চাই। দিবে, ভাই? এ জন্য চাইছি–এর পিঠে আমি সওয়ার হয়ে তাড়াতাড়ি যেন আমার বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারি।

ভাল হয়ে যাওয়া কুঠে বলল ঃ যা–যা! যা– বেটা এখান থেকে। বলি আপনি কোন নোয়াবের পুত্তর? বড় যে এসেছেন লাট সাবের পো সেজে একটা উট চাইতে! হুঁ, যেন তার বাপ-দাদা কেউ আমার কাছে গচ্ছিত রেখে বলে গেছে, ও মিয়াঁ! এসে চাইলেন দিয়ে দিও। যা বেটা, ভাগ, এখান থেকে।

ফেরেশতা বলে উঠলেন ঃ আরে ভাই, এমন করছ কেন? একটু থাম, শোন, সম্ভবত আমি তোমাকে চিনি। তাই তোমার কাছে বড় দাবি নিয়ে এসেছি। দাও ভাই, দাও! দিয়ে দাও একটা উট। তোমার তো অভাব নেই। সামান্য একটা উটেরই তো মামলা --- দিলে যে আমার কত বড় উপকার হয়, তা আর কি বলব!

কুঠে রেগে বলে উঠল ঃ গেলে! তুই বেটা আমাকে চিনিসনা? আমি যে কে! তুমি না চিনিয়ে দিলে আমি কি করে চিনব। বলি, ভালয় ভালয় যাবে না যাবে না? বলি, যা। আমাকে আর রাগাসনে। আমি খুব খারাপ মানুষ–ভাগ। যা আমার সামনে থেকে। আমি যা বলি তাই করি। যা, আমি কিছু দিতে টিতে পারব না। তা ছাড়া তোকে যে দেব, সে রকম দেয়ার মত এখানে তেমন কোন বাড়তি উটও নেই। আর আমাকে আগেরই আরো অনেকগুলো ঋণ শোধতে হবে! বুঝলে?

ফেরেশতা নিজের মনেই হেসে উঠলেন ঃ বাইরে এর লেশ মাত্রও প্রকাশ পেল না। কুঠের অবস্থা তো ফেরেশতার জানাই ছিল। কিন্তু যিনি শরীরের বদ রং এবং কুৎসিত চামড়ার পরিবর্তে সুন্দর রং আর সুন্দর চামড়া বক্‌শিশ স্বরূপ দান করেছিলেন-কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরেও যখন কুঠে তা স্বীকার করল না, তখন বাধ্য হয়েই ফেরেশতা এবার 'সম্ভবত' দিয়ে এ জন্য কথা শুরু করলেন ঃ কুঠে যেন সাথে সাথেই আর অস্বীকার করে না বসে, ভেবে-চিন্তে উত্তর দেয়, অথচ এবারও হল হিতে বিপরীত। চোরা না শোনে ধর্মের কথা।

www.nagorikpathagar.org

ফেরেশতা এবার জোর গলায় বলে উঠলেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাকে আমি চিনি। এখন তুমি যতই সাফাই গেয়ে যাওয়া কেন? আমি সব জানি, আগে তুমি কুঠে ছিলে। মনে পড়ে? কি, মনে পড়ে না, অত শিগগিরই ভুলে গেলে? এ রোগের জন্য ওই যে মানুষ তোমাকে ঘেন্না করত, তুমি গরীব ছিলে, কি গরীব ছিলেনা? পরে আল্লাহ্ তোমাকে আমার মাধ্যমে এত ধন-সম্পত্তি দিয়েছেন। আমি তো তোমার কাছে একটা উটই চাচ্ছি। এর বেশি তো আর কিছুই চাচ্ছিনা। চাবও না। আল্লাহ্র ওয়াস্তে একটা উট দিয়ে আমার বিদায় করে দাও। আমি চলে যাই।

কুঠে গর্জে বলে উঠল ঃ রে মিথ্যুক, দেখছি তোর আস্পর্ধা তো খুব বেশি বেড়ে যাচ্ছে। সামনের দিকে আর একটা কথা বললে জানিস তোর জীবনের জন্য বড় বেশি ভাল হবে না। হুঁ! বলে রাখলাম। আচ্ছা ফ্যাসাদ দেখছি–খুবত, চমৎকার বাহ্! কার সামনে দাঁড়িয়ে আচিস, বুঝতে পারিসনি। একদম মুখ থেঁত্লে দেব। আরে এটা তুই কি বললে যে, আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছে। আর দিয়েছে তোর মাধ্যমে। রে মিথ্যুক, কান পেতে শুনে নে এবং এসব ধন-সম্পত্তি তো আমার কয়েক পুরুষ থেকে। আমার বাপ-দাদার, দাদার দাদার বংশ থেকেই চলে আসছে, আর তুই কিনা বলচিস আল্লাহ্ দিয়েছেন তোর মাধ্যমে।

ফেরেশ্তা সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ দেখ আমি মিথ্যুক নই। যদি তুমি মিথ্যুক হও তাহলে?

কুঠে বলে উঠল ঃ তাহলে আবার কি? আমারটা আমি বুঝব। এখান থেকে তুই যাবে, কি যাবে না। এবার তাই জানতে চাই। নইলে ঘাড়ে কয়েক ঘা কসিয়েই মারব। আমাকে আরেকটু ত্যক্ত করলে–অমনি অমনিতেই আর ছেড়ে দিচ্ছি না। আমার শেষ কথাটা কান খুলে শুনে নে–আর একটু টু শব্দ করছে কি...তোর মঙ্গল নেই, হ্যাঁ!

ফেরেশ্তা বললেন ঃ বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে বলে যাই তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ঠিক তেমনটিই করে দিন, প্রথমে তুমি ঠিক যেমনটি ছিলে। কেমন?

কথা শেষ করার সাথে সাথেই ফেরেশ্তার দোআ কবুল হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

ফেরেশ্তা এরপর আগের বার আসা রূপ নিয়েই সে ভাল হয়ে যাওয়া টেকোর কাছে এলেন। ভাই আমি মিসকিন মানুষ। সফরে বেরিয়ে ছিলাম। এখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমার এখন এক আল্লাহ্ আর তুমি ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। কোন গতি না দেখে উপায়হীন হয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। যিনি তোমাকে টেকো মাথায় কুঁচকুঁচে কাল সুন্দর চুল গজিয়ে দিয়ে, মানুষের খারাপ দৃষ্টি থেকে তোমাকে রক্ষা করেছেন–আমি আজ সে আল্লাহ্‌র নামের উপর তোমার কাছে একটা গরু চাই। দিবে? দাও না ভাই, তোমার পছন্দ মত একটা গরু। বড় আশা নিয়ে এসেছি।

ভাল হয়ে যাওয়া টেকো বলল ঃ বড় আশা নিয়ে এসেছ বাছা! শুনি কোথা থেকে আসা হয়েছে? যেমন বাপ-দাদার রাখা সম্পত্তি! পছন্দসই একটা গরু দিতে হবে, হুঁ! এ বেটা, আজেবাজে না বকে নিজের সোজা পথটি দেখ, বুঝলে? রংবাজি আর কারো সাথে গিয়ে কর গে। যা, ফকড়ামী ছেড়ে খেটে খা! দেখতে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। তাই বলছি যা। ভাগ! ভবিষ্যতের জন্য ভাল হয়ে এ পথ ছেড়ে এখান থেকে সোজা চলে যা। আর হ্যাঁ, ও রকম দাবি জানাতে যেন ভবিষ্যতে ভুলেও আর কেন দিন এখানে ছুটে আসবে না। এলে আচ্ছা মত শায়েস্তা করে দেব। দেখ দেখি, কত বড় বজ্জাত-হারামি, বলে কিনা একটা গরু দাও। মরার সময় তোর বাবা কি আমার কাছে একটা গরু জমা রেখে গিয়েছিল নাকি যে, চাইলেই দিয়ে দিতে হবে। কত কষ্ট-সাধনার পর এগুলো করেছি। তুই বেটা বুঝবে কি? তুই কি খান্দানী ফকিরের বাচ্চা নাকি! কোন বাপের মাল চাইতে এসেচিস হুঁ! কি হল এখানে দেখছি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েচিস। যা, ভালয় ভালয় চলে যা, নইলে খুব বেশি ভাল হবে না। আমি বেহায়া দেখতে পারি না। মেরে হালুয়া করে দেব।

ফেরেশতা বলে উঠলেন ঃ ভাই, তুমি যত রাগই কর আর যতই কথা শুনাও এবং মেরে যত মজার হালুয়াই বানাও না কেন, কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। তোমার যা মন চায়, তাই কর। কিন্তু আমাকে একটা গরু দিতেই হবে। গরু না নিয়ে আমি যাচ্ছি না। দাও তোমার মত ধনীর জন্য আমার এ ক্ষুদ্র সওয়াল পূরণ করা এমন কেন শক্ত কাজ নয়। মনটাকে একটু নরম কর, ভাই! এতটা কঠিন হয়ো না–রহম কর, আমি বড় বিপদে আছি।

www.nagorikpathagar.org

টেকো রেগে বলে উঠল ঃ আচ্ছা ফ্যাসাদ দেখছি! সোজা কথায় চলে যাওয়ার পাত্র তুই না। এখন দেখছি-কয়েক ঘা না বসানো পর্যন্ত তুই এখান থেকে নড়বে না। দেখ্, আমি বড়ই ভয়ংকর প্রকৃতির লোক। একবার সত্যি সত্যিই বিগড়ে গেলে রক্ষা নেই। জান না নিয়ে শান্তি পাইনা। আমাকে বিগড়ে ফেললে আর তোকে আস্ত ছাড়ছিনা। তাই বলছি আমাকে আর ত্যক্ত না করে সেজো এখান থেকে তোর আপন পথে চলে যা। যা, তো ভাল হবে।

তখন ফেরেশতা আপন মনেই হেসে বলে উঠলেন সত্যি মানুষ কত অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, হীন-নীচু-বেঈমান-মিথ্যুক হয়ে থাকে। ধনের লোভে, সম্পত্তির মোহে ভুলে যায় সবকিছু-হারায় তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঈমান-বিবেক। এ নগন্য, তুচ্ছ ধন-সম্পত্তির লোভের মোহে ভুলে যায় তার স্রষ্টাকে। এর চাইতে আর দুঃখ কি হতে পারে, মানুষ এত বড় স্বার্থপরও হয়? এ স্বার্থপর মানুষ করতে না পারে এমন কাজ নেই। সব করতে পারে–পারে না লাখে দু'চার জন ছাড়া লোভকে সংবরণ করতে। ছি, কি জঘন্য মন-মানসিকাতা!

ফেরেশতা এবার জোর গলায় বলে উঠলেন ঃ ভাই, শুধু শুধু রাগ কর কেন! আমি তো তোমাকে অনেক আগে থেকেই খুব ভাল চিনি ও জানি। অস্বীকার করতে পারনা কি ছিলে আর কি হয়েছ। সবই আমার জানা আছে। তোমার ব্যাপারে আমার কিছুই অজানা নেই। আল্লাহ্ তোমাকে এত ধন-সম্পত্তি দিয়েছেন বলি, তোমার কাছে একটা গরু এমন কিইবা? ইচ্ছা করলেই তো আমাকে একটা গরু দিতে পার। দিতে পার একটা কেন কয়েকটাই। কিন্তু রে ভাই, আমার সওয়াল একটাই। যেন তেন একটা গরু দিয়ে দাওনা ভাই। আল্লাহ্র কাছে যেদিন তুমি চুল আর ধনের মুখাপেক্ষী ছিলে, সেদিন আল্লাহ্ তোমাকে আমার উসিলায় তা দিয়েছেন। আজ আমি তোমার কাছে মুখাপেক্ষী। দাও ভাই, আমাকে দাও একটা গরু। খালি হাতে ফিরিয়ে দিওনা ভাই! দোআ করব যেন আল্লাহ্ তোমাকে আরো প্রচুর ধন দেন এবং বিরাট ধনী হও তুমি।

টেকো গর্জে বলে উঠল ঃ আরে এ মিথ্যুক, কি বললে তুই? তোর এত বড় আস্পর্ধা! যত্তসব মিথ্যা কথা .... আল্লাহ্র কাছে আমি চুল আর গরু চেয়েছিলাম কবে? কখন? তোর সামনে? এখন দেখছি তুই আসলে পাগল না, পাগলের অভিনয়ে সেরা ছেচ্চর। রং জমাবার জায়গা আর পাসনি, এখানে এসেচিস জমাতে? আল্লাহ্র কাছে আমি চুল আর গরু

www.nagorikpathagar.org

চেয়েছিলাম। আর তা-ও সে দিয়েছে আমাকে তোর উসিলায়! তবে রে -- শোন, কে আছে এমন যে, বুক ফুলিয়ে বলতে পারে এসব আল্লাহ্ আমাকে তোর উসিলায় দিয়েছে। হুঁ, তুই বললে! আরে এ মিথ্যুক, ফেরেশতা সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ সত্যিই যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে?

টেকো বলে উঠল ঃ তাহলে আবার কি? আমি কি মিথ্যুক নাকি? সাবধান হয়ে, মুখ সামলে কথা বল। বলে রাখছি-উলটা, পালটা কথা বলচিস কি... বেশি ভাল হবে না, হ্যাঁ! বড় যে উঁচু গলায় বলতে এসেচিস, মুখ থেঁত্লে দেব। এখন পর্যন্ত আমার আসল রূপটি দেখিসনি তো–ফের আমার বিরুদ্ধে আর একটা বলচিস তো দেখিয়ে দেব।

ফেরেশতা বললেন ঃ এখানে ভাল-মন্দের কথা নয়, লেনদেনের কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। কিন্তু সত্যিই যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ঠিক তাই যেন করে দেন আগে তুমি যা ছিলে। কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ফেরেশতার দোআ মঞ্জুর হয়ে গেল।

ফেরেশতা এবার অন্ধের কাছে প্রথমবারের সে রূপ নিয়ে এলেন।

এই যে ভাই, দেখ–আমি একজন মুসাফির। ভীষণ বিপদগ্রস্ত। নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি। ভাইরে আজ হয়তো তুমি আমাকে চিনতে পারবে না এবং আজ আমার একমাত্র ভরসা আল্লাহ্ আর তুমি, সত্যি বলছি, এ ছাড়া আমার আর কেন গতি আশ্রয় নেই। আমি আল্লাহ্র নামে তোমার কাছে একটা বকরি চাই। সে আল্লাহ্র নামে আমাকে একটা বকরি দাও যিনি তোমাকে দ্বিতীয়বার তোমার অন্ধ চোখকে দৃষ্টির উপহার দিয়েছিলেন। তোমার কাছ থেকে একটা বকরি পেলে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করে ওই বকরিটাকে দিয়েই কোন মতে-সতে আমার সফর পুরা করব।

ভাল হয়ে যাওয়া অন্ধ বলল ঃ হ্যাঁ, ভাই! মনে হয় যেন তোমার কথা ঠিকই। হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিকই বলছ, আমি তো অন্ধই ছিলাম। সর্বশক্তিমান রাহমানুর রাহীম আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাস মেহেরবাণীর বদৌলতে আমার অন্ধ চোখে দৃষ্টি উপহার দিয়েছেন। আমার মনে আছে। একজন লোকের উছিলায় আমি এসব পেয়েছি। মনে হয় যেন সে লোকটি ... হ্যাঁ, সে লোকটা যেন তুমিই ছিলে। অনেক দিনের কথা তো পরিষ্কার মনে না হলেও একটু একটু মনে পড়ছে, চোখ ভাল হওয়ার সাথে সাথে তোমাকেই যেন আমি প্রথম দেখছিলাম। যদিও অনেক দিন আগের কথা এবং তখন তুমিও বেশিক্ষণ ছিলে না সেখানে–

www.nagorikpathagar.org

–এতদিন পরে দেখা হলেও আমার মনে হচ্ছে তুমিই ছিলে। হয়তো আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু, না। তোমার একটু আগের কথাতেও তাই প্রমাণ হয়, সে আল্লাহ্‌র নামে আমাকে একটা বকরি দাও যিনি তোমাকে দ্বিতীয়বার অন্ধ চোখে দৃষ্টি উপহার দিয়েছিলেন।

তুমিই যদি না হবে তা হলে তুমি এ কথা কেমন করে বলতে পারলে যে, আমি অন্ধ ছিলাম। তখন তুমিই ছিলে না ভাই?

ফেরেশতা বলে উঠলেন ঃ হ্যাঁ ভাই, আমিই ছিলাম। চিনতে তুমি ভুল করনি। আমি তো মনে করেছিলাম,. তুমি বুঝি আমাকে ভুলে গেছ। এতদিন পরেও দেখছি, তুমি আমাকে এতটুকুনও ভুলনি। জানি, তুমি আমাকে ভুলে যাবে না আর সে দাবিতেই আজ তোমার এখানে একটা বকরি চাইতে এসেছি। ইচ্ছা করলে কি আর কারো কাছে যেতে পারতাম না, পারতাম না গিয়ে তাদের কাছে চাইতে। পারতাম চাইতে। পেতামও হয়ত এক-আধটা বকরি। তবে হ্যাঁ, নিশ্চয় করে বলতে পারিনা যে, পেতামই। অবশ্য আরো দু'জনের দরবার থেকে ফিরেও এসেছি–এসেছি দস্তুর মত অপমানিত হয়ে। আল্লাহ্‌র কাছে আমি যত চেয়েছি তত কোন একটা ফেরেশতার কাছেও না। এমন কি, আল্লাহ্‌র সব চাইতে নিকৃষ্টতম বান্দার কাছেও আমি কখনো চাইনি।

অন্ধ অবাক হয়ে বলে উঠল ঃ আমি তোমার কথার মানে মতলবের কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি তো কেবল ভাবছি-তুমি কি করে জানলে আমি অন্ধ ছিলাম। তবে হ্যাঁ কে তোমাকে অপমান করল তা নিয়ে আমি ভাবতে যাব না। আমি তো ভাই তোমাকে অপমান করছিনা, করবও না। তুমি এখন আমার মেহমান। আমি ভাই নেহায়েত গরীব মানুষ। আল্লাহ্‌র, দয়ায় মাল বকরিগুলোর রাখালি আর লালন-পালন করে দিন গুজরান করি। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর বদৌলতে আর তোমাদের দু'আর বরকতে ভালই আছি–সুখে-শান্তিতে জীবনটা কাটাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, তুমি আজ আমার সম্মানিত মেহমান-আমার আন্দাজ মত আমি যদ্দুর সম্ভব খেয়াল রাখব, যাতে করে আমার মেহমানের কোন রকম কষ্ট না হয়। অবশ্য এ আমার কর্তব্য।

LH- ৩

www.nagorikpathagar.org

ফেরেশতা আপন মনেই হেসে বলে উঠলেন- আশ্চর্য! কি অবাক-বিস্ময় ব্যাপার, কুঠে আর টেকো ওরা দুজন তো কোন কিছুই স্বীকার করতেই রাজি নয়। শুধু কি তাই, স্বীকার যাওয়া তো দূরের কথা- অস্বীকারেরও কত যুক্তি-তর্কই না দর্শাল। ঠিকই সত্যি কথাটা বলা হয়েছে–লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ভাবতে অবাক লাগে, মানুষ কত বড় বেঈমান হতে পারে। আরে বেঈমানিরও তো একটা সীমা রয়েছে, সীমা অতিক্রম করে যাওয়াটা যে কত বড় অন্যায়-অপরাধ, মানবতাবোধ অন্তত যার মধ্যে এক-আধটুকু জ্ঞান থাকবে, সে কখনো কুঠে আর টেকোর মত হতে পারে না, পারবেও না। এ আমি হলপ করে বলতে পারি। নিশ্চয়ই এ অন্ধের মধ্যে মানবতা রয়েছে। আর রয়েছে বলেই না সে এর প্রমাণ করে যাচ্ছে।

ফেরেশতা এবার জোর গলায় বলে উঠলেন ঃ সত্যি ভাই, আমি এত খুশি, কি যে বলব ভাষা নেই। দেখছি তোমার সব কিছুই কিছু কিছু করে স্মরণ রয়েছে। হ্যাঁ ভাই! যখন তুমি সবই জান, তখন তুমি আমাকে ছোট-খাট আকারের মরাধরা হলেও একটা বকরি দিয়ে এ বিপদের সময় সাহায্য কর। দোআ করি আল্লাহ্ তোমাকে আরো বরকত দিন। তোমার নিয়ত ভাল, উন্নতি অবধারিত।

অন্ধ নম্র কণ্ঠে উঠল ঃ সত্যি ভাই, আমি নিজেও একথা নিয়ে ভাবছি-আমি অন্ধ ছিলাম। আর তোমারই উসিলায় কিংবা দেখতে হুবহু তোমার মত অন্য কারো উসিলায় আমি আমার অন্ধ চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি, যদিও আজ আমার সঠিক মনে নেই, তবে এটা ঠিক এবং সত্যি যে, চোখে দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই আমার সামনে যাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছি- সে ভাই তুমিই ছিলে। অনেক দিন পর খটকা লাগার কারণে বিশ্বাস হতে না চাইলেও অবিশ্বাসও করতে পারছিনা আসলেই সে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। সে যাক। মোট কথা আমি তোমার কেন কথারই অস্বীকার করে যাব না। আর কিছুই অস্বীকার করব না-আমার এ জীবনের উপর দিয়ে যত বড় ধরনের বিপদই আসুক না কেন। তুমি বিশ্বাস কর আমি ভাই অকৃতজ্ঞ বেঈমান নই। তুমি আমার কাছে মোটে একটা মাত্র বকরি চাচ্ছ কেন, তুমি নিজে বেছে যতটা খুশি নিয়ে যাও। তুমি ভাই বিশ্বাস কর আর নাই কর শোন এ দীর্ঘদিনের মধ্যে আমি বহুবার একথা ভেবেছি সে মানুষটা কোথায়? আচ্ছা যে আমার চোখে হাত বুলিয়েছিল

www.nagorikpathagar.org

এবং আমি সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে ভালও হয়ে গিয়েছিলাম আর আমার জীবনে চলার জন্য দাবিও পূরণ করেছিল একটি বকির দিয়ে। তাকে আর দেখতে পেলাম না। আজ আমার মনে হচ্ছে সে আশা আমার মিটাল। যাক, সে তুমিই হবে- তুমি না হলে এমনভাবে ঠিক ঠিক একদম নির্ভুল কেউ বলতে পারত না এবং পারবেও না । কি ঠিক বলেছি না?

ফেরেশতা সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ হ্যাঁ! দেখলাম তিনজনের মধ্যে সত্যি তুমিই অকৃতজ্ঞ নও।

অন্ধ বলে উঠল ঃ আমি ভাই গণ্ডমূর্খ মানুষ, মিথ্যা কথা বলব না; আমৃত্যুই আমি আল্লাহ্ রাসূলের আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেছি এবং মেনে চলার ইচ্ছাপোষণ করে চলেছি-চলব। তুমিও আমার জন্য সে দো'আই কর। হ্যাঁ, ভাই! তুমিও বল- আজ আমার কিসের অভাব? কি, কোন কিছুর অভাব আছে? তবে কেন আমি অকৃতজ্ঞ হয়ে লোভে পড়ে আল্লাহ্র নাফরমানী করতে যাব এবং গুনাহাগার হব। বেঈমান হয়ে মরব কেন? শোন ভাই তুমি একটা বকরি নিও না। কেন ভাই একটা চাচ্ছ–যতটা তোমার ইচ্ছা তোমার মনে যত নিয়ে যাবার চায় নিয়ে নাও এবং যতটা তোমার ইচ্ছা রেখে যাবার রেখে যাও। আর যদি মনে কর সবগুলোই নিয়ে যাবার তো 'আলহামদুলিল্লাহ-সব তারিফ আল্লাহ্ তা'আলার, নিয়ে যাও, আমি এত খুশি হব ভাই, ভাষা নেই যে বর্ণনা করার নিজের কাছে দেয়ার মত যত জিনিস রয়েছে এর কোনটা থেকেই আমি তোমাকে মানা করব না। তোমার উসিলায় আমি আজ এ পর্যায়ে সম্মানের সাথে এসে পৌছেছি। তুমি আমার সব নিয়ে যাও। আমার এসবই তোমার। এস ভাই, এস আমার সাথে। হ্যাঁ, এখন তো আমি এ কথা আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলতে পারি, তুমিই সে! ঠিক মত দাঁড়াও তোমাকে একটু ভাল করে তোমার সেদিনের পরশ বুলিয়ে দেয়া আলো দিয়ে দেখে-নেই, দেখি তো........হ্যাঁ; তুমিই। এবার আমার শেষ কথা শোন তুমিই সে ব্যক্তি, অতএব সব নিয়ে যাও। এসবই তোমার। তুমি আমার সম্মানিত মেহমান, যতদিন ইচ্ছা নিজের বাড়ি মনে করে বেড়িয়ে যাও। আমি আজ কত সৌভাগ্যবান।

ফেরেশতা বললেন ঃ ভাইরে, তুমি তোমার নিজের জিনিস তোমার নিজেরই কাছে রেখে দাও। আমার কোন জিনিসেরই দরকার নেই। আমি কিছুই চাইনা। আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছিলেন পরীক্ষা করার জন্য। শুধু

www.nagorikpathagar.org

তোমাদের তিন জনের পরীক্ষা নেয়ার ছিল, নিয়েছি। নেয়া আমার হয়েছে। এবার আমার বিদায়ের পালা। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর ভীষণ খুশি, তিনি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং ওদের সে দু'জনের উপর খুব নাখোশ অর্থাৎ ভীষণ অসন্তুষ্ট। একবার গিয়ে তোমার স্বচক্ষে দেখে এস এরা আগের মতই অবস্থায় এখন কুঠে আর টেকোর কিচ্ছু নেই।

কথা শেষ করেই ফেরেশতা আর কালবিলম্ব না করে তাঁর গন্তব্য পথে হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন। ভূতপূর্ব অন্ধ ফেরেশতার গমন পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তার নিজের মনেই বলে উঠল–হে আল্লাহ্! তোমার প্রেরিত মানুষটা আমার এখানে এসে একটু খেজুর তো দূরের কথা এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত খেয়ে গেল না। তুমি আমার অপরাধ মার্জনা কর। ক্ষমা কর আমার গুনাহ্। আমীন আল্লাহুম্মা আমীন!

—o—

www.nagorikpathagar.org

জীবন্ত কবর

তোমরা ইতিহাসের পাতায় আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগের কত ঘটনাইনা পড়েছ। এ হৃদয় বিদারক ঘটনাটি ঘটেছিল মহানবী (স)-এর এক সাহাবীর ইসলাম পূর্ব জীবনে। মহানবী (স)-এর সান্নিধ্যে আসার পর এ ঘটনাটি তাঁর জীবনে এর অনুশোচনায় তাঁকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করেছিল।

একদিন মহানবী (স) তাঁর এক সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলন, তোমার ইসলাম গ্রহণ পূর্ব জীবনের কোন স্মরণীয় ঘটনা মনে আছে কি?" সাহাবী অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! সে হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা মনে পড়লে এখন আমার বুক ফেটে যায়, অসহ্য যন্ত্রণা আর যাতনায় অস্থির হয়ে পড়ি, বেঁচে থাকার আর ইচ্ছা হয় না, দু'চোখ বেয়ে অনবরত পানি আসে আর ভাবি বিগত জীবনে আমি কি করলাম। মহানবী (স) বললেন তাহলে আমাকে বল সে ঘটনাটি। সাহাবী বলতে শুরু করলেন সে বিগত জীবনের বর্বোচিত ঘটনাটি। আমার সংসারে এগারটি মেয়ে শিশু জন্মেছিল। আমরা তখনকার সমাজে মেয়েদের জন্ম হওয়াটা খুবই খারাপ বলে ভাবতাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সান্নিধ্যে আসার পর মেয়ে জন্ম হওয়া আল্লাহ্র রহমত' একথা তো অপনিই বলেছেন? আপনি আরো বলেছেন, 'যদি কারোর দু-তিনটি মেয়ে হয় তাদের ভালভাবে দ্বীনের কথা শেখায আর ভাল পাত্রের সাথে বিয়ে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতী হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) আপনার মুখে একথা শোনার পর থেকেই বারবার আমার সে বাচ্চা মেয়েগুলোর কথা মনে পড়লে এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করি।" মহানবী সাহাবীকে বললেন এখন বল, তোমার সে এগারটি মেয়ে শিশুর কি হয়েছিল। সাহাবী বললেন "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যেন এ অধমকে এর পাপের শাস্তি থেকে আল্লাহ্ মাফ করে দেন। এখন সে কথা মনে হলেই লোম খাড়া হয়ে যায়, কলিজা ফেটে যেতে চায়। আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আমায় বল।" সাহাবী তাঁর বিগত দিনের ঘটনা আবারও বলতে লাগলেন "আমি এসব

www.nagorikpathagar.org

মেয়েগুলোকে এক এক করে জ্যান্ত মাটিতে কবর দিয়েছি। এ কাজগুলো যখন করেছিলাম; তখন আমি কাফের ছিলাম, আর এ যুলুম অত্যাচার করেছিলাম তখনই। ইস! এখন বুঝি কত উত্তম না হত, যদি আমার সে মেয়েগুলো থাকত। আমি তাদের ধর্মের কথা শিখাতাম। ভাল ছেলের সাথে বিয়ে দিতাম। বিনিময়ে পেয়ে যেতাম জান্নাত।" মহানবী (স)-সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজগুলো করতে যেয়ে "কারোর উপর তখন তোমার কোন দয়ামায়ার উদয় হয়নি? সাহাবী বললেন না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কখনো কারোর উপর কোন দয়ামায়া আমার হয়নি। জ্যান্ত মেয়েদের মাটিতে পুঁতে দিতে আমার হাত একটুও কাঁপেনি আর বিবেকও কোন বাঁধা দেয়নি। কিন্তু মনে পড়ে, শেষ মেয়েটার জন্য কেমন যেন একটু মায়া হয়েছিল আমার মনে।" মহানবী (স) জিজ্ঞেস করলেন তা কি রকম? "বিগত জীবনের সব কথাই এখন আমার চোখের সামনে ভাসছে বললেন সাহাবী। শেষ মেয়েটা যখন জন্মায়, তখন আমি সফরে ছিলাম আর সে সফরে এমনভাবে আটকে পড়েছিলাম যে, তাতে-সাত আট বছর কেটে যায়। সফর শেষে বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম, আমার ঘরে খেলা করছে খুবই সুন্দর ফুটফুটে এক শিশু কন্যা। একে দেখে আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ মেয়েটা কে এবং কার?' স্ত্রী বলল, 'এটা আমাদের এক প্রতিবেশীর মেয়ে। আমি একে চেয়ে এনেছি'। .... এ ভয়ে সে আমায় মিথ্যা বলেছিল যে, 'আমার নিজেরই মেয়ে' একথা আমি জানতে পারলে তাকেও যদি আমি পূর্বেকার মেয়েগুলোর মত জ্যান্ত মাটিতে কবর দিয়ে দেই। মহানবী (স) সাহাবীকে প্রশ্ন করলেন এরপর তুমি কিভাবে জানালে যে মেয়েটি ছিল তোমারই? সাহাবী বললেন, "বেশ কিছুদিন পর একথা জানতে পেরেছিলাম আমারই স্ত্রীর মুখে। মেয়েটি ছিল বেশ আদুরে যেমনি দেখতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাবের। সে আমাকে তার সান্নিধ্য থেকে কোন সময় হাত ছাড়া করতে চাইত না। সব সময় কাছে-কাছেই থাকত আর মিষ্টি মিষ্টি কথা বলত। আমার হাত-পা টিপে দিত, আমার জন্য পানি এনে দিত, পাখা দিয়ে বাতাস করত, কচি-কচি হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু এঁকে দিত মুখে, কপালে। ধীরে ধীরে বাচ্ছা মেয়েটির উপর আমারও মায়া বসে গেল। অর্থাৎ আমার স্নেহ তাকে পেয়ে বসল। তাকে ঘরে না দেখলে কেন কাজেই আমার মন বসত না। যখনই বাইরে থেকে

www.nagorikpathagar.org

আসতাম, তার জন্য নিয়ে আসতাম ভাল ভাল খাবার। তাকে খাওয়াতাম নিজে হাতে। বাচ্চাটির উপর আমার এমন টান দেখে একদিন স্ত্রী আমাকে বলল, ওগো, এটা যে আমাদেরই মেয়ে, তোমার ভয়ে এতদিন মিথ্যা বলে এসেছি।' .... এবার স্ত্রী সত্যি কথা বলল?' সে ভেবেছিল যে, মেয়েটির উপর আমার এখন খুব মায়া, ভালবাসা জন্মেছে। এখন তাকে আমি আর পূর্বেকার মেয়েগুলোর মত জ্যান্ত কবর দিব না এটাই ছিল আমার স্ত্রীর ধারণা।' কিন্তু কি বলব, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স) কথাটা শোনামাত্রই আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল আর আমাদের সমাজের চিত্রটা চোখে ভেসে উঠল। মেয়ে জন্ম হওয়াটা আমরা বরদাসত করতে পারতাম না। আর আমি এর ব্যতিক্রম হই কি করে। রক্ত চড়ে গেল আমার মাথায় .....।' মহানবী (স) বললেন, তুমি একটু আগেই বললে তোমার খুব মায়া হয়েছিল আর এখন অন্য কথা, কারণটা কি? কারণটা এটাই, আমি মেয়েটিকে জেনেছিলাম অন্যের বলে। সে যে আমারই মেয়ে এত জানতাম না। এখন যখন জানতে পারলাম আমরই মেয়ে আমি সমাজে মুখ দেখাব কি করে এ ভয়ে বিগড়ে গেলাম। মহানবী (স) বললেন তোমরা মেয়ে শিশুদের পছন্দ করতে না কেন?' সাহাবী বললেন 'কারণ ছিল এটাই যে, মেয়েরা তো আমাদের কিছু রোজগার করে এনে দিতে পারবে না। লড়াইয়ের সময় আমাদের সাথে শামিল হয়ে তলোয়ার চালাতেও পারবে না। আবার তাকে বিয়ে দিতে হবে। সারাজীবন তাকে থাকতে হবে স্বামীর অধীনে। তাছাড়া আমরা নিজেদেরকে শ্বশুর বলে পরিচয় দিতে খুবই লজ্জা পেতাম। আমরা বড়ই নির্বোধ ছিলাম! মহানবী (স) সাহাবীকে বললেন, তুমি সত্য কথাই বলছ। আল্লাহ্ তোমাকে বিগত দিনের কৃতকর্ম জন্য ক্ষমা করুন। এরপর কি করলে বল? তাই একদিন আমি স্ত্রীর অজান্তে মেয়েটিকে সাথে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হলাম। সারাটা পথ সে বড় আদুরে গলায় খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বলতে আনন্দে চলল। তাকে নিয়ে আমি একটা জঙ্গলে ঢুকে শুরু করলাম গর্ত করতে। তা দেখে বাচ্চা মেয়েটি বলে উঠল, 'তুমি এখানে এসে গর্ত খুঁড়ছ কেন, আব্বা? আমি তার কথার জবাব দিলাম না। আপন মনে মাটি খুঁড়তেই থাকলাম। মেয়েটি গর্তের এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। আর আমার গায়ে যখন ধুলা মাটি পড়ছিল, সে তখন তার কচি হাতে আমার গা থেকে মাটি ঝেড়ে দিচ্ছিল আর বলেছিল, 'আর মাটি

www.nagorikpathagar.org

খুঁড়বে না আব্বা। তোমার কষ্ট হচ্ছে। তোমার সারা গায়ে ঘাম ভরে গেছে। তোমার পিঠে মাটি পড়ছে। আব্বা, তুমি বরং আমাকে গর্তে নামিয়ে দাও। আমি খুঁড়ে দিচ্ছি।' সাহাবী বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! বাচ্চা মেয়েটির মুখে এমন কথা শুনে অমাার অন্তরে একটু মায়া হল বটে কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। আমি আপনাকে প্রকৃত পরিস্থিতির সত্যি কথাই বলছি, কাফের লোকেরা সাধারণত বড় কঠোর স্বভাবের হয়। আর আল্লাহ্ও তাদের অন্তরকে কঠোর করে দেন। পরকালের হিসেব-নিকেশের কথা বিশ্বাস করলে তো মনে আল্লাহ্র ভয় জাগবে, জাহান্নামের ভয় আসবে। আর আমিও যে তখন কাফের ছিলাম। আর এসব কথা মানার কোন প্রশ্নই উঠে না। কেবল পরিবারে, বংশে বা পাড়ায় যেসব রীতিনীতি চালু ছিল, সেগুলোই শুধু মেনে চলতাম।

এরপর শুনন কি হল। মেয়েটা কিছুক্ষণ পর আবার বলে উঠল, 'আব্বা, তুমি উঠে এস। তোমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এবার আমাকে নামিয়ে দাও। আমি মাটি খুঁড়ে দিচ্ছি। আর, তুমি ততক্ষণ জিরিয়ে নাও, আব্বা!' ইতোমধ্যে গর্তে করণীয় কাজের সবটাই সমাধা করলাম অর্থাৎ চাপা দেয়ার মত হয়ে গেল। 'আমি তাকে বললাম, ঠিক আছে, ... এ বলে আমি উপরে উঠে এলাম আর তাকে নামিয়ে দিলাম গর্তের ভিতর। মেয়েটি গর্তের ভিতর নামা মাত্রই উপর থেকে খুব চালু হাতে মাটি ফেলতে শুরু করলাম।' তোমার এ অবস্থা দেখে মেয়েটি কাঁদেনি বা কোন চীৎকারও করেনি জিজ্ঞেস করলন মহানবী (স)? সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে আর এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এবার কলিজা ফেটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সাহাবী আবারো বলতে শুরু করলেন আমার সে প্রিয় বাচ্চাটি বারবার আকুল হয়ে বলতে লাগল- আব্বা? এ তুমি করছ কি, আমার সারা গায়ে মাটি যে ভরে যাচ্ছে। আব্বা, আমি যে দম আটকে মরে যাব, আমি দম আটকে মারা যাব ইত্যাদি। তখন আমাকে কোথায় পাবে, আব্বা! আমি যে তোমাকে খুব ভালবাসি, আব্বা!' 'মেয়েটি এসব কথা বলতে লাগল আর আমি উপর থেকে শুধু মাটি ফেলতেই থাকলাম। আর সে ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করতেই থাকল। এরপরও আমার মনে কোন দয়া-মায়া বা ভাবনার উদয় হল না। এমনই এক উন্মাদনায় আমাকে পেয়ে বসল। মাটিই চাপিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দিলাম। এক সময় মাথাটাও চলে গেল মাটির নীচে। মেয়েটির আর কোন চিৎকার শুনতে পেলাম না। তখন আমি আমার কর্তব্য কাজ সমাধা করতে পেরে মনে মনে গর্ব অনুভব করলাম। –হায়, হায়! কত নিষ্ঠুর ছিলাম আমি। কত যুলুমই না করেছি। এখন আমার একটিও মেয়ে নেই। আমি কেমন করে জান্নাতে যাব, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে বলুন। আমার জন্য দু'আ করুন। আমি তওবা করছি। মহানবী (স) সাহাবীকে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে মা'ফ করুন। যাও, আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি কর। মহিলা ও শিশুকন্যাদের হক পুরোপুরি আদায় কর। তাদেরকে হিফাযত কর। যদি তারা দিনের মধ্য সত্তরবারও ভুল করে, তবুও তাদের ক্ষমা করে দাও।'

—o—

www.nagorikpathagar.org

ভক্তের পরীক্ষা

আরব দেশ। অন্ধকার যুগ।

মক্কার বিধর্মীদের মনে বড় দুশ্চিন্তা। তারা মহা ভাবনায় গেল। কত ঠাট্টা-বিদ্রূপ, কত ভয় দেখাল, তবু হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলাম প্রচার বন্ধ করলেন না। মক্কার লোক অনেকে একে একে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। বির্ধমীদের মনে ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। হিংসা-বিদ্বেষ তাদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল, তারা সকলে মিলে পরামর্শ করল। স্থির করল, যেই মুসলমান হবে, তারই উপর অত্যাচার করা হবে।

বির্ধমীদের অন্যতম নেতা উমাইয়া প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। টাকা-পয়সা আছে প্রচুর। কুরাইশদের মাঝে তার প্রভাবও আছে। উমাইয়া বসে বসে ভাবছে ইসলামের প্রচার কি করে রোধ করা যায়। যুলুম নির্যাতন করেও তো কোন ফল হচ্ছে না।

এমন সময় তাঁর কানে এল, 'আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।'

উমাইয়া চমকে উঠল। তার বাড়ির ভিতর থেকে কে যেন এ কথা বলছে। উমাইয়া দৌঁড়ে ঘরে গেল। ঘরের ভিতরে যা দেখল, তাতে উমাইয়ার চক্ষু স্থির। তারই এক ক্রীতদাস এক মনে বলছে, "আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।'

কি স্পর্ধা। তার ঘরে থেকে, তার ক্রীতদাসের এত সাহস। উমাইয়া ক্রোধে অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠল।

কে শোনে কার কথা। ক্রীতদাস আপন মনে জপতেই থাকে "আল্লাহ্ এক।"

শুরু হল এবার অত্যাচার। কিন্তু শত অত্যাচারেও ক্রীতদাসকে নিস্তব্দ করা গেল না। উমাইয়া নির্যাতনের নতুন পথ বের করল। সে ক্রীতদাসের গলায় পশুর দড়ি বাঁধা হল। এরপর তাকে মক্কার বালকদের হাতে ছেড়ে দিল। বালকেরা তার গলার বাঁধনধরে মক্কার পথে পথে ঘুরল, হৈ-হৈ শব্দে তামাশা করল, টেনে হেঁচড়িয়ে, মেরে-পিটিয়ে তাকে আধমরা করল। এরূপ রং-তামাশায় অত্যাচার করে সন্ধ্যার সময় তাকে উমাইয়ার বাড়িতে দিয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

উমাইয়া তখন তার কাছে গিয়ে বলল, “এখনো সময় আছে। মুহাম্মদের ধর্ম ছেড়ে দে।”

এরূপ অত্যাচারের পরও ক্রীতদাস বলল, ‘আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক’ পরের দিন আবারও সে একই ধরনের অত্যাচার উৎপীড়ন।

এত অত্যাচারের পরও ক্রীতদাস মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত ধর্ম ছাড়েনি।

এবার উমাইয়া ক্রুদ্ধ হয়ে কঠোরতম অত্যাচার আরম্ভ করল। দুপুরবেলা আরবের মরুভূমি গরমে আগুন হয়ে উঠে। উমাইয়া সে তপ্ত বালুর উপর তাকে চিৎ করে শোয়াল। যাতে সে কোন পাশে ফিরতে না পারে, সে জন্য বুকের উপর ভারী পাথর রাখল।

পিঠের নীচে তপ্ত বালু আর চোখে মুখে দুপুরের রৌদ্র, পাশ ফিরবার কোন উপায় নেই। এমন অবস্থায় ক্রীতদাস যখন প্রায় চৈতন্য হারিয়েছে, তখন সেখানে উমাইয়া এল। বলল, “এখনও সময় আছে, মুহাম্মদ এর ধর্ম ছাড়, তোকে ছেড়ে দিই।’

সে অর্ধচেতন অবস্থাতেও ক্রতীদাসটি চিৎকার করে উঠল “আহাদ। আহাদ। আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।”

উমাইয়া হতাশ হয়ে তার আহার বন্ধ করে দিল। তাকে একটা ছোট কামরাতে আবদ্ধ করে রাখল, সেখানে তার হাত পিঠ-মোড়া দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করতে লাগল। নিদারুণ বেত্রাঘাতে তার গায়ের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বের হতে লাগল। তখনও সে বলেছে, “আহাদ। আহাদ।”

একদিন শেষ রাতে হযরত আবু বকর (রা) সে পথ দিয়ে চলেছেন। তিনি সে ক্রীতদাসের করুন ক্রন্দন শুনলেন। সে অসহায়ের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা শুনে তিনি শিহরিয়ে উঠলেন। পরদিন সকাল বেলা তিনি উমাইয়ার সাথে দেখা করলেন। আরবে তখনও দাস ক্রয়-বিক্রয় হত। তিনি উমাইয়াকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে দাসটিকে কিনে আনলেন। বাড়ীতে এনে তিনি সে পরম সত্যনিষ্ঠ ক্রীতদাসটিকে মুক্তি দিলেন।

কে এ ক্রীতাদাস, যিনি এমন অমানুষিক অত্যাচারে পরও সত্য ধর্মকে ছাড়েন নাই! জগতের কোন বাধা-বিপত্তিই যাকে আল্লাহ্র পথ থেকে সরাতে পারে নাই? ইনি ভক্তকূল চূড়ামণি হযরত বেলাল (রা)। ইসলাম জগতের প্রথম মুয়াজ্জিন।

—o—

www.nagorikpathagar.org

নবী ও বিড়াল

বিড়াল বড় আদরের প্রাণী। খাওয়ার সময় সে আশে-পাশে ঘোরে। কিছু না পেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়, না হলে ম্যাও ম্যাও করে। আর পেলে তৃপ্তির সাথে খায় আর লেজ নাড়ে।

বিড়াল মানুষের কাছে কাছে থাকতে চায়। পোষা বিড়াল কোলে উঠে বসে। বিড়াল রাতে মানুষের সাথে ঘুমাতে খুবই ভালবাসে। প্রায় দেখা যায়, পায়ের কাছে শুয়ে আছে, লাথি খেয়েও সরে না; মিউ-মিউ করে কেঁদে কেঁদে আবার কাছে ভিড়ে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিড়ালকে খুবই আদর করে। অনেকে পোষা বিড়ালকে 'মিনি' বলেও ডাকে। আমাদের নবীজীও বিড়ালকে ভালবাসতেন। বিড়ালকে তিনি গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন, সামনে বসিয়ে খাওয়াতেন। তাঁকে দেখামাত্র বিড়াল ম্যাও ম্যাও করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

কেবল নবীজী কেন, তাঁর অনেক সাহাবীও বিড়ালকে ভালবাসতেন। হযরত আবু হোরায়রা ছিলেন রাসূল (স)-এর এক অন্যতম প্রিয় সাহাবী। তিনি কিছু শুনলে তা কখনো ভুলতেন না। রাসূলের কথা শোনা মাত্র তিনি মুখস্ত করতেন এবং লিখে রাখতেন। তিনি সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু হোরায়রার বাড়ী ছিল মদীনা থেকে অনেক দূরে। সত্যের ডাক সেখানে পৌছলে, তিনি মদীনায় এলেন। আসার সময় বাড়ির জিনিসপত্র প্রায় সব কিছুই ফেলে এলেন, সাথে শুধু নিয়ে এলেন একটি বিড়াল।

এ আবার কি রকম কাণ্ড? কিন্তু প্রাণে যাদের দরদ থাকে, তাঁরাই এমন কাজ করেন। ঘরের দামী দামী আসবাব তো প্রাণহীন -জড় পদার্থ। এগুলো ফেলে এলে এরা ব্যথা পাবে না। কিন্তু বিড়াল ত জড় পদার্থ নয়, এর প্রাণ আছে; আর তাই তার ব্যথাও আছে। তাকে ফেলে এলে দুঃখ পাবে, কাঁদবে। তাই আবু হোরায়রা একে সাথে নিয়ে এলেন।

বিড়ালের প্রতি তাঁর দরদ দেখে অনেকেই হাসি-ঠাট্টা করল। কিন্তু নবীজী একটি মূক প্রাণীর প্রতি আবু হোরায়রার দরদ দেখে খুশি হলেন।

আমাদের প্রিয়নবীর একটি মাত্র চাদর ছিল। রাতের বেলায় তিনি চাদরটি গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন। আর দিনের বেলা এটিই গায়ে দিয়ে বের হতেন।

www.nagorikpathagar.org

আরব দেশে দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম। রাতের বেলা ভীষণ শীত। শীতকালে রাতের বেলা হাড়-কাঁপানো শীত।

আমাদের নবীজী শেষ রাতে জেগে উঠতেন। নবী হওয়ার আগেও শেষ রাতে তিনি জেগে থাকতেন। তারার মেলা দেখতেন। গাছপালা আকাশ-বাতাস কি করে হল তা ভাবতেন।

খুব ভোরেই নবীজী মসজিদে আসতেন। তাহাজ্জুদ পড়তেন। সুবহি সাদিকের সময় মসজিদে যাওয়া ছিল তাঁর জীবনের অভ্যাস। একা নবীজী নন, তাঁর সাহাবারাও প্রায় সকলেই সুবহি সাদিকের সময় সমজিদে উপস্থিত হতেন। কারণ এটা ছিল ইবাদত কবুলের সময়।

কাফেররা কাজ করত নবীর উল্টা। তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকত, হৈ-চৈ করত, আর সকাল বেলা ঘুমাত। এ অভ্যাসটা এখন মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রায় পরিবারেই ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের নবী একদিন শেষ রাতে মসজিদে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। গায়ে দেয়ার জন্য চাদরটি ধরলেন। কিন্তু দেখলেন, চাদরের এক কোণে শুয়ে আছে একটি বিড়াল।

চাদরটা তিনি অতি সহজেই টেনে নিতে পারতেন। কিন্তু তাতে হয়ত বিড়ালটির ঘুম ভেঙ্গে যেত। বিড়ালের ঘুম ভাঙাতে তাঁর ইচ্ছা হল না। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে সুবহি সাদিক শেষ হয়ে ফযরের নামাযের সময় হয়ে এল। তখনও বিড়ালটির ঘুম ভাঙল না। ফযরের নামাযের সময় হয়ে এল। ফযরের নামাযের জন্য সাহাবারা তাঁরই অপেক্ষা করছেন। তিনি মসজিদে গেলে এক সাথে জামাত হবে। তাই না গেলেও নয়।

কিন্তু বিড়ালটা যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। উঠার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

রাসূল (স) কোন দিন কাউকে কোন কষ্ট দেননি। ঘুম ভাঙ্গাবার মত কষ্টও না। বিড়ালটার ঘুম নষ্ট করতেও তাঁর মন চাইল না।

বড় চিন্তায় পড়লেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি কি করলন? এমন এক কাজ করলেন, যা শুনলে অবাক হতে হয়। তিনি একটি ছুরি হাতে নিলেন। চাদরের যে কোণে বিড়ালটি ঘুমিয়েছিল, এ কোণটাই কেটে ফেললেন। এরপর কাটা চাদরটা গায়ে দিয়ে মসজিদে গেলেন। কিন্তু তখনো বিড়ালটার ঘুম আর ভাঙালেন না।

—o—

www.nagorikpathagar.org

বিপদের বন্ধু

মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে কোরেশদের মনে এক নতুন চিন্তার উদয় হল। অচিরে তারা পরামর্শ সভা আহ্বান করল। মুহম্মদকে এখন কি করা যায়, এটাই হল সভার আলোচনার বিষয়। আবু জাহল উঠে প্রস্তাব করল ঃ "আমি বিশেষ চিন্তা করে দেখলাম, মুহম্মদকে হত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাকে হত্যা করা হলেই ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস-মুখ রুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্যথায় কিছুতেই আমাদের কল্যাণ নেই।" সকলেই এক বাক্যে এ প্রস্তাব সমর্থন করল। কিন্তু কে মুহম্মদকে হত্যা করবে? তখন আবু জাহল পুনরায় প্রস্তাব করল ঃ "প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হবে এবং তারাই একাযোগে মুহাম্মদকে হত্যা করবে।" এ প্রস্তাব সকলেরই মনপুত হল। প্রতিনিধি নির্বাচনও হয়ে গেল। স্থির হল, গভীর রাতে সকলে গিয়ে মুহম্মদের বাড়ী ঘেরাও করে রাখবে; প্রত্যূষে মুহম্মদ যেই বাইরে আসবে, অমনি সকলে একযোগে তাকে হত্যা করবে।

ওহীযোগে এদিকে হযরতের কিছুই জানতে বাকী রইল না। হযরত তাড়াতাড়ি আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। স্থির হল, মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী সওর পবর্তের গুহায় গিয়ে তাঁরা আত্মগোপন করবেন; এরপর সুযোগ ও সুবিধা মত সেখান হতে মদীনায় হিজরত করে রওয়ানা হবেন।

রাতে তারার আলোকে পথ দেখে উভয়েই অগ্রসর হলেন। প্রভাতকালে তাঁরা সওর পর্বতে উপনীত হলেন।

আবু বকর (রা)ও নূরনবী (স) সওর গিরিগুহায় প্রবেশ করামাত্রই দেখতে পেলেন কোরেশগণ তাঁদের দিকে ছুটে আসছে। আবু বকর (রা) বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, "হযরত এখন উপায়? শত্রুগণ সংখ্যায় অনেক; আমরা মাত্র দু'জন।" শুনে হযরত শান্তস্বরে বললেন, "তুমি ভুল করছে আবু বকর! আমরা দু'জন নই, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।" আবু বকর (রা) অপ্রতিভ হলেন।

www.nagorikpathagar.org

সে নিভৃত গুহার মধ্যে দুটি মানুষ। পলায়নের পথ নেই, ঘাতকদল পশ্চাদাবদ্ধন করছে, মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও হযরত সমুদ্রের মত গম্ভীর, পর্বতের মত অটল। তখনও তাঁর বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র করুণা নিশ্চয় আসবে, নিশ্চয়ই তাঁরা রক্ষা পাবেন।

কার্যত হলও তাই, কোরেশগণ এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করার পর যখন গুহায় মুখে এসে পড়ল, তখন দেখল, গুহায় মুখে একটি মাকড়সা প্রকান্ড এক জাল বুনে বসে আছে। তা দেখে তারা আর গুহামুখে প্রবেশ করল না; ভাবল, এ গুহায় নিশ্চয়ই কোন লোক প্রবেশ করেনি এটাই তাদের ধারণা হল। করলে মাকড়সার জাল এমন অক্ষত অবস্থায় থাকতে পারত না। এ ভেবে তারা অন্যদিকে চলে গেল।

আল্লাহ্‌র কি মহিমা! অশনি সম্পাত দ্বারা নয়, ভূমিকম্প দ্বারা নয়, সামান্য একটা মাকড়সার জালে আড়াল করে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (স)-কে পাষন্ডদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।

এ গুহায় মধ্যে হযরত সেদিন মানুষের জন্য সত্যিই এক চরম ভরসা রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্‌র করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথায় আমরা দেখতে পাই? বিশ্বের মানুষ সেদিন বুঝেছে, আল্লাহ্‌র করুণা থেকে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া কারো পক্ষে উচিত নয়। বিপদে ধৈর্য ধরে থাকলে আল্লাহ্ যে মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ভক্তকে রক্ষা করতে পারেন, এ সত্যিই সেদিন প্রতিপন্ন হয়েছে।

—o—

www.nagorikpathagar.org

দুশমন

সামামা ছিল হোনায়ফিয়া কওমের এক অতি গুণ্ডা প্রকৃতির সর্দার। রাহমাতুল লিল-আলামীন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বহু নিরপরাধ সাহাবীকে সে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। হঠাৎ একদিন সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। মুসলমানেরা তাকে বন্দী করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন, বন্ধুগণ! সামামা আজ তোমাদের হাতে বন্দী। সামামার প্রতি তোমরা ভাল ব্যবহার কর। সামামা খুব বেশি ভোজন করতে পারত। একাকী সে দশবার জনের খাদ্য খেতে পারত।

হযরত (স) বাড়ী গিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আজ একজন ভোজপটু মেহমান এসেছে। আমাদের সকলের খাবার একত্রিত করে তাকে দিতে হবে। যে উটটা বেশি দুধ দেয় তা দোহন করে সবটুকু দুধ তাকে দিয়ে দাও। সেদিন সামামা এত আহার করল যে, হযরতের ঘরে খাদ্যবস্তু কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। আর সে রাতে হযরত (স) সপরিবারে সকলেই অনাহারে থেকে গেলেন। আহার শেষ হলে সামামা হযরত (স)-কে বলল, আমি আপনার বহু সাহাবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি। আপনি ইচছা করল আমাকে হত্যা করতে পারেন। হযরত (স) তার কথা শুনলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। অন্য এক দিন সামামা হযরতকে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি আমাকে মুক্ত করে দেন তাহলে মুক্তিপণ স্বরূপ যত দিরহাম চাইবেন আমি ঠিক তত দিরহামই দেব, একটি দিরহাম কম দেব না। তবুও আমাকে মুক্তি দিয়ে দিন।

হযরত এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। এরও কয়েক দিন পর আখেরী নবী দয়ার সাগর হযরত মুহাম্মদ (স) বিনা শর্তে সামামাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। সামামা বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার সময় হযরত (স) তাকে বললেন, 'আমাদের ব্যবহারে যদি কোন দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিও।' সামামা চলে গেল।

বহুদূর চলে যাওয়ার পর ক্লান্ত হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল এবং কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার পর সে উঠে দাঁড়াল। পাশের একটি নহর থেকে গোসল করে সে পুনরায় হযরতের বাড়ির দিকে ফিরে চলল। হযরতের কাছে পৌছে সে ইসলাম গ্রহণ করল।

www.nagorikpathagar.org

আরও কিছুদিন পর সে পবিত্র কাবা যিয়ারত করার জন্য মক্কায় রওয়ানা হল। কাবা শরীফে প্রবেশ করার সময় সে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর বলতে বলতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

এমতাবস্থায় মক্কার কোরায়েশরা চারদিক থেকে এসে তাকে ঘিরে ধরল এবং সামামার মাথার উপর তরবারী ঝলসে উঠল।

তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলতে লাগল, সাবধান! সামামাকে কেউ হত্যা করবে না। কারণ এ লোকটি হোনায়ফিয়া কওমের সর্দার এবং ইয়ামামায় তার বাড়ি। ইয়ামামা থেকে আমরা সারা বছর খাদ্যশস্য পেয়ে থাকি, তাকে হত্যা করলে আমাদের আহার বন্ধ হয়ে যাবে। অনহারে সকলেই মরতে হবে।

সামামা কোরাইশদের উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি এত বিরূপ হয়েছ কেন? অথচ তিনি অত্যন্ত দয়ালু আর ক্ষমাশীল মহাপুরুষ। আমি যতদিন তাঁর দুশমন ছিলাম, ততদিন তাঁর বহু সাহাবায়ে কিরামকে বিনা কারণে হত্যা করেছি। তাঁর হাতে বন্দী হবার পর তিনি আমাকে হত্যা করেনি, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর তোমরা সে মহান ব্যক্তিকে দেশ ছাড়া করেছ! তোমরা তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আন।

কাবা শরীফ যিয়ারত করে সামামা দেশে ফিরে গিয়ে মক্কার খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করে দিল। খাদ্যের অভাবে মক্কাবাসীরা উপবাসে দিন কাটাতে লাগল। সমগ্র দেশে হাহাকার পড়ে গেল।

ক্ষুধার তাড়নায় মক্কার লোকেরা হযরতের কাছে লোক পাঠিয়ে আবেদন জানাল যে, আমরা মক্কাবাসীরা আপনার আত্মীয়, খাদ্যের অভাবে আমরা আজ মৃত প্রায়। আমাদের জীবন রক্ষা করুন।

হযরত মুহাম্মদ (স) তৎক্ষণাৎ মক্কার খাদ্যশস্য প্রেরণের জন্য সামামার কাছে সংবাদ পাঠালেন। হযরতের মেহেরবাণীতে পুনরায় ইয়ামামা থেকে রসদ আসতে শুরু হল আর সে খাদ্য আহার করে মক্কার কোরায়েশরা পুনরায় হযরতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

—o—

www.nagorikpathagar.org

রিযিকের মালিক আল্লাহ্

হাতে অনেক কাজ। কাজগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। হযরত আলী (রা) কাজের মাঝে ডুবে গেলেন। ভুলে গেল ঘর-সংসারের কথা।

কিন্তু না খেয়ে কতক্ষণ কাজ করা যায়। হযরত আলী এক সময় বেশ ক্ষুধা অনুভব করেন। ক্ষুধায় পেট চো-চো করছে। কাজে আর মন বসছে না। পেটে কিছু দানাপানি না দিলেই নয়।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ছুটে এলেন হযরত আলী (রা)। খেয়ে-দেয়ে আবার কাজে বসতে হবে। স্ত্রী ফাতিমার (রা) কাছে কিছু খাবার চাইলেন।

ফাতিমার কথা শুনে তো একেবারে হতবাক। ঘরে কোন খাবার নেই। হাড়ি-পাতিল সবই শূন্য। সবাই না খেয়ে চুপচাপ বসে আছে। আল্লাহ্কে ডাকছে মনে মনে।

আর দেরি করলন না হযরত আলী (রা)। কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। এদিক-ওদিক ঘোরাফিরা করলেন অনেকক্ষণ। কোথাও কোন কাজ পাওয়া গেল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এমন অসময়ে তিনি কোথায় কাজ পাবেন? কে তাঁকে কাজ দেবে? হতাশ হয়ে পড়লেন তিনি। বাড়িতে ফিরে যাওয়াই স্থির করলন। ভাবলেন–রিযিকের মালিক আল্লাহ্। তিনি যা করেন বান্দার ভালর জন্যই করেন। যদি তিনি খাওয়ান-তাতে আলহামদুলিল্লাহ আর যদি উপবাস রাখেন তাতেও আলহামদুলিল্লাহ।

তখন আর এক ঘটনা ঘটে গেল। বেলা শেষ তিনি বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছেন। এমন সময় সওদাগরের পণ্য বোঝাই এক কাফেলা মদীনায় এসে উপস্থিত। সওদাগরের একটু বিশ্রাম চাই। তিনি উট থেকে মালপত্র নামাবার আয়োজন করছেন।

উটের পিঠে অনেক মাল। হযরত আলী (রা) ভাবলেন এ মালামাল তিনি নামাবেন কি করে? নিশ্চয়ই তাঁর মজুরের প্রয়োজন হবে। হযরত আলী এগিয়ে গেলেন তাঁদের কাছে। মজুরের প্রয়োজন আছে কিনা জানতে চাইলেন।

কাফেলা হযরত আলী (রা)-কে চিনত না। তারা ভাবল, সম্ভবত লোকটি খেটে খাওয়া দিন মজুর। তাদের প্রস্তাবে হযরত আলী (রা) সম্মত হলেন।

www.nagorikpathagar.org

বেলা শেষে ফিরতি পথে আল্লাহ্ তার কাজ জুটিয়ে দিলেন। হযরত আলী (রা) মালপত্র নামাতে শুরু করলেন। দুটা-একটা মাল তো নয়। অনেক মাল। মালপত্র নামাতে নামাতে বেশ অনেকটা রাত হয়ে গেল। মালপত্র নামানো শেষ। মুজরী হিসাবে পেলেন এক দিরহাম। সারা দিনের উপার্জন তাতেই তিনি আল্লাহ্র দরবারে জানালেন হাজার শুকরিয়া।

দিরহাম পেলেন। কিন্তু এত রাতে খাবার জিনিস পাবেন কোথায়? শহরের দোকানপাট এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। তবু উপায় নেই। তাঁকে চেষ্টা করে দেখতেই হবে। নইলে সবাইকে যে সারারাত উপবাস থাকতে হবে। প্রতিবেশী পরিচিত কারো কাছে থেকে সাহায্য নেবেন, ধার নেবেন, তাও সম্ভব নয়। দ্রুত পায়ে তিনি ছুটলেন বাজারের দিকে। না, দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। সারা বাজারে নেমে এসেছে রাতের নীরবতা। কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে তিনি ঘুরছেন বাজারের ভেতরে। ভাগ্যক্রমে দেখা গেল আশার ক্ষীণ আলো। বাজারের এক কোণে তখনও একটি দোকান খোলা ছিল। দোকান থেকে কিছু খাবার কিনলেন। সারা রাতের একমাত্র খাবার। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন বাড়িতে। আর সকলেই মিলে পরম তৃপ্তিতে তাই খেয়ে নিলেন।

—০—

www.nagorikpathagar.org

নবীজীর দুঃখ

গাছের কি প্রাণ আছে? গাছ কি কথা বলতে পারে?

অবশ্যই গাছের প্রাণ আছে। প্রাণ না থাকলে গাছ মরে কিভাবে?

গাছ কেটে ঘরের আসবাবপত্র বানানো হয়। যে আকারের চেয়ার, টেবিল, খাট, পালং বানানো হয়, সব সময় তাই থাকে। এগুলো কি কখনও আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায়? না হয়। কারণ এ গুলোর প্রাণ নেই। কিন্তু গাছ বড় হয়। গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। নতুন পাতা গজায়। গাছ কি কথা বলতে পারে? গাছ তাও পারে। গাছের পাতা আল্লাহ্‌র যিকির করে। গাছ আল্লাহ্‌র ইবাদতও করে। আল্লাহ্ গাছের জন্য যে হুকুম করেছেন, গাছ সে হুকুম মানে। আল্লাহ্ গাছ বানিয়েছেন মানুষের উপকারের জন্য। শুধু গাছ কেন, আল্লাহ্ সব কিছুই বানিয়েছেন মানুষের উপকারের জন্য।

মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র দুনিয়ার সব কিছু বানালেও কোন কিছুই নিজের ইচ্ছামত মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। আল্লাহ্‌র জিনিস ব্যবহার করতে হলে আল্লাহ্‌র হুকুম মত ব্যবহার করতে হয়। বিনা দরকারে একটা পোকা মারতেও আল্লাহ্‌র নিষেধ আছে। শুধু পোকা কেন, আমাদের নবী (স) বিনা দরকারে এক ফোঁটা পানিও নষ্ট করতে মানা করেছেন। আমাদের দরকারে গাছের ডাল কাটা যায়। দরকার হলে গাছও কাটাতে হয়। অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়া আমাদের নবী (স) পছন্দ করতেন না। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

নবী (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এক সফরে বের হলেন। এক জায়গায় গিয়ে তাঁরা তাঁবু গাড়েন। নবী (স) দেখলেন কিছু লোক একটি গাছের নীচে বসে আছে। আর একটি লোক মনের আনন্দে গাছের পাতা ছিঁড়ছে। এটা দেখে নবী দুঃখিত হলেন। তিনি লোকটিকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি অযথা গাছের পাতা ছিঁড়ছ? লোকটি বলল ঃ এমনি, গাছের পাতা ছিঁড়লে দোষ কি? রাসূল (স) লোকটির আরো কাছে গিয়ে। তার চুল ধরে একটু টান দিলেন। জিজ্ঞেস করলন ঃ কেমন লাগল? লোকটি বলল ঃ একটু ব্যথা পেলাম।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল (স) বললেন ঃ যদি তোমার চুল ছিঁড়ে যেত কেমন ব্যথা পেতে? লোকটি বলল ঃ আরও বেশী ব্যথা পেতাম। রাসূল (স) বললেন ঃ গাছের পাতা ছিঁড়লে গাছও এমনি ব্যথা পায়। লোকটি বলল ঃ কেন, গাছ ব্যথা পাবে কেন? গাছের কি প্রাণ আছে? রাসূল (স) বললেন ঃ কেন থাকবে না! তুমি কি গাছ মরতে দেখনি? লোকটি বলল ঃ দেখেছি।

রাসূল (স) বললেন ঃ তা হলে তুমিই বল, গাছের জীবন নেই কি? যার জীবন থাকে সে কিন্তু মরে। তা নয় কি? লোকটি এবার লজ্জা পেল।

রাসূল (স) বললেন ঃ অকারণে গাছের পাতা ছেঁড়া উচিত নয়। অবশ্য প্রয়োজনে তুমি গাছের পাতা ছিঁড়তে পার। এমনকি গোটা গাছটাই কাটতে পার।

ভাল কাজের জন্য একজন মুসলিম গাছের পাতা ছেঁড়া কেন, নিজের জীবনটাও দিয়ে দিতে পারে, জালিমের সাথে জিহাদ করে শহীদ হতে পারে। কিন্তু অকারণে কোন মুসলমান গাছের একটি পাতাও ছিঁড়তে পারে না।

—o—

www.nagorikpathagar.org

এক অভাবনীয় পরিবর্তন

গভীর অরণ্যে সাপেরা যেমন স্বাধীন, গুহায় যেমন বাঘেরা–আপন মহলে তেমনি স্বাধীন ইহুদীরা। তেমনি বিষমুখ। তেমনি হিংস্র। বিষে দেহ জরজর, মুখ ভর্তি বিষের থলি–তাই নিয়ে সাপেরা খেলা করে, বেড়ায়, খায়, ঘুমায়। ইহুদীরা বুঝি এরও অধিক। ক্রুর হিংস্রতা নিয়ে বেরিয়ে আসে গুহা থেকে, বাঘের মত। এরপর বুকে ভর দিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় মদীনার পথে পথে। উদ্ধ্যত ফণা, কেবল সুযোগের অনুসন্ধান। এরপর নিশ্চিত ছোবল। এ ছোবল গিয়ে পড়ে মুসলমানদের উপর। রাসূলুল্লাহ (স)-কে পেলে কিন্তু আর কথাই নেই। তাঁকে অপমান করতে পারলে দলশুদ্ধ সকলেই খুশিতে মাতাল হয়ে ওঠে। তুফান বয়ে যায় আনন্দের!

কিন্তু কি আশ্চর্য–কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না মুহাম্মদ (স)-কে। দলবদ্ধ ইহুদীরা মাথা নাড়ে, না–কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না। বরং সে-ই কায়দা করে ফেলছে আমাদের। ধীরে ধীরে সকলেই মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। দলে ছোট হয়ে যাচ্ছি আমরা। শক্তিহীন হয়ে পড়ছি।

লোকটা ঠিক যাদু জানে। বড় যাদুকর। বলল একজন। দ্বিতীয় জন উরুতে থাপপড় মেরে চিৎকার করে উঠল যাদু-ফাদু ওসব কিছুই নয়। এতদিন কিন্তু লোকের পাল্লায় পড়ে নি। বল–কি করে আসতে হবে, দুটি গাল দিয়ে এলে চলবে, অভিশাপ দিতে হবে– বল আর কি করতে হবে?

দলপতি বলল, পারবে অভিশাপ দিয়ে আসতে, তার বাড়িতে গিয়ে, তার মুখের উপর, আজকে?

বাঘের মতই গর্জন করে উঠল ইহুদী, আজকে কি–একখুনি। দাও আমার সাথে একজনকে, সে দেখে আসবে কি করে এলাম। শুনে আসবে সে, কি অভিশাপ দিলাম।

তার সাথে একজন লোক দিল দলপতি। এরপর দুজনে বেরিয়ে গেল সাপের মত নিঃশব্দে। বিষের থলি মুখে।

বাড়িতেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। একটু আগে নামায শেষ হয়েছে। সাহাবীরা চলে গেছেন যে যার আস্তানায়। অন্য কেউ সাথে ছিলেন না তখন।

www.nagorikpathagar.org

দুরভিসন্ধি নিয়েই হাজির হল শয়তানের দল। সাপ যেমন এগিয়ে যায় শিকারের দিকে, নিশানা স্থির রেখে। লোকজন সঙ্গীসাথী কেউ নেই দেখে সাহস বেড়ে গেল তাদের। আস্তানায় তখন দলপতি সহ অন্যেরাও মহাখুশি। আজ একটা কাণ্ড করে আসবে বটে! কি কাণ্ড? নানান চিন্তা করে তারা। আর আনন্দে ফুলতে থাকে। ভাবনারাও দলছুট হয় না। ঘোড়ার সওয়ারের মত শঙ্কারা তাদের পিঠে চড়ে থাকে, পারবে কি কিছু করতে?

দরজার কাছে এগিয়ে এল দলবদ্ধ শয়তান। মাথা উঁচু হয়েই ছিল, ফণা বিস্তারিত হল এবার, ছোবল পড়ল এরপর, আচ্ছামু আলাইকা। সালামকে বিকৃত করে বলল সে। অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক, ধ্বংস হও তুমি। বলেই সে হেসে উঠল মিটিমিটি। ঠিক যেন সাপের হাসি। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিব বের হল ক্রুর আর কাল।

এর থেকে বড় অভিশাপ আর কি হতে পারে! বড় গালিগালাজ?

ইহুদী মহাখুশি। যাক- মুখের উপর একটা উচিত কথা শুনিয়ে দেয়া গেল এতদিন পর। খুশিতে যেন ভুরভুর করে উঠছে সে।

রাগে ফেটে পড়েন হযরত আয়েশা (রা)। এত বড় বুকের পাটা, বুকে বসে চোখে ঠোকর! বাড়িতে এসে উৎপীড়ন! সহ্য করতে পারলেন না তিনি। দোপটি ফুলের বীজ যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তেমিন ফেটে পড়লেন হযরত আয়েশা (রা)। রাগে, সীমাহীন ক্রোধে। অল্প বয়স তাঁর! কঠোর ভাষায় তিনি ভৎর্সনা শুরু করলেন তাদের।

অস্থির হয়ে উঠলেন আল্লাহ্‌র রাসূল (স)। সাথে সাথেই বললেন; ছিঃ–এসব কি বলছ তুমি? এত কঠোর হচ্ছ কেন?

ইহুদীর হাসি এবার থেমে গেছে। থেমে গেছেন হযরত আয়েশা (রা)ও। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। এরপর শান্ত কণ্ঠে আয়েশাকে বললেন, মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার কর।

একটু ইতস্ততঃ করে হযরত আয়েশা (রা) বললেন কেউ আমাকে গালাগালি করে অভিশাপ দিলেও?

কথাগুলো শুনলেন রাসূলুল্লাহ (স)। তাঁর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব দীপ্তি ফুটে উঠল। জান্নাতী নূরের আভাস যেন! তাঁর কণ্ঠস্বর অধিকতর শান্ত আর গাঢ় হয়ে এল। হৃদয় বিগলিত করা স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ–'অভিশাপ দিলেও মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করবে।'

www.nagorikpathagar.org

মেঘ গলে যেমন পিপাসার শান্ত শীতল পানি ঝরে, তাঁর কণ্ঠ থেকে তেমনি শারাবান তহুরা ঝরে পড়ল ঃ 'প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ্ কোমলতা পছন্দ করেন।'

হযরত আয়েশা (রা)-এর তপ্ত আর জলন্ত কণ্ঠ নিভে গেল। তিনি নিশ্চুপ হলেন। উদ্ধ্যত বিষমুখ শঙ্খচুড়ের ছোবল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে পাথরে! বিষদাঁত ভেঙে গেছে। এবার মাথা নীচু হয়েছে ইহুদীর।

এ কি শুনলাম!

রাসূলুল্লাহ (স) শান্ত মুখটা মনে পড়েছে বারবার। এত বড় অভিশাপ শুনেও তিনি নিশ্চুপ! আর ভৎর্সনা করলেন স্ত্রীকে! একবারও কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন না পর্যন্ত!

ইহুদীর মনোরাজ্যে প্রবল তোলপাড় শুরু হল। হঠাৎ সে দেখল রাসূলুল্লাহ (স) উঠে আসছেন তার দিকে। ইহুদী এবার দেখল তাঁর হাতে কোন অস্ত্র আছে কিনা। না-কিছুই নেই শূন্য হাত।

ততক্ষণে রাসূলুল্লাহ (স) এসে পড়েছেন তার সামনে। কাছে দাঁড়িয়ে অধিকতর আন্তরিকতায় বললেন, লাব্বায়েক–আমি হাজির। বলুন আমি আপনাদের কি করতে পারি।

কোন কথা বলল না ইহুদী। রাসূলুল্লাহ (স) আরো ঘন হয়ে কাছে এলেন। ফুলের সুবাস যেমন তার পাপড়ির কেন্দ্রবিন্দুর গভীর থেকে বেরিয়ে আসে, হযরতের সহানুভূতি তেমনি তাঁর পবিত্র হৃদয়ের গভীর থেকেই উৎসারিত হল। তিনি বললেন, কোন কাজ থাকলে বলুন করে দেব, কোন প্রয়োজন থাকে তাও বলুন–মিটিয়ে দেব।

এবারেও কোন কথা বলল না ইহুদী। বলতে পারল না। একটি বারের জন্য সে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, এরপর মাথাটা আপনিই নুয়ে গেল। লজ্জায় অনুশোচনায় সে মরে যাচ্ছিল। তার চলমান রক্তস্রোতে যেন অসংখ্য ঘুমন্ত সজারু হঠাৎ জেগে উঠে তীক্ষ্মাগ্র পালক ফুলিয়ে দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধমনী ছিঁড়ে যাচ্ছে। মন ক্ষতবিক্ষত। রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

হায়! এ মানুষকে অভিশাপ দিলাম!

www.nagorikpathagar.org

মসজিদ নববীর পাশ দিয়ে আস্তানায় ফিরে যাচ্ছিল সে। চলতে আর যেন পারছিল না। সামনের মাটি যেন খাদের মত গর্ত হয়ে দেবে-দেবে যাচ্ছিল। চিরদিনের মত ফণা হারিয়ে ফেলেছে সে। আর চিরদিনের মত বিষও। চলতে চলতে তার মনে হল, সে যেন রিক্ত বৃক্ষ। হলুদ আর পোকায় খাওয়া পাতারা সব ঝরে পড়েছে। সে এখন শূন্য। চরমভাবেই শূন্য।

চলতে চলতে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল ইহুদী। দাঁড়িয়ে তাকাল হযরতের বাড়ীর দিকে। দেখল, হযরত তখনও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই। তেমনি উজ্জ্বল মুখ প্রশান্ত ললাট। যেন আকাশের চাঁদ। দোস্ত-দুষমন সকলের উপরেই যার আলো পড়ে।

ইহুদীর মনে হল স্নিগ্ধ কিরণে তাঁর রিক্ত শাখায় কিশলয়ের আবেগ এসেছে। কিশলয় আর কুঁড়ি দোল খাচ্ছে শান্ত হাওয়ায়। কেঁপে কেঁপে উঠছে কচিপাতা। ভাবনার দুল উঠছে মনের মধ্যে। কচি পাতার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার ঃ 'মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করবে! আল্লাহ্ কোমলতা ভালবাসেন! সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্।'

সমগ্র শাখা-প্রশাখা এ নতুন হাওয়ায় কেঁপে উঠছে। দুলে উঠছে। দুলিয়ে দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (স)।

আত্মহারা উল্লাস থেমে গেছে। লুস্তব্ধ। আরবী বালিতে নতুন ঝরের সূচনা!

—o—

www.nagorikpathagar.org

প্রতিশোধ

কুরাইশদের চোখে ঘুম নেই। মনে নেই শান্তি। নিজেদের গাত্রদাহে নিজেরাই ঝলসে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য, কিছুতেই কায়দা করা যাচ্ছে না লোকটাকে। একটা নিঃসম্বল লোক। কেউ ছিল না যার, আস্তে আস্তে তারই লোকসংখ্যা বাড়ছে। আগে দীন-দরিদ্রগুলো যেত, এখন গোত্রপতিরাও আসছে। মুসলমান হচ্ছে। গত মাসে সুমামা পর্যন্তও মুসলমান হয়ে গেল! খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার ইয়ামামা, সে ধনী গোত্রের সর্দার সুমামাও মুসলমান! একি ভাবা যায়!

লোকটা ভেবেছে কি? মদীনায় পালিয়ে গিয়েও আমাদের জালাতে থাকবে এভাবে? আর আমরা সহ্য করব বসে বসে?

সঙ্গী সাথীরা গর্জে উঠল, কখনো নয়।

আবার একটা ভীষণ যুদ্ধের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে গেল সকলেই।

কে, ওটা? দেখত ঠিক করে। সুমামা না?

হ্যাঁ, সুমামাই! ক্রুর হিংস্রতা মুখে মেখে এক রকম খুশি হয়ে উঠল কুরাইশগণ। সর্দার বলল, যা–ধরে নিয়ে আয় ওটাকে। একটু খেলান যাক।

একজন কুরাইশ ছুটে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, সেলাম। এরপর সুমামার পথরোধ করে দাঁড়াল। বলল, এদিকে নয়-ওদিকে। ওখানে আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বসে আছে সকলেই। যদি একটু দয়া করে তশরিফ আনেন।

সুমামাকে এক রকম ধরেই নিয়ে এল সে। আর দলের লোকেরা হৈ চৈ করে উঠল এক সাথে। বলল, এই যে সর্দার সাহেব, খুড়ি সদ্দার সাহেব– এখন আর অন্য কিছু বলা যাবে না– তা আছ কেমন আপনি?

একজন পাশ থেকে ছোট্ট একটা পাথরের টুকরা ছুড়ে মারল মাথায়। দলের একজন কপট প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠল, কে রে ঢিল মারে। তার থেকে বরং ক্ষুরটা আন, মাথাটা কামিয়ে দেই। সে নিশ্চয় হজ্ব করে মাথা কামাবে–

পরপর কয়েকবার ঠিক একইভাবে সুমামাকে লাঞ্ছিত করল কুরাইশ দল। মক্কায় আসা তাঁর পক্ষে ভীষণ ব্যাপার হয়ে উঠল। ভীষন্ন মনে তিনি

www.nagorikpathagar.org

ফিরে গেল তাঁর দেশ ইয়ামামায়। ফিরে গিয়ে গোত্রের সকলকে ডেকে এ অপমানের বিষয় আলোচনা করলন। সেদিনই সকলে ঠিক করলন, মক্কায় আর কোন রকম খাদ্যশস্য পাঠাবে না তারা। কথা অনুযায়ী কাজ। সকল রকম লেনদেন বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে। প্রমাদ গনল কুরাইশরা। আচামকা একটা দুর্যোগের মুখমুখী হয়ে গেল সকলেই। একটু ঠাট্টা একটু ইয়ার্কি করতে গিয়ে এখন জীবন নিয়ে টানাটানি। আতঙ্কিত হয়ে উঠল মক্কাবাসীরা। তাদের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা। অচিরেই হাহাকার পড়ে গেল মক্কায়। খাদ্যের জন্য সকলেই অস্থির। একেবারেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা! দেখতে দেখতে নতজানু হয়ে গেল কুরাইশরা। দলবদ্ধ হয়ে তাঁরা ছুটল ইয়ামামায়। গিয়ে জনসাধারণকে ধরল, অনুরোধ করল। বলল, আমরা ঠিক কাজ করিনি। এমন আর হবে না। তোমরা আবার খাদ্য পাঠাও মক্কায়। নইলে সকলেই মারা পড়ব। জনসাধারণ বলল, যাও সুমামার কাছে তাঁর হুকুম ছাড়া একটা দানাও পাবে না। অগত্যা কুরাইশরা গেল সুমামার কাছে। সুমামা অত্যাচারী কুরাইশদের প্রত্যেককে চিনলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। খাদ্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ করাতে সুমামা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, ব্যাপারটা ত এখন আর আমার হাতে নেই। আপনারা সকলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যান। সেখান থেকে অনুমতি আনতে পারলেই আবার খাদ্যশস্য পাবেন আগের মতই।

কথা শুনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ল কুরাইশদের মাথায়। বাবা উজ্জার দুষমন, বাবা হোবলের দুষমন–সে শত্রুর কাছে যেতে হবে! কিন্তু কি আর করা যাবে।

জীবনের থেকে আর বড় কিছু নেই। সুতরাং কুরাইশরা ইয়ামামা থেকে ছুটল মদীনার। পথে যেতে যেতে একজন বলল, কেন তোমরা সুমামার পিছনে লাগতে গেলে! আর একজন বলল, উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ল সুমামা। যাকে মক্কা থেকে মেরে-ধরে তাড়ালাম সকলে, এখন গিয়ে তারই পায়ে ধরতে হবে। একজন বলল, মরে যেতে ইচ্ছা করছে। আর একজন বলল পাশ থেকে, এত করেও ফলাফল কি হবে কে জানে?

শেষ পর্যন্ত মদীনায় গিয়ে পৌঁছাল সকলে। পৌঁছে সকল কথা বলল রাসূলুল্লাহ (স)-কে। আতুর-ইয়াতীমের নবী, দীন-দুঃখীর নবী কথাগুলো শুনলেন কেবল। শুনেই ব্যথায় বিগলিত হয়ে গেলেন তিনি। সাথে সাথে

www.nagorikpathagar.org

সুমামাকে বলে পাঠালেন ঃ কারও খাদ্য বন্ধ কর না। কারও মুখের গ্রাস কেড়ে নিও না। একজন মুসলমান ক্ষুধাতুরের খাদ্য কেড়ে নেয় না বরং ক্ষুধাতুরকে খাওয়ায়।

ফিরতি পথে কুরাইশগণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তবে যে সকলে বলে মুহাম্মদ (স) ভাল নয়। লোকটা কঠোর! লোকটা নির্মম! লোকটা পাষাণ! তাদের গোপন মনে দোলা লাগে। তারা ভাবতে থাকে ঃ এক কথায় যে লোক এভাবে রাজি হয়ে যায়....। সারা পথ এ নিয়ে তাদের মধ্যে ভীষণ আন্দোলন জেগে রইল। মক্কার কাছাকাছি এসে তাদের সর্দ্দার সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, আরে বুঝলি কিনা– মুহাম্মদ (স) আমাদের দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাই ভয় পেয়ে এমন নির্দেশ দিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু সর্দ্দারের কথায় আর তেমন জোর ছিল না। তার কথায় সর্থনও কেউ দিল না। সে নিজেও উপলব্ধি করল, তার কথাগুলো তার নিজের কাছেই যেন উপহাসের মত শোনাচ্ছে। ইজ্জত রক্ষার্থে এছাড়া আর করারই বা কি ছিল? মানুষ অনেক সময় মিথ্যা অহমিকার দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সর্দার নিজের মান-সম্মান রক্ষার্থেও তাই করে শান্তনা লাভ করেছিল।

ইয়ামামা থেকে খাদ্যশস্যের আমদানি শুরু হল ফের। মৃতমুখী মক্কা যেন বেঁচে উঠল। অর্ধ উপোসী মক্কাবাসীরা সে খাদ্য খেয়ে তাজা হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। প্রাণ ফিরে পেল আবালবৃদ্ধবনিতা।

প্রাণ ফিরে পেয়ে প্রাণদানকারীর প্রাণ হরণের জন্য আবারো ভীষণ চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে গেল সকলেই।

—o—

www.nagorikpathagar.org

আর এক যুদ্ধ

একটি যুদ্ধে বিরাট জয়লাভ করে সসৈন্যে মদীনায় ফিরলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। মদীনা আজ আনন্দে উতরোল। মুসলিম জাহানে খুশির দোলা। খুশির হিল্লোল সকলের চোখে মুখে। কেবল স্থির হয়ে আছ রাসূলুল্লাহ (স)। অতিরিক্ত কোন হাসি নেই তাঁর মুখে। জয়-পরাজয় নিয়ে উল্লসিত নন তিনি। জয়-পরাজয় আল্লাহ্‌র কাছে। তাঁর বিবেচনার মধ্যে রয়েছে শুধু কাজ। নিরলস কর্তব্য সাধনা। আল্লাহ্ যে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন সেমত কাজটি সম্পূর্ণ হলেই তিনি খুশি। এর অন্যথা হলে ব্যথা পান। দুঃখিত হন।

মদীনায় এসে প্রথমেই তিনি গেলেন মসজিদ নববীতে। কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন সেখানে। শুকরিয়ার সিজদা। আল্লাহ্‌র অসীম রহমতের কাছে মাথা নোয়ালেন তিনি। মহান প্রভুর কথা স্মরণ করে দু চোখ ভিজে আসছিল তাঁর। নামায থেকে উঠে অপেক্ষমান সাহাবীদের নিয়ে বসলেন। জরুরী কথাবার্তা ছিল কিছু। সে প্রয়োজনীয় কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন এরপর।

অন্দর মহলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন হযরত আয়েশা (রা)। যুদ্ধজয়ের সংবাদে অন্তপুরেও আলোড়ন। এক আকাশ খুশি যেন দোল খেয়ে ফিরছে সেখানে। সে আন্দোলনের ঢেউ জেগেছে হযরত আয়েশা (রা)-এর বুকেও। তিনিও উল্লসিত। বিজয়ী বীর সেনাপতি, দুর্জয় সৈন্যাধ্যক্ষকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তিনি প্রস্তত। কখনো যা করেন নি, তাই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে চমকে দেয়ার জন্য তিনি আজ কদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর বীর স্বামীকে অবাক করে দেবেন তিনি। নিশ্চয়ই এতে খুশি হবেন রাসূলুল্লাহ (স)।

হযরত আয়েশা (রা) বড় আনন্দিত আজ। স্বামীকে অভ্যর্থনা করার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষমান।

এটাই সে ঘর; সে পর্ণ কুটির–যে কুটির থেকে অনির্বান জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র জগতের অন্ধকার দূর করছে; আলোকিত করছে বিশ্ব নিখিলকে। অথচ সামান্য একটু তেলের অভাবে মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে থাকে এ পবিত্র গৃহাঙ্গণে। খেজুর পাতার ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। সূর্যও আড়াল হয় না ঠিক মত।

www.nagorikpathagar.org

সে কুটিরে আজ যেন আনন্দ ধরে না। খেজুর পাতাগুলো ঢাকা পড়েছে রঙিন কাপড়ের আড়ালে। ছাদে সুন্দর একটি সামিয়ানা টাঙিয়ে দিয়েছেন হযরত আয়েশা (রা)। দেয়ালগুলো ঢেকে দিয়েছেন ডুরিদার রঙিন কাপড়ের টুকরা দিয়ে। সবটা ঢাকা পড়েনি। টুকরাগুলো জুড়ে জুড়ে যতটা আড়াল করা যায়, নিজে হাতে করে দিয়েছেন। এটা তাঁর অনেক দিনের বাসনা। ছাদে সামান্য একটা সামিয়ানা আর দেয়ালে কয়েক টুকরা কাপড়। তাতেই ঝকঝক করছে। যুদ্ধজয়ের হাসি। বিজয়ীর হাসি।

নিশ্চয় খুব খুশি হবেন রাসূলুল্লাহ (স)। হযরত আয়েশা (রা) ভাবেন আর উল্লসিত হন। কতদিনের মনোবাঞ্ছা আজ তাঁর পূর্ণ হতে চলেছে। এমন ঘরে তিনি কখনো কোন দিন স্বামীকে অভ্যর্থনা করতে পারেন নি।

এসে কি বলবেন রাসূলুল্লাহ (স)? নিশ্চয়ই আনন্দিত কণ্ঠে বলবেন.....। কি বলবেন? তা জানে না হযরত আয়েশা (রা)। কেবল ভাবেন আর আবেগহারা আনন্দ ফুটে ওঠে তাঁর মুখে।

এমন সময় মসজিদ নববী থেকে হঠাৎ এসে দাঁড়ালেন রাসূলুল্লাহ। উঠে দাঁড়িয়ে খুশিতে বুঝি কাঁপতে থাকেন হযরত আয়েশা (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) মুখের দিকে দৃষ্টি ছিল তাঁর। ঘরের দিকে তাকিয়ে কতখানি আনন্দ ঝলমলিয়ে ওঠে সে মুখে তাই দেখতে চাইলেন। কিন্তু এ কি? তিনি লক্ষ্য করলেন, ঘরের দিকে দৃষ্টি পাড়ায় হঠাৎ মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ (স)। বেশ বিরক্তির চিহ্ন ফুঠে উঠেছে সে মুখে। হযরত আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, তাঁর স্বামী ক্ষুন্ন হয়েছেন। অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কারণ? কি অন্যায় তাঁর? জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাকালেন তাঁর মুখের দিকে? হঠাৎ যেন অনেক গভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু নীরবতার পর বলল, দেখ আয়েশা– ইট-পাথরকে পোশাক পরানোর জন্য আল্লাহ্ আমাদের দৌলত দেননি।

বলেই আশ্চর্য রকম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন আবার।

মসজিদ নববীতে তখন অসংখ্য সাহাবীর কণ্ঠে যুদ্ধজয়ের উল্লাস। হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে তখন আর এক যুদ্ধের সূচনা। এ যুদ্ধ আড়ম্বরের বিরুদ্ধে আত্মসংযমের, বিলাসিতা বিরুদ্ধ বর্জনের।

মানুষের নবী মুহাম্মদ (স) সারাজীবন মানুষকে এই না দেখা যুদ্ধের সৈনিক করে গেলেন।

—o—

www.nagorikpathagar.org

আর একটি পরিচয়

এতগুলো মানুষের একদল কণ্ঠ হঠাৎ যন্ত্রণায় কাত্‌রে উঠল, আহা! এত বড় পাথর কেউ চাপায়, এতটুকু বালকের মাথায়। ঘাড়টা ভাঙল বুঝি!

ছেলেটা কাত হয়ে পড়ে আছে বালুর ওপর। শ্বেত শুভ্র কুরাইশ বালক। যেন বাকল ছড়ান কলা গাছ। এরপর পায়ে পায়ে ছুটে আসছিল কেউ কেউ। ততক্ষণে সামলে নিয়ে উঠে বসেছে বালকটি। ঠিক আছে, বয়ে নিতে যেতে পারব আমি, তোমরা কেউ মাথায় তুলে দাও।

কণ্ঠ আহত হয়নি ছেলেটার, উল্লাস ঝরছিল বরং। কাবা ঘর ভাংচুর করে নতুন গাঁথা হচ্ছিল। সে পাথর বইছিলেন সকলে। এমন সৌভাগ্যের কাজে যদি অংশ নিতে না পারলাম! পানি তুলছিলেন কেউ কেউ। পাথর বইছিলেন অনেকেই। কাঠ ফাড়াই হচ্ছিল একদিকে। এ পবিত্র ঘরকে আরো মজবুত, আরো সুদৃঢ় করা হবে। সকল কণ্ঠের উল্লাসে, কাজের ব্যগ্রতায় একটা পবিত্র আকুলতা উপচে পড়ছিল।

আর এক যুবকের চলার ছন্দে এ পবিত্র বোধ যেন ফুল হয়ে ঝরছিল। তাঁর মুখে কোন কথা ছিল না। নবীবে কাজ করছিলেন তিনি। অথচ সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন অসম্ভব রকম। সকলেই দেখছিলেন তাঁর ক্ষিপ্রগতি, তাঁর নিপুন শ্রম। অনেকেই নীরবে মেনে নিচ্ছিলেন তাঁর নির্দেশ। অথচ তাঁর উজালা মুখে বিশেষ কথা ছিল না। পূর্ণিমার চাঁদ যেমন নিশ্চুপ, কথা বলে না– শুধু আলো ছড়ায়–তেমনি। সে নিশ্চুপ আলোর দিকে তাকিয়ে কথা বলে আর সকলে। মনের কথা, প্রাণের কথা, জীবনের কথা।

অন্যকে ভাল কাজ করতে দেখলে অনেক সময় অনেকের ভাল হতে ইচ্ছা করে।

সে যুবকও ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন একটা বড় পাথর। আল্লাহ্‌র ঘর গাঁথা হবে এ পাথরে। সুতরাং জীবন পণ! কিন্তু এবারের পাথরটা বুঝি প্রকাণ্ড ছিল। ভীষণ ভারি। পরণে একটি মাত্র কাপড়, আর কিছু নেই সারা অঙ্গে। অসমতল পাথরের সুচাঁলো কোনগুলো চামড়া কেটে বসে যেতে চাইছে। রক্ত বের হবে বোধ হয়। তবুও পাথরটা বয়ে আনছিলেন তিনি। ঘাড় কাঁপছিল, দেহটা যন্ত্রণায় নুয়ে পড়ছিল বার বার। লম্বা কলার পাতায়

www.nagorikpathagar.org

পাখি এসে বসলে যেমন নীরবে নুয়ে পড়ে–তেমনি নুয়ে পড়ছিল। তবুও শেষ চেষ্টা করছিলেন তিনি। অনেকেই বললেন, এত কষ্ট করার দরকার কি বাবা! পাথরটা রেখে একটু জিরিয়ে নাও না। পরে চেষ্টা কর আবার।

শেষ পর্যন্ত পাথরটা ফেলেই দিলেন তিনি। সারা দেহের রক্তে ভীষণ যন্ত্রণারা চিৎকার করছিল; কাঁধে হাত দিয়ে মুঠো করে সে যন্ত্রণাগুলোকে তিনি যেন ধরতে চাইলেন। না– কাঁধ রক্তাক্ত হয় নি, পাথরটা আর কয়েক মুহূর্ত ঘাড়ে থাকলে হয়ত হত। শুভ্র মুখ এখন ঘর্মাক্ত এবং রক্তাভ।

একজন এগিয়ে এসে বলল, আল্ আমীন! এত বড় পাথর কেন বইছ তুমি? আমরা ত আছি। ছোট দেখে নিয়ে এস।

আর একজন সমবেদনায় সিক্ত স্বরে গভীর গলায় বলল, মুহাম্মদ তুমি বস না বাবা। আমরা কিন্তু মরে যাইনি।

সকলের সকল কথা শুনছিলেন তিনি। তাঁর মুখে তখন যন্ত্রণা ছিল, হাসি ছিল। যেমন তারারা হাসে। মেঘে ঢাকা পড়লেও যেমন তাদের হাসি ফুরায় না। তেমনি। তবুও কারো কথা যে ভাল লাগে নি এমন একটা ভাব তাঁর নির্বাক কাতর মুখে ভাসছিল।

তাঁর চাচা হযরত আব্বাস ছিলেন সেখানে। সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন তিনি। মুহাম্মদ-এর স্বভাব তিনি জানতেন। এ কাজ থেকে যে তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না তাও তাঁর অজানা ছিল না। অথচ চোখের সামনে ছেলেটা কষ্ট পাবে! পাথর বলে কথা!

পাখি পালক ফুলিয়ে যেমন বাচ্চাকে কোলে টানে, অসম্ভব সমব্যথী আদরের গলায় তিনি ডাকলেন, মুহাম্মদ!

সে প্রশান্ত যুবকটি কাছে এলেন। তাঁর কাঁধে মমতার হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে আব্বাস বললেন, পরণের কাপড়টা কাঁধে দিয়ে নাও–তাহলে পাথর বইতে সুবিধা হবে।

তাঁর বয়সী অনেকেই যখন তখন উলঙ্গ হয়ে ঘোরা ফেরা করত মক্কার পথে। যুবক যুবতীরাও উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করত কাবাঘর। সুতরাং ....

একজন এসে মুহাম্মদ-এর পরণের কাপড়াটা টান মেরে খুলে নিলেন। এ কাপড়টাই এবার সে ভাঁজ করে তাঁর কাঁধে দেবে। এর উপর তুলে দেবে পাথর। কিন্তু ভালবাসার এ নির্বোধ পরিবেশন মারাত্মক হয়ে দেখা দিল প্রায় সাথে সাথে। আসার আগে কেউ বুঝতে পারে না যে এ ঝড় কতটা ওলট-পালট ঘটাবে, অথবা কটা জীবন-সংশয়ের কারণ হবে।

www.nagorikpathagar.org

গুরুজনদের শত নিষেধকে উপেক্ষা করে চলে যায় অনেকে। সকল নিষেধের উপর থুতু ছিটিয়ে বুড়া আঙ্গুল দেখিয়ে নিজের পথে পা বাড়ায় কেউ কেউ। অনেকে আবার পাহাড় ডিঙাতে পারলেও গুরুজনদের চোখের পলককে অতিক্রম করতে পারে না। তাঁর বয়সী অনেক লোক যখন বিনা কাপড়ে ধেই ধেই করে নাচে, মুহাম্মদ তখন শরমের শুভ্র লেবাসে নিজেকে ঢেকে নিয়েছেন। তাই উলঙ্গ হবার সাথে সাথেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। কাপড়ে টান পড়ার সাথে সাথেই তাঁর গলায় যেন ফাঁস পড়ল। এতগুলো মানুষের সামনে উলঙ্গ হওয়া! কোথা থেকে এক আকাশ লজ্জা এসে তাঁর চেতনাকে গ্রাস করে ফেলল। পাহাড় সমান যন্ত্রণা ব্যথা আতঙ্ক তাঁর বোধকে রগড়ে পিষে একাকার করে দিল। ডালে ঘা পড়লে পাখিরা যেমন অকস্মাৎ ডাল শূন্য করে উড়ে যায়, কাপড়ে টান পাড়ার সাথে চেতনাবোধ সব কিছু যেন এক সাথে তাঁর দেহ ছেড়ে গিয়েছিল। খোলসের মত অত বড় দেহটা পড়ে থাকল বালির উপর। গোটান লজ্জাবতীর পাতার মত অত বড় দেহটা শরমে যেন এতটুকু হয়ে গেছে। চোখ দুটি আকাশের দিকে নিস্পন্দ।

ভীষণ ব্যগ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন সকলেই, মুহাম্মদ– অ মুহাম্মদ!

বুকে ব্যাকুল হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দেখলেন, না– স্পন্দন ঠিকই আছে। কিন্তু?

হাতটা যেন বাড়িয়ে আছে না? একজন কাপড়টা ফেলে দিলেন তাঁর উলঙ্গ দেহের উপর। সুবাসের আন্দোলনে চারদিক থেকে মৌমাছি-প্রজাপতিরা যেমন বাতাসে ডানা মেলে ছুটে আসে পাপড়িতে, বোধ লজ্জা চেতনারা তেমনি ধীরে ধীরে ফিরে এলে মুহাম্মদ-এর চেতনাহীন দেহে। তাঁর চোখের পাতা নড়ল আবার, হাত দিয়ে কি যেন অন্বেষণ করলেন এর পরেই কাপড় পরে উঠে বসলেন।

মুহাম্মদ এর আল আমীন পরিচয় পূর্বেই পেয়েছিলেন সকলে, সমবেত কুরাইশরা আজ পেলেন তাঁর আর এক পরিচয়। তারা সকলেই দলবদ্ধ বিস্ময়ে ভাবতে শুরু করলেন, মানুষের এত লজ্জা।

—০—

www.nagorikpathagar.org

বিচারের কণ্ঠ

ওসামা শঙ্কিত। ওসামা দ্বিধাজড়িত। তুবও ওসামা রাসূলুল্লাহ (স) দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। মৃদু পায়ে এগুচ্ছেন। ধীরেধীরে। খুবই বিনীত ভাবে।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পালিত পুত্র যায়েদ। সে মুক্তদাস যায়েদের পুত্র ওসামা। ওসামা তরুণ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরম আদরের। এ তরুণ ক্রীতদাস পুত্র ওসামাকে আপন উটের উপর বসিয়ে নিয়ে মক্কা-বিজয়ের দিন শহরে প্রবেশ করলন রাসূলুল্লাহ (স)। ওসামাকে তিনি এতই ভালবাসেন। এত গভীর ছিল তাঁর মমতা।

এ অসীম আন্তরিকতার জন্যই ওসামা আজ দ্বিধাগ্রস্ত। হযরতের কাছে আসতে গিয়ে আজ তাঁর মনটা দুলে উঠছে বার বার। তবুও ওসামা এগুচ্ছেন। এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছেন। তাঁর সাথে আছে আরো কয়েকজন। মখযুম গোত্রের কয়েকজন লোক। কুরাইশদেরই একটা শাখা বনী মখযুম গোত্র। বড় সম্মানিত গোত্র। বড় সম্ভ্রান্ত। অন্য গোত্রের বিচার শালিশী করে তারা। খোলা মাঠের পিঠে যেমন রোদ চড়ে থাকে, যেমন তাকে ফেলা যায় না কোন মতেই তেমনি মখযুমদের কড়া দৃষ্টি শাসন করে অন্য গোত্রদের। কারো শক্তি নেই সে দৃষ্টিকে উপেক্ষা করার। অবহেলা করার। এ মখযুম গোত্রের এক মহিলা ধরা পড়েছে চুরির দায়ে। আর ধরা পড়তেই শুরু হয়েছে যত গোলযোগ। আগে হলে অবশ্য কোন কথা ছিল না। বেকসুর খালাস হয়ে যেত। কিন্তু মক্কা-বিজয়ের পরে সকলেই মুসলমান হয়ে গেছে। আর তাতেই যত ফ্যাসাদ। এখন চুরির শাস্তি হাতকাটা। আর সে কম কথা নয়।

এতবড় একটা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের হাতকাটা যাবে, আর সে কাটা হাত নিয়ে চলবে ফিরবে– কি লজ্জা! কি লজ্জা!!

তার পরিবারের সকলেই তাই এসে ধরেছে ওসামাকে। ওসামা বললে হয়ত কথা রাখবেন রাসূলুল্লাহ (স)। হযত হাত কাটবেন না। হয়ত মাফ করে দেবেন।

তা ছাড়া–

এত বড় একটা মানী গোত্র। সম্ভ্রান্ত ঘর। মান-ইজ্জতের একটা ব্যাপার আছে। এসব কথা নিশ্চয়ই বিবেচনা করব। বিচারক রাসূলুল্লাহ (স) দৃষ্টি থেকে এসব নিশ্চয়ই এড়িয়ে যাবে না।

www.nagorikpathagar.org

ওসামা এগুচ্ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে। তাঁর সাথে যেত যেতে এমন সব কথা চিন্তা করছিলেন সকলেই। এমন সব ন্যায় আর বিবেচনার কথা ভাবছিলেন মখযুম গোত্রের লোকেরা।

মক্কা-বিজয়ের আনন্দ মেটেনি তখনো। সে উল্লাসের জের চলছে সাহাবাদের মধ্যে। ডুব দেবার পর দীঘির বুকে তরঙ্গরা যেমন দুলে ওঠে বৃত্তাকারে। রাসূলুল্লাহ (স) অবশ্য নীরব। কিন্তু চঞ্চল। বহু গোত্রের লোক আসছে দীক্ষা নিতে। তাদের কথা শুনছেন ধ্যানস্থ্ হয়ে। তাদের শোনাচ্ছেন আল্লাহ্‌র কথা। ইসলামের কথা। সত্যের কথা। তারা চলে যায়। আবার নতুন দল আসে।

রাসূলুল্লাহ ব্যস্ত।

ওসামা এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। নম্র আর বিনীত ভাবে। মুখযুমের লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে পিছনে। ওসামা বলল তাঁর কথা। কুণ্ঠার সাথে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব দিকগুলো বিবেচনা করে যদি ক্ষমা করেন, যদি–

প্রশস্ত ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ। প্রশান্ত আর উজ্জল। একটা খুশির আলো ছড়িয়ে ছিল সারা মুখে। হঠাৎ যেন সে আলোটা নিভে গেল। সে খুশির ভাবটা কেউ যেন আলতো মুছে নিয়ে গেল মুখে থেকে। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। ভীষণ গম্ভীর। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক স্বরে বললেন, ওসামা! আল্লাহ্ যে শাস্তি স্থির করে দিয়েছেন, তুমি কি আমাকে এর ব্যতিক্রম করতে বলছ?

মেষ শিশুটির মত ওসামার অবস্থা। মৃদু হাওয়ায় ঘাসের ডগা কাঁপছে। আর সে ডগা থেকে টোপ ধরা শবনম যেন এখুনি লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। ওসামা পড়েই যেতেন। শেষ পর্যন্ত টাল সামলে বসে গেলেন।

কি বলতে এসে কি হয়ে গেল। দিশেহারা হয়ে গেল ওসামা। রাসূলের কদম মুবারকে লুটিয়ে তিনি কেবলই বলছেন, আমার জন্য ক্ষমার আবেদন করুন! আমার জন্য ..... প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠে রাসূলুল্লাহ (স) সকলকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে রাখ–বিচারে নিরপেক্ষতার অভাবে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। বড় লোকেরা কেউ কোন অন্যায় করলে নামমাত্র বিচার হত, বেকসুর খালাস হয়ে যেত। এরপর ঠিক একই অপরাধে কোন গরীব অপরাধী হলে কঠোর সাজা নেমে আসত তার ওপর।ঃ কেবল এ কারণে বনি ইসরাঈল জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীরা নীরব। মখযুমেরা নীরব। নীরব ওসামা। তাদের চিন্তার জগতে যেন নতুন আলো ফেলছে এসব কথা। উপলব্ধি করল তারা, বৃষ্টি হলে যেমন তা পড়ে সব ঠাঁই, ধনীর অট্টালিকায় অর গরীবের জীর্ণ কুটিরে –বিচারের ঝড়ো হওয়া কেন শুধু উড়িয়ে নিয়ে যাবে দুঃখীর চাল-চুলা? কেন দোররার নির্মম আঘাতগুলো শুধু পড়বে কঙ্কালসার দেহগুলোর ওপর?

তোমরা জেনে রাখ, বাতাস কম্পিত করে বললেন রাসূলুল্লাহ (স), যাঁর হাতে আমার জীবন সে আল্লাহ্‌র কসম! ইসলামে কখনো এমনটি হতে পারে না। আজ যদি আমার কন্যা ফাতিমাও এ অপরাধে লিপ্ত হত, সেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সাজা থেকে রেহাই পেত না। আমি অবশ্যই তার হাত কাটতাম।

এত শুধু কথা নয়। এ একটা চেতনা। এ নতুন চেতনার ভিতর দিয়ে শুরু হল আত্মার জাগরণ। টলতে টলতে বাড়ির পথ ধরল মখযুম গোত্রের সকলেই। বাতাসের কম্পন তখনও যেন তাদের কানে কথা বলছে, জেনে রাখ– আমার কন্যা ফাতিমাও যদি .....।

—o—

www.nagorikpathagar.org

শত্রু হল মিত্র

ভীষণ কলরোলে মসজিদ নববীর প্রাঙ্গন আজ উচ্চকিত। অসংখ্য মানুষের জমায়েত। অসংখ্য মানুষ চারদিক থেকে ছুটে এসে যোগ দিচ্ছে সে সমাবেশে। জমায়েত আরো বড় হচ্ছে। ভারি হচ্ছে।

সকলেই বলছেন 'কতল'। জানের দুষমণকে ছাড়া যায় না আর। কতলই সুমামা ইবনুল আদালের একমাত্র শাস্তি। ইসলামের দুষমণ। রাসূলের দুষমণ। আল্লাহ্‌র দুষমণ। সকল মানুষই বাতাসে চাপা তপ্ত উত্তেজনা ছাড়ল, সকল দুষমণির অবসান হোক আজ। এখনই।

সুমামা ইবনুল আদাল। দুর্ধর্ষ বনু হানিফা গোত্রের সর্দার। শয়তানী চালে বনু হানিফা গোত্র বহু খ্যাত। অনেক দুর্নাম তাদের। এ গোত্র থেকেই বেরিয়েছিল মুসাইলামাতুল কাযযাব–নবুয়তের দাবীদার মিথ্যুক নবী। তাই সব সম্ভব এ গোত্রের পক্ষে। সকলেই যখন সত্যকে গ্রহণ করেছে ব্যাপকভাবে এরা তখন যুদ্ধ করে যাচ্ছে রাসূলের বিরুদ্ধে। এমনই এক যুদ্ধে ধরা পড়েছে গোত্র-সর্দার সুমামা। এখন মসজিদ নববীর এক খুঁটির সাথে রজ্জুবদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশেই বাঁধা হয়েছে। খুব শক্ত করে বাঁধার কথা বলেছেন তিনি। সে শয়তানকে ঘিরেই জনতার ভিড়।

'কতল'। চিৎকার উঠল কয়েকজন। কয়েকজন বলল, এখনও বেঁচে আছে আল্লাহ্‌র দুষমণ? তাদের সকলকে থামিয়ে দিলেন একজন সাহাবী বললেন, বিচার যা করার–রাসূলুল্লাহ (স)-ই করবনে। আপনারা অযথা মন্তব্য থেকে বিরত হোন।

সকলেই চুপ হয়ে গেল একেবারে। যেন সেখানে জনপ্রাণী নেই একজনও। এ নিস্তব্ধতার মধ্যে, কিছু পরে এলেন রাসূলুল্লাহ (স)। এখনুই বিচার হয়ে যাবে। নীরবতাটা পাথরের মত জমাট বেঁধে গেল অকস্মাৎ। সকলেই তাকিয়ে রইলেন ভীষণ ভাবে।

বন্দীর দিকে চোখ তুললেন রাসূলুল্লাহ (স)। এরপর স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বলার আছে তোমার?

সুমাম ইবনুল আদাল মিনিতিভরা চোখে তাকালেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে। এরপর বলল :

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ! আপনি যদি আমাকে কতল করেন তা হলে যথার্থ অপরাধী আর খুনীকে হত্যা করবেন।

আর যদি আমার প্রতি দয়া করেন, অনুগ্রহ করেন....তা হলে একজন সত্যিকার কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন।

আর যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে চান তা হলে বলুন কত দিতে হবে।

সুমামার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন রাসূলুল্লাহ (স)। এরপর কোন রকম মন্তব্য না করেই উঠে চলে গেল।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে মসজিদে এসে বন্দীর প্রতি ঠিক একই প্রশ্ন করলন রাসূলুল্লাহ (স) আর সুমামা ঠিক একই কথা বলে গেল। এ দুদিনও চুপচাপ কেবল শুনে গেলেন তিনি।

সুমামা নিজেও মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত। কেননা সে যে অপরাধ করেছে এর একমাত্র দণ্ড কতল। সে নিজে বিচারক হলেও তাই করত। এ মৃত্যুর মুহূর্তে সে মুসলমানদের প্রতি যে অত্যাচার করেছে, যত খুন করেছে সবই মনে পড়ছিল তার। সে ক্রমাগত ম্রিয়মান হয়ে পড়ছিলেন। কলার সবুজপাতা যেমন রোদে কুঁকড়ে যায় তেমনি। আর অনবরত কাঁদছিল। এখন কেবলমাত্র একজনের নির্দেশের অপেক্ষা। নির্দেশের সাথে সাথে পার্থিব সকল লীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে তার।

অকস্মাৎ একজন সাহাবীকে ডাকলেন রাসূলুল্লাহ (স)। ডেকে বললেন সুমামার সব বাঁধন খুলে দাও।

সুমামা ইবনুল আদাল বিস্মিত। সুমামা অবাক। এ আচরণ সুমামার ধারণার অতীত। একজন সাহাবী এসে সত্যিই তাঁকে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত হবার পর সে একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। পরাজিত সৈনিকের মত মসজিদ নববী থেকে ধীরে, অতি ধীরে পথে নামল। এরপর মিলিয়ে গেল।

তাঁর চলার পথের দিকে তাকিয়ে কোন কোন সাহাবী ভাবলেন, সাপের মত হাঁটছে সুমামা। এখনই আপন গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই আর একটা প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য তৈরী হবে।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীরা সেখানে বসে নানার কথা আলোচনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)ও বসেছিলেন। একটি কথাও বলছিলেন না। একটু পরেই সে মজলিসে ফিরে এলেন সুমামা ইবনুল আদাল। মদীনার উপকণ্ঠে একটা কুপ থেকে গোসল সের পবিত্র হয়ে এসেছে। এসে রাসূলুল্লাহর সামনে দাঁড়ালেন।

মধুর কণ্ঠে হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর সুমামা?

অসম্ভব বিনীত কণ্ঠে সুমামা বলল, সত্য ধর্মে দীক্ষা দিন আমাকে। আমি আর অন্ধকারে ফিরে যাব না।

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ভাল করে চিন্তা করে দেখ। দরকার হলে আরো সময় নাও।

এর আর দরকার নেই ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)। আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে সুমামা বলল, একটু আগেও আপনার এ শহরের চাইতে ঘৃণা শহর আমার কাছে একটিও ছিল না, এখন আমার কাছে এ শহর হল প্রিয় জনপদ। কিছু পূর্বেও আপনার ধর্মের চেয়ে কোন জঘন্য ধর্ম আমার দৃষ্টিতে ছিল না, এখন এ ধর্মের চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম আমার বিবেচনায় নেই। একটু আগে আপনার চেয়ে কোন ঘৃণ্য মানুষ ছিল না আমার চোখে, এখন এ বিশাল বিশ্বে আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার আর কেউ নেই।

এ কথা বলেই সুমামা ইবনুল আদাল হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পা দুটি ধরে অবিরাম কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কদম মুবারক দুটি ধরে সুমামা ইবনুল আদাল কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতেই থাকলেন। অবিরাম।

—o—

www.nagorikpathagar.org

যে দৃষ্টান্তের তুলনা হয়না

দীর্ঘদিন একটানা বৃষ্টি বাদলে মনের অস্বস্তি যখন পীড়াদায়ক যন্ত্রণা, আকাশ আলো করা রোদ বড় কাঙ্খিত। সে আবেদনের তাজা রোদ এখন আরবের আকাশে। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, অনেক দুর্ভোগ-দুর্যোগ অতিক্রান্ত। কত নিষ্ঠুর নিগ্রহ, কত পাশবিক রক্তপাত!

মানুষ এখন বুক ভরাট করে শ্বাস নিচ্ছে। আহার বিহার নিয়ন্ত্রিত। রীতি-নীতিতে শৃঙ্খলা। গভীর কৃতজ্ঞতায় সকলে এক আল্লাহ্‌কে সিজদানত। যে সব ইহুদি-খৃষ্টান-কুরাইশরা হাসাহাসি করত, তারা এখন নীরব। সে দল–ভারি দল এখন ভারহীন শীর্ণ, কৃষ্ণপক্ষ-চাঁদের মত লাগাতার ক্ষীয়মান। তাদের এখন অস্তিত্ব বাঁচানোর সংগ্রাম।

পথ চলতে চলতে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত হয়ে আসছিল রাসূলুল্লাহ (স)। সকল সাফল্যেই তিনি আল্লাহ্‌র অদৃশ্য মহাশক্তি দেখতে পাচ্ছিলেন। পথ চলতে চলতে তিনি স্ফীত শ্বাস নিয়ে কৃতজ্ঞসিক্ত দীর্ঘ উচ্চারণে বললেন, আল্লাহু।

আকাশে উজ্জল রোদের সমারোহ। তবুও কোথাও কোথাও যেন মেঘের ছায়া। কাল আভাস। এতদিনের এত যুগের এত বদভ্যাস বুঝি নির্মূল হয় না এক সাথে! এক ক্ষেপে ধরা পড়ে না বুঝি সব কলঙ্ক।

চলতে চলতে এক বাগানের পাশে এসে থামলেন রাসূলুল্লাহ (স)। দেখলেন, একটা উটকে কে বেঁধে রেখে গেছে উঁচু ডালের সাথে। বসতে পারছে না, শুতে পারছে না। শাস্তির মত এক রকম ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একটানা। এর উপর কতদিন খেতে পায় নি ঠিকমত। জীর্ণশীর্ণ। হাড়গুলো গুনে নেয়া যায়। চোখ দুটি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে চোয়াল থেকে। চামড়ার উপর সারা দেহে জুড়ে পর্যাপ্ত বেদনা ছড়ান।

কষ্ট উটের নয়, যেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিজের। বুকটা কাত্‌রে উঠল তাঁর। পায় পায় তিনি এগিয়ে এলেন উটের কাছে। আর কি আশ্চর্য, রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেয়েই উটটা ব্যথায় উল্লাসে অভিমানে সে এক রকম গলায় ডেকে উঠল। মাকে দেখে কথা না-ফোটা শিশু যেমন ডাকে, ডালে ফেরা মায়ের শব্দে নির্বাক শাবকেরা যেমন কাকলি মুখর হয়! ডাক

www.nagorikpathagar.org

ত নয়, যেন মজলুমের আর্তনাদ ঃ দেখুন রাসূলুল্লাহ (স)–আমাকে এরা মেরেই ফেলছে। অনেক ক্রীতদাসকে আপনি উদ্ধার করেছেন জালিমের অত্যাচার থেকে, অতএব আমাকেও বাঁচান।

রাসূলুল্লাহ (স) এগিয়ে এসে এবার হাত রাখলেন উটের গায়। চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন। মহব্বতের হাত। ভালবাসার হাত। আর সে কোমল পরশে উটের যন্ত্রণা যেন ঝরে পড়ল চোখ বেয়ে। আমার মত অগণিত উট ঘরে ঘরে উপবাষী। আপনি ও রাহমাতুল্লিল আলামীন, আমরা মুখ চেয়ে আছি আপনার।

আমার উটকে আমি খেতে দিই না দিই–তোমার কি? আমার দুম্বা মরে গেলে ফেলে দেব, তুমি বলার কে? এটাই ছিল জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম। তাই চলছিল।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন উটটা একজন আনসারের। তাকে ডাকলেন রাসূলুল্লাহ (স)। আনসার এল, সাথে আরো অনেকে। রীতিমত একটা জমায়েত হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সকলেই উদগ্রীব, কি বলবেন রাসূলুল্লাহ (স)? মারবেন আনসারকে? সাজা দেবেন? কি করবেন?

জনতা নীরব দুবাহু মেলে মানুষকে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলে মানুষেরা যেমন চুপ করে, তেমনি নীরব। রাসূলুল্লাহ (স) ধীরে ধীরে সে জনতার দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন–দীর্ঘক্ষণ। দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিক্ষেপে পরিবেশে পর্যাপ্ত গাম্ভীর্য আর মৃদু ভৎর্সনার স্বরে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এসব নিরীহ আর বোবা প্রাণী সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর।

অর্থাৎ–

'তোমারও প্রাণ আছে, উটেরও আছে। খেতে না পেলে তুমি কষ্ট পাও, উটও পায় না? সুতরাং সাবধান! সব কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ্। কাকে কষ্ট দিচ্ছ আর কোন অবলা প্রাণে ব্যাথা দিচ্ছ সব দেখছেন তিনি। তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্, আমাকেও আর এ উটকেও। প্রাণ আল্লাহ্র সৃষ্টি – তাই না? সুতরাং এর প্রতি বিবেচনা কর।'

—o—

www.nagorikpathagar.org

সিপাহ্সালার

একদিকে আলো অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে সত্য অন্যদিকে মিথ্যা। একদিকে মুসলমান অন্যদিকে মুশরিক। মাঝে বিশাল বদর প্রান্তর জুড়ে রাতের অন্ধকার। একদিকে সমানে চলছে কোলাহল নাচ-গান, হৈ-হল্লা আর ফুর্তি-আনন্দ। বদরের এদিকে পুরা মক্কাটাই যেন উঠে এসেছে হঠাৎ। তার অমোদ-প্রমোদ, তার গর্ব-অহংকার আর সে উদ্ধত কোরাইশ নেতৃবৃন্দ। উট জবাই হচ্ছে, খানাপিনা চলছে, সাকিরা পরিবেশন করছে মদ। আনন্দের আয়োজন অঢেল। তারা মনে করছে, আসন্ন যুদ্ধে কুরাইশ শিবিরের দরজায় যেন চিরস্থায়ী সুদিন লটকে আছে।

আর একদিক একেবারেই নীরব। কোন সারা শব্দ নেই। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন সকলেই। কেবল জেগে আছেন একজন। তিনি এ শিবিরের সর্বাধিনায়ক। কেবল ঘুম নেই তাঁর চোখে। তিন'শ তেরজন সৈনিকের সিপাহ্সালার তিনি। জেগে আছেন। জেগে জেগে পাহারা দিচ্ছ সকলের। লক্ষ্য রাখছেন প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার। একটি সৈনিকের কষ্ট হলে সে কষ্ট তাঁরই। তারা ব্যথা পেলে সে ব্যথা তাঁর বুকেই বাজে। আর জয়পরাজয়ের মালিক যিনি, সকল শক্তির আধার যিনি, সিজদায় লুটিয়ে আছেন তাঁর কাছে। মাথা নত করে আছেন। কেঁদে কেঁদে শক্তি ভিক্ষা করছেন। সাহস চাইছেন। সাহায্য চাইছেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! এ মুষ্টিমেয় কজন মুসলমানকে আপনি রক্ষা করুন। এদের যেন কোন ক্ষতি না হয়। এ কজন মুসলমান পরাজিত হলে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার নাম নেয়ার মত কেউ আর থাকবে না। সারা রাত জেগে তিনি কাঁদছেন আর কাঁদছেন। কখনো মাটিতে মাথা রেখে। কখনো দুটি পবিত্র হাত মেলে ধরে।

জীর্ণ একটি, খেজুর পাতার ছাউনি। সাহাবীরাই তৈরী করে দিয়েছেন। তাঁর সংগীরা। আন্তরিকতা দিয়ে। ভালবাসা দিয়ে। কখনো থাকেন এর মধ্যে, বাইরে আসেন কখনো কখনো। উপরে অসীম তারা ভরা নীলাকাশ। নীচে বদরের বিশাল প্রান্তর জুড়ে কঠিন নীরবতা। রাতের গভীরতায় এক রকম শোঁ শোঁ শব্দ অবিরাম কানে আসে তাঁর। ব্যথার শব্দ যেন। শোকের শব্দ। কাল এখানে কত রক্ত ঝরবে কে জানে। কতজন আহত হবে। কতজন চিরদিনের মত নীরব হয়ে যাবে এ জগত থেকে। রাতের

www.nagorikpathagar.org

নির্জ্জনতায় যেন এরই হাহাকার মাতুম ভেসে আসছে। সে আসন্ন শোকের চাপা গুঞ্জরণ। এ যুদ্ধ তিনি চাননি। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চাপিয়ে দিয়েছে শত্রুরা। অথচ তিনি তাঁর সৈনিকদের উপর আস্থাশীল। আল্লাহ্ সহায় হলে এ অল্প কজনই যথেষ্ট। মমতার দৃষ্টি মেলে তিনি তাকান তাঁর সৈনিকদের দিকে। তাঁর শক্তি। তাঁর সাহস। তাঁর বাহুবল। গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন সকলে। আহা ঘুমাক! মদীনা থেকে এত পথ ভেঙে আসা সহজ কথা নয়। ক্লান্ত সকলেই। সকলেই পরিশ্রান্ত। বালিতে পানি শুষে নিয়ে তরতাজা করে দেবে। আহা ঘুমুক ওরা। অকাতরে ঘুমাতে দেখে অসম্ভব খুশি হলেন তিনি। আনন্দিত হলেন।

তিন শত তের জন সৈনিক। দরিদ্র পায় সকলেই। দীনহীন অবস্থা। জীর্ণ বসন কারো পরণে। কারো গায়ে মলিন আবরণ। অর্ধাহার চলছে কতদিন থেকে, ভুখা প্রায় সকলেই। অনেকের হাতে ঠিক মত অস্ত্রও তুলে দিতে পারেন নি তিনি। বাহনেরও অনটন। অথচ যুদ্ধে চলছেন। এমনতর এক দুর্বল বাহিনীর সিপাহসালার রাসূলুল্লাহ (স)। সকলের ব্যথায় তিনি ব্যথিত তাই। সকলেরই যন্ত্রণায় তিনি কাতর। তাঁর বুকের ভিতর একটা দুঃখের তুফান বইছে সব সময়। এ অসহায়দের মুখের দিকে তাকালে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েন। প্রতি মুহূর্তে চিন্তা তাঁর ঃ কি করে এদের ভাল করা যায়। কি করলে উপশম হবে এদের বেদনা। মদীনা থেকে এক মাইল দূর। গিবতার কূপের পাশে বিশ্রাম শেষ। যাত্রা শুরুর জন্য সকলে প্রস্তুত আবার। সহসা দুই পবিত্র বাহু উর্ধে তুলে আকুল ফরিয়াদে অশ্রু সিক্ত হয়ে তিনি বললেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমার এ সংগীরা দরিদ্র, আপনি এদের দারিদ্রতা মোচন করুন। এরা ক্ষুধার্থ এদের মুখে অন্ন দিন। এরা বস্ত্রহীন, এদের বস্ত্র দিন। এরা বাহনহীন, এদের বাহন দিন। পরম প্রভু আমার! সর্ববিধ মঙ্গল করুন।

সৈনিক নয়–সন্তান। সকল সময় তাদের জন্য চিন্তা। মঙ্গল চিন্তা। তারা সুখী হলে তিনিও সুখী। তারা আনন্দে থাকলে তিনিও আনন্দিত। আর ব্যথা পেলে? সে ব্যথাও তাঁরই। ঘুমন্ত সৈনিকদের প্রতি তৃপ্তির দৃষ্টিপাত করলেন তিনি। শেষবারের মত। এরপর ধীরে ধীরে এলেন আস্তানার মধ্যে।

আঁধার তরল হয়ে এল এক সময়। বদরের বিশাল পূর্ব দিগন্তে আলোর আভাস। আসন্ন ভোরের ইশারা। পবিত্র সুবহি সাদিকের উঁকি ঝুঁকি।

www.nagorikpathagar.org

নিদ্রাহীন সিপাহসালার বাইরে এলেন। আর বললেন। এরপর ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! নামায! নামায!! বদরের প্রান্তেরে আন্দোলন জাগল সে ধ্বনির। মধুর এক জান্নাতী আওয়াজের মত ঘুমন্ত সৈনিকদের কানে গেল সে স্বর। গভীর ঘুমের পর ক্লান্তিহীন সকল জাগরণ। আল্লাহ্‌র জন্য সিপাহসালালের আহ্বান! ত্বরান্বিত সমবেত সকলেই। সকলেই এখন নামাযের কাতারে। সামনে ইমাম, সিপাহসালার– রাসূলুল্লাহ (স) তিনশ' তের জন সৈনিকের একচ্ছত্র অধিনায়ক, তাঁদের বন্ধু, তাঁদের পিতা।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে একটি তীর। নামায শেষ হলে সে তীর হাতে তিনি এলেন সৈন্যদলের মাঝে। সামনে বিস্তীর্ণ যুদ্ধের ময়দান। জিহাদ আসন্ন। সে জিহাদের জন্য সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস শুরু করলেন তিনি। ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত হলেন। তীরন্দাজ বাহিনী। বর্শা বাহিনী। পদাতিক বাহিনী। ছোট ছোট ব্যূহে বিভক্ত করলেন। কতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন। এরপর আদেশ দিলেন এক সরল রেখায় দাঁড়াতে। এতটুকু যেন এদিক-ওদিক না হয়। আগু-পিছু না হয়। যেখানে গোলমাল দেখছেন, ঠিক করে দিচ্ছেন নিজ হাতে। যুদ্ধের একটা নিয়ম আছে, আক্রমণ প্রতিহত করার একটা কানুন আছে। আক্রমণ করারও একটা রীতি আছে। শৃঙ্খলা মেনে চললে আহত হবার সম্ভাবনা কম। অন্যথায় জীবন সংশয়। সুতরাং–

সাবধান! যেমন বলি, অনুসরণ কর। শ্রেণীবদ্ধও হও। কাতারবন্দীও হও। অথচ একজন সৈনিক কিছুতেই ঠিকমত দাঁড়াচ্ছিলেন না কাতারে। কাতার ভেঙে বাইরে আসছিলেন বার বার। নাম তাঁর সাওয়াদ। সিপাহসালার ছুটে এলেন তাঁর কাছে।

সকলের লক্ষ্য এখন তাঁর দিকে। সাওয়াদ এখন সকল লক্ষ্যের কেন্দ্র-বিন্দু। স্থির দৃষ্টিতে সকলেই তাকিয়ে আছে। এ মুহূর্তে আদেশ অমান্য কঠিন অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি ভয়ানক। সকলেই ভাবছেন কি হয়। এক ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মুখমুখী সকলেই। নিঃশ্বাসকে মুঠো করে ধরে সকলে অসম্ভব নীরব। সকলের কাতর দৃষ্টির উপর দিয়ে সেনাপতি এসে দাঁড়ালেন সাওয়াদের সামনে। তিনশ' তের জন সৈনিকের সেনাধ্যক্ষ, সর্বাধিনায়ক। হাতে সে তীর। হঠাৎ সাওয়াদের পেটে একটি খোঁচা দিয়ে তিনি ধমক দিলেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও।

না–তেমন কঠিন কিছু নয়। মারাত্মক ঘটল না কিছু। অঘটন নয়। সহজ হয়ে দাঁড়ালেন। ভাঙা কাতার সোজা করে দিলেন সেনাপতি। যাবার

www.nagorikpathagar.org

জন্য পা তুলেছেন, অঘটন ঘটালেন আহত সাওয়াদ (রা)। তীরের খোঁটায় কিছুটা আহত হয়েছিলেন তিনি। অকস্মাৎ জামা তুলে সে আহত জায়গাটা দেখালেন। এরপর বজ্রপাতের মত অঘটন ঘটিয়ে নির্বাক করে দিলেন সকলকে। প্রতিবাদী কণ্ঠে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! আল্লাহ্ আপনাকে পাঠিয়েছেন মানুষকে পথ দেখানোর জন্য। পাঠিয়েছেন রহমত স্বরূপ। আশিস স্বরূপ। দয়া স্বরূপ। অথচ দয়ার বদলে আপনি আমাকে আঘাত দিলেন, ব্যথা দিলেন, আহত করলন। এরপরই বলল সে চমক দেয়া কথা ঃ আমি এর প্রতিশোধ চাই।

এ মুহূর্তে সকলেই অবাক! সকলেই বিস্মিত। কি আস্পর্ধা সাওয়াদের? এত বড় অপরাধের পর কোথায় মাথা নীচু করবে, মাফ চাইবে–তা নয়, উল্টা চাপ!

স্পর্ধিত গলায় সে রাসূলুল্লাহ (স)-কেই দোষী করছে! কি সর্বনাশ! সে বড় অহংকারী হয়েছে। ছোট মুখে এতবড় কথা। তীর দিয়ে ভুঁড়িটা এ ফোঁড় ফোঁড় করে দেন নি এই ত ভাগ্য!

নিশ্চয়ই এ অপরাধের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। সাহাবীরা মনে মনে গর্জ্জাচ্ছিলেন। বলতে যাচ্ছিলেন কেউ কেউ, এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি কতল। বলতে গিয়ে বলতে পারছিলেন না। সকলেই ভয়ঙ্কর ভাবে নির্ভর করছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর। সে দিকে তাকিয়ে ছিলেন সকলেই।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত! কাটল আশ্চর্য নীরবতায়। রাসূলুল্লাহ (স) তাকালেন সাওয়াদের পেটের দিকে। সত্যিই আহত হয়েছে সে। ক্ষতস্থানে রক্ত দেখা দিয়েছে দু-এক ফোটা। তাই দেখেই যন্ত্রণায় আচমকা একটা ঝড়ো ধাক্কার বুকের হাড়গুলো চূর্ণ হয়ে যেতে চাইল রাসূলুল্লাহ (স)-এর। ঘাসের ডগায় টোপ ধরা শিশিরের মত কাতর চোখ দুটি ছলছল। হায় আমি আমার সন্তানকে আহত করলাম! এ অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি আল্লাহ্ কাছে মুখ দেখাব কি করে!

অগণিত সৈনিকের নির্বাক দৃষ্টি স্থির। অকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ (স) পরনের জামা উঁচু করলন। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সাওয়াদকে বলল, এরপর, আমি প্রস্তুত। এ আমার উন্মুক্ত দেহ আর এ নাও তীর। প্রতিশোধ গ্রহণ কর। কথাগুলো ভয়ঙ্কর রকম বেদনা মলিন আর কাতর শোনাল।

তিন শ তের জন সৈন্য। ছ শ ছাব্বিশটি নীরব চোখ এখন স্বপ্নাবিষ্ট। যেন একটা অপার্থিব দৃশ্য দেখলেন তাঁরা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শুভ্র দেহ

www.nagorikpathagar.org

মুবারক সকলের সামনে দৃশ্যমান আর সে শুভ্র দেহের অধিকারী যে মানুষ তাঁর শুভ্রতর মনও। যা কোন অপরাধ নয়, যার জন্য কেউ কোনদিন অপরাধী হয়নি অন্যের গুরুতর অপরাধ ভুলে গিয়ে সে ক্রুটির জন্য রাসূলুল্লাহ (স) কাঁদছেন! সে অপরাধের জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী!! তিনি নতজানু! ভাবা যায় না।

আকাশ নির্বাক। জগত নির্বাক। নির্বাক বদর প্রান্তর। একজন সাধারণ সৈনিকের সামনে রাসূলুল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থী। রাসূলুল্লাহ (স) নতজানু। ভক্তিতে সম্ভমে শ্রদ্ধায় প্রতিটি সৈনিকের অর্ন্তজগত প্লাবিত হয়ে গেল। এ হল তাঁদের সিপাহসালার! এ হল তাঁদের সর্বাধিনায়ক!

রাসূলুল্লাহ (স) এ সীমাহীন মহত্বের কাছে সকলে যেন বিগলিত হয়ে গেল। সমর্পিত হয়ে গেল। সে শুভ্রতার দিকে তাঁরা যত দৃষ্টিক্ষেপ করেন, ভালবাসা বেড়ে যায় তত। শেষে তাঁদের মনে হল, এ অলৌকিক দৃশ্যটি দেখে তাঁরাও যেন অলৌকিক হয়ে উঠেছেন। নিজের মধ্যে নিজেরা বহুগুণ মহৎ হয়েছেন। বহুগুন বীর্যবান হয়েছেন।

এ মহান সিপাহসালারের অধীনে অবশেষে বদরের বিশাল প্রান্তরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন তাঁরা। সে দৃষ্টিতে ভীষণ প্রতীজ্ঞা। সে দৃষ্টিতে এখন যুদ্ধজয়ের ইশারা।

—o—

www.nagorikpathagar.org

হৃদয়ের পরিবর্তন

তাকে দেখা মাত্রই বুক থেকে জলন্ত উত্তেজনা লাফিয়ে উঠে সারা অঙ্গে ছড়িয়ে গেল সকলের। উলঙ্গ তরবারি নিয়ে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন অনেকেই। বর্শা-বল্লমে আমূল বিদ্ধ করতে চাইলেন কেউ কেউ। এক আকাশ গর্জন গলায় নিয়ে দলবদ্ধভাবে চিৎকার করে উঠতে চাইলেন, তাঁরা কতল! কতল!!

অসম্ভব উত্তেজনার ফুটন্ত পানির মত কাঁপছিলেন সকলেই। কেবল সে মুবারক মুনাষটি সামনে ছিলেন তাই, আগাম আঁধার বাধা পেয়ে সরে গেল। নইলে মদীনার মাটিতে একটা রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটে যেত এতক্ষণে।

বদরের বিজয়, এক স্বপ্নের বিজয়!

সে অলৌকিক বিজয়ের সত্তর জন যুদ্ধবন্দীকে সাথে নিয়ে বীর মুজাহিদগণ ফিরে এলেন মদীনায়। সারা মদীনা ভেঙে পল একযোগে। মাথায় ফেনপুঞ্জ নিয়ে উদ্দাম স্রোতধারা এগিয়ে আসে যেমন, উৎসাহ উদ্দীপনায় এমনি আন্দোলিত হচ্ছিলেন সকলেই। সম্বর্ধনার অভিসিক্ত মুসলিম সৈনিকদের দেহ থেকে ক্লান্তিগুলো জীর্ণ পাতার মত খসে পড়ছিল। প্রিয়জনদের সাথে একে একে মিলিত হচ্ছিলেন তাঁরা। সে উৎসব মুখর মজলিশে কেবল ম্লানমুখ হয়েছিল যুদ্ধবন্দীরা। উদ্ধত কুরাইশ শিরগুলো এখন নতমুখ বিষণ্ন এবং ম্লান। আতঙ্ক আর সংশয়ে ম্রিয়মান মুখগুলো ক্রমান্বয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। অজানা তকদিরের চারপাশ ঘিরে চাপ চাপ কাল আঁধার। অনেক মুসলমানের নির্যাতন এবং হত্যায় তাদের রক্তাক্ত হাতগুলো ভয়ানক ভাবে কলঙ্কিত। নিজেদের অতীত কার্য তালিকাগুলোতে নিজেরা চোখ বুলিয়ে দেখল, সে কদর্য দিনগুলো বিষাক্ত সরীস্বপের মত ভয়ঙ্কর ভাবে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এখনো যে বেঁচে আছে এটাই অনেকের কাছে আশ্বর্যবোধ হচ্ছে। তাদের হাতে মুসলমানেরা বন্দী হলে? মক্কা পর্যন্ত জামাই আদরে বয়ে নিয়ে যেত না নিশ্চয়ই। আবু জাহল বেঁচে থাকলে যুদ্ধের ময়দানেই তাদের রক্তে গোসল করত। তা হলে? মদীনার মাটিতে দাঁড়িয়ে কুরাইশ বন্দীরা আপনার মতেই প্রশ্ন রাখল, তা হলে এতক্ষণ যে আমরা বেঁচে আছি এটাই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

একে একে জাহান্নামের কীটগুলোকে রাসূলুল্লাহর সামনে হাজির করা হচ্ছিল। দলবদ্ধ সাহাবীরা ছিলেন চারপাশে। ঝড়ে ভেঙে পড়া নারকেল গাছের মত ভাঙা ঘাড় নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল এক এক শয়তান।

www.nagorikpathagar.org

এক সময় এল আর এক মুশরিক-সোহাইল। সোহাইল ইবনে অমর। পানি যেখানে বেশি, সমুদ্র সেখানে ঘর কাল। কত বড় অপরাধী সে যে তার মুখটা এমন অস্বাভাবিক ভাবে বিবর্ণ? আতঙ্কিত সোহাইলের বিকৃত মুখ দেখে কোন মানুষের মুখ বলেই মনে হল না।

সোহাইল!

ঘৃণিত সে নামটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই চারদিক থেকে একযোগে শব্দ উঠল, কতল! কতল!! সে ক্রোধের গুঞ্জন তরঙ্গের আকারে সমবেত সাহাবীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। নীরব রাসূলুল্লাহ (স) সকলের মুখের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালেন কেবল।

সোহাইল সাহিত্যিক। মক্কার সীমানা ছাড়িয়ে তাই এ সাহিত্য খ্যাতি দূর বিস্তৃত হয়ে পছিল। সে ছিল একজন ভাল বক্তা। তার এ অনর্গল বক্তৃতাবাজিতে মুগ্ধ হয়েছিল কুরাইশগণ, আকৃষ্ট হয়েছিল হেজাজের অনেক মানুষ। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী এ নরাধম, তার এ মহৎ ক্ষমতাকে পুরোপুরি নিয়োগ করেছিল এক অসৎ কর্মতৎপরতায়। নবী (স)-এর কুৎসা রটনাই হয়ে উঠেছিল তার রাতদিনের ধ্যান ও জ্ঞানে। হাটে-মাটে গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে মেলায়-জলসায় যেখানেই জনসমাগম, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিন্দায় সেখানেই সোহাইল মুখর। কখনো রাসূল (স)-এর অবস্থান কখনো বংশের তাঁর আব্বা, আম্মার, কখনো তাঁর চরিত্রের, কখনো ইসলামের, কখনো নবুয়তের, এমন কি কখনো মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে তার মনে যা আসত তাই বলত। বলে ক্ষণিকের জন্য নীলাকাশে রামধনুর নয়নাভিরাম মিথ্যা বর্ণনালীর মত মানুষের মনে প্রভাব ছড়িয়ে বাহবা কুড়াত। সবই মনগড়া, সবই বানানো, সবই মিথ্যা। কিন্তু সাহিত্যেকের ভাষায় রং চড়িয়ে সে এমনভাবে প্রকাশ করত, সমবেত মানুষেরা খুবই মজা পেত। তাই এ কুৎসা রটনা, এ গালি-গালাজ, এ নিন্দা প্রচার সকল সময়ই সীমা অতিক্রম করে যেত। কখনো কখনো নেমে আসত অশ্লীলতার পর্যায়ে। এ সব শুনতে শুনতে কুরাইশরা যখন মহানন্দে ঢলে পড়ে হাসি তামাশায়, তখন গভীর বিষাদে নীরব হয়ে যেতেন মুসলমানেরা। আর রাসূল (স) সে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের দিনগুলোতে সে কটাক্ষ ও নির্যাতনের মুহূর্তগুলোতে পরিপূর্ণ রূপে সবর করে নীরব হয়ে থাকত আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশায়।

সে ইবলিশ সোহাইল আজ যুদ্ধবন্দী। অসংখ্য মুসলমানের মধ্যে আজ সে অসহায় শয়তান আতঙ্কিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে শয়তানটিকে আনার সাথে সাথেই চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল, কতল! কতল!!

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ–

ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! এ দুষমনকে মুক্তিপন নিয়ে ছেড়ে দেবেন না। এর একমাত্র শাস্তি, কতল। এ বিনীত অনুরোধটুকু রাসূলুল্লাহ (স)-এর কদম মুবারকের কাছে রেখে বিশাল জনতা নীরব হয়ে গেল।

আল্লাহ্র রাসূল ধীরে ধীরে তাঁর উজ্জল মুখটা তুলে ধরে জনতার দিকে ফিরে তাকালেন। কোন কথা বলল না। হযরত উমর ছিলেন কাছেই। তিনি উপলব্ধি করলেন, জনতার এ নির্মম প্রস্তাব হয়ত রাসূল (স)-এর মনপুত হয়নি। তাই একটু নীরব থেকে আর একটু নমনীয় শাস্তির আরয করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আদেশ করুন, আমি এ মুশরিকের সামনে দাঁত দুটি উপড়ে দিই। তাহলে আর ঠিক মত কথা বলতে পারবে না, নিন্দা রটনা বন্ধ হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে সকলেই সমর্থন করলেন কথাটার। সঙ্গত প্রস্তাব। উত্তম প্রস্তাব। এরপর হযরত উমর (রা)সহ সকলে একযোগে তাকালেন নবী (স)-এর দিকে।

কথাটা শুনেই চোখ বন্ধ করে নিয়েছিলেন তিনি। অনেক– অনেক পরে চোখ খুলে তাকালেন। সে চোখে রহমতের দৃষ্টি। নিশ্চুপ জনতা রায় শোনার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অধীর। সে পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত যেন তাঁরা গুনছেন। সকলেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করলন কিছু বলার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঠোঁট দুটি যেন নড়ে উঠছে। অবাক বিস্ময়ে এরপর শুনলেন সকলে, তিনি বলছেন ঃ

আমি নবী হয়েও যদি তার অঙ্গ বিকৃতি করি তা হলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ও আমার অঙ্গ বিকৃত করে প্রতিশোধ নিতে পারেন।

তখনো তাকিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। সে চোখে ঘৃণা নেই। প্রতিহিংসা নেই। বিদ্বেষ নেই। রহমতের অবিশ্রান্ত ধারায় যেন সব কিছু ভেসে যাচ্ছে।

অন্ধকারে বাস করে সরীসৃপ। আদমের জন্য চাই আলো। অন্ধকারে সে আলো জ্বালিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ (স) প্রেমের আলো। ভালবাসার আলো। ক্ষমার আলো।

—o—

www.nagorikpathagar.org

আলোকিত পথের সন্ধান

হিববারের চলায় আজ কোন অহংকার ছিল না। তার গমনে আজ সে দুর্বিনীত ভাব নেই। হাঁটা থেকে হিংস্রতা ঝরে গেছে। গতি শ্লথ। বিষণ্নতায় ম্লান। তিন লাফে যে রাস্তাটা পার হত, এখন তাতে সময় লাগছে প্রচুর। আস্তে আস্তে পথ হাঁটছিল সে। খুর্মা গাছের তলা দিয়ে তরমুজ ক্ষেত পেরিয়ে রাস্তায় উঠল। এক সময় এরপর ধীরে ধীরে সূর্যের দিকে তাকাল হিববার। হাত আড়াল করা সূর্যের চকিত ঝলকানিতে চোখ দুটি অন্ধ হয়ে যাবে বুঝি। সাথে সাথে মাথাটা নামিয়ে নিল সে। সকাল হতে না হতেই সূর্যটা এমন তেজে বেড়ে উঠেছে! মনের মধ্যে এমনতর কথাবার্তা আর জিজ্ঞাসারা চলাচল করছিল তার। সে ঝিমিয়ে পড়া বিমর্ষতার অকস্মাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা মনে হতেই সে প্রচুর চঞ্চলতা ফিলে পেল। ঠিক এ সূর্যের মত, ভাবল সে। সকাল হতে না হতেই হিজাজের একছত্র অধিপতি হয়ে বসেছেন! এ মাত্র আট বছর, মক্কা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিলাম লাঞ্ছিত করে। আর আজ? সে মক্কা তাঁর হাতের কব্জায়। তিনি মারলে আমরা মরব, বাঁচালে বাঁচব। আজ আমরা তাঁর দয়ার ভিখিরী।

ভিখারী? ভিক্ষা চাইব? কখনো না। অনড় প্রতিজ্ঞায় মনটাকে স্থির করতে চাইল হিববার। হিববার ইবনে আসোয়াদ। মক্কাবাসী এক মুশরিক। দেশ ছেড়ে ইরাণে যাব। সেখানে গিয়ে মানসম্মান নিয়ে বাঁচব আবার। তবুও মক্কার কুরাইশ-শত্রুর কাছে মাথা নত করব না।

দেশান্তরী হবার জন্য মরুর মাটিতে পা রাখল হিববার।

ভাবল পালিয়ে গেলেই কি বাঁচা যায়? দেহের কাল ছায়াটা দূরে সরিয়ে দিতে পারে মানুষ? ফেলে আসা অতীতটাকে ত্যাগ করতে পারে কেউ? তাঁর কলঙ্কিত কাল অতীতটা হিবারের মনে কাঁটার মত বিঁধছিল। পথ চলতে চলতে ফেলে আসা দিনগুলো জরিপ করে দেখল, শান্তি পাওয়ার মত একটি আশ্রয়ও নেই সেখানে। ফেলে আশা জীবনের সবটাই যেন রক্তাক্ত, সবটাই অভিশপ্ত। অথচ আশ্চর্য! এ বিষাক্ত আবহাওয়ায় একদিন সে উন্মাদ হয়ে ঘুরেছে। উৎসাহ ভরে কত মুসলমানের সর্বনাশ করেছে। অত্যাচারে নির্যাতনে অস্থির করে তুলেছে তাঁদের। যয়নাবের ঘটনাটি এখন সব চেয়ে আহত করছে তাকে। যয়নাবের যন্ত্রণা কাতর মুখটা যদি ভুলতে পারত সে!

www.nagorikpathagar.org

বদর যুদ্ধের ঠিক এক মাস পর।

মক্কার তখন চলছে মাতম। পরাজয়ের যন্ত্রণা তখন আগুন হয়ে জলছে প্রতিটি কুরাইশের পাঁজরে। এরই মধ্যে আবুল আস তার স্ত্রী যয়নাবকে মদীনায় যাবার অনুমতি দিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যয়নাব, আবুল আসের স্ত্রী। সতর্কতার সাথেই চলছিল সব কাজ তবুও কোন কিছুই গোপন থাকল না শেষ পর্যন্ত। হাওয়ার মত সংবাদটা ছড়িয়ে গেল মক্কার আশেপাশে।

লাফ দিয়ে উঠল কুরাইশরা, এতবড় কথা। বুকের উপর দিয়ে চরম শত্রুর মেয়ে নিরাপদে হিযরত করে যাবে মদীনায়? সাথে আরো কিছু কুরাইশ নিয়ে ছুটল হিববার। দীর্ঘ বর্শা হাতে মক্কায় উপকণ্ঠের কাফেলার গতিরোধ করে দাঁড়াল তারা। উটের পেটে সজোরে একটা খোঁচা মেরে রূঢ় গলায় চিৎকার করে উঠল হিববার, থাম। অকস্মাৎ খোঁচা খেয়ে ভীষণ জোরে লাফিয়ে উঠল সে উট। যয়নাব আসনচ্যুত হয়ে, বোঁটা ছেঁড়া পাকা ফলের মত সজোরে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। আসন্ন প্রসবা ছিলেন তিনি। সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সেখানে, তিনি জনশূন্য মরুর মাঝে প্রসব হয়ে গেল তাঁর। দুঃসহ যন্ত্রণায় সে হাত-পা ছোড়া, ব্যথাভরা সে করুন মুখটা আজ যেন বড় ভয়ঙ্কর ভাবে তাড়া করে ফিরছে তাকে। ভাবনার কোলাহল থেকে সে মুখটাকে নির্বাসন দিতে পারলে বড়ই ভাল হত! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে আবার নীরব হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত বিবেকের কাছে ভয়ানক ভাবে লাঞ্ছিত আর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল হিববার। তার পাপ ক্রমাগত তাকে আহত করছিল। বীভৎস একটা কাল ছায়া আতঙ্কিত ভাবে তাড়া করে ফিরছিল তাকে। স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে অজানার পথে গিয়ে কি লাভ? এর চেয়ে তাঁর কাছেই যাই না কেন? এত মানুষকে ক্ষমা করেছেন আর আমি অধম ভিক্ষা থেকে বঞ্চিত হব? ক্ষমা পাব না তাঁর?

সর্বশেষ সিদ্ধান্তক্রমে ইরান নয়, ইয়ামান নয়, শেষ পর্যন্ত মদীনার পথেই পা বাড়াল হিববার।

গতি শ্লথ। বিষণ্ণতায় ক্লান্ত সে। মদীনার প্রবেশ মুখে যেন পা উঠছিল না তার। অনেক দ্বিধা মনে, অনেক সংশয়। ক্ষমা করবে ত ঠিক? না কি

www.nagorikpathagar.org

কতল? নিজের মনে অবিরামভাবে কথা বলছিল হিববার, যে পাপ করেছি– অবশ্য ক্ষমা নেই তার। তবে তিনি হিন্দাকেও ক্ষমা করেছেন। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা– তাকেও। তা হলে কি আমি? পদ্মাপাতায় যেন শিশিরের টোপ। সংশয়ের ভীষণ দোলায় দুলছিল হিববার; ওরা ক্ষমা পেয়েছে ঠিকই কিন্তু আমার উপরে কিন্তু কতলের নির্দেশ। তাহলে কি ......।

ইয়া রাসূলুল্লাহ!

হিববারের চোখে অশ্রুসজল। ধরা গলা। শ্রদ্ধার সম্ভ্রম স্বর বিনম্র। সাহাবা পরিবেষ্টিত হয়েছিলেন নবী (স)। অশ্রুসিক্ত স্বরে উৎকর্ণ হয়ে সকলেই এক সাথে ফিরে তাকালেন।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হিববার।

সাথে সাথে গুঞ্জন উঠল চারদিক থেকে, কতল! কতল!! কোন কথা নয়, একমাত্র শাস্তি কতল। হে আল্লাহ্র রাসূল (স)! আদেশ করুন–এ মহাপাতকের গর্দান উড়িয়ে দিই।

কোন কথা না বলে শুভ্র হস্ত মুবারকটি উপরে তুললেন কেবল, অর্থাৎ থাম। কি বলতে চায়, একে বলতে দাও।

নির্জন নীরবতায় চারপাশটা ডুবে গেল আবার।

সে স্নিগ্ধ হাতে ছিল ভোরের শান্ত হাওয়া, ছিল অগাধ মমতা। আর তাতেই হিবাবারের ব্যাকুলতা বেড়ে গেল বহুগুণ। সে আকুলি বিকুলি হয়ে কাঁদতে থাকল। যেমন কখনো কখনো ভালবাসার স্পর্শে আমরা অনায়াসে অশ্রুপাত করি।

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পর্কে যা শুনেছেন তা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য। এ হাত দিয়ে আমি অনেক মুসলমানকে রক্তাক্ত করেছি, নির্মম নির্যাতনে অতিষ্ঠ করেছি তাঁদের। আর এ হাত দিয়েই যয়নাবকে ....

হিববার ডুকরে কেঁদে উঠল। কথা শেষ করা হল না আর। করতে পারল না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে হিববার কাঁদতে থাকল।

দাঁতের বদলে দাঁত। খুনের বদলে খুন। কতলে কতল। এ নিয়মই চলে আসছিল হিজাজে। আবাহমানকাল থেকে।

তখন সকলে ভীষণ ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে। কি করবেন তিনি? বন্দী? নির্মম প্রহার? অথবা কতল?

www.nagorikpathagar.org

কয়েকটি মুহর্ত মাত্র। বিস্ময়কর অবাক চাউনি মেলে সকলে দেখলেন ঃ নবী (স) আপনার রহমতের বাহু দুটি প্রসারিত করে দিয়েছেন হিববারের দিকে। তার কলঙ্কিত হাত দুটি ধরে ধীরে ধীরে টেনে তুলছেন।

সকলের মনে হল ঃ ঘন অন্ধকার ঠেলে ভোরের সূর্যের উঠে আসার মত একটি অন্ধকার হৃদয় যেন আলোর দিকে উঠে আসছে। আঁধার রাতের ম্রিয়মান পদ্মের নিষ্প্রভ দলগুলো সুবহি সাদিকের স্নিগ্ধ আলোর আবার চোখ মেলছে। অগাধ আলোর স্পর্শের তার বিষণ্ন দলগুলো আবার খুলে যাচ্ছে। আবার সুরভিত হচ্ছে। আলোকিত হচ্ছে।

—o—

www.nagorikpathagar.org

মানবতার অঙ্কুর

মদীনার ধুলমাটিতে তখনো দলবদ্ধ নির্জন আঁধারেরা নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। আকাশে তারাগুলো তেমনি উজ্জল। খুর্মার শাখা দুলিয়ে রাত্রির একলা হাওয়া তেমনি বয়ে যায় ঝির ঝির করে। কেবল দু একটা পাখির ওড়া-ওড়িতে অনুমান করা যায় রাত শেষ হয়ে আসছে। আর কিছু পরে, আঁধারের বুকে দোল জাগিয়ে, ছড়িয়ে পড়বে বেলারের আযানের স্বর। অন্ধকার বিদীর্ণ করে মধুর প্রবাহ ছুটবে চারদিকে। তখন সারা মদীনার চকিত পরশে জেগে উঠবে। এর কিছু পরেই জামাত শুরু হয়ে যাবে মসজিদ নববীতে, সামনে ইমাম–রাসূলুল্লাহ (স)।

বেলালের কণ্ঠস্বরে জেগে উঠছিলেন সকলেই।

ইয়া সাবাহাহ্! ইয়া সাবাহাহ্!! ইয়া সাবাহাহ্!!!

হায় সকাল বেলার বিপদ! হায় সকাল বেলার বিপদ!! হায় সকাল বেলার বিপদ!!!

এত আযান নয়। দূর থেকে, মদীনার প্রান্তরের ওপার থেকে করুন হয়ে ভেসে আসছে এ স্বর। এ বিপদজ্ঞাপক ধ্বনি! একমাত্র আক্রমণোদ্যত কোন শক্রদলকে দেখলে এ শব্দে সকলকে সর্তক করা হয়। আর এ শব্দেই শক্রর বিরুদ্ধে সমবেত অস্ত্রধারণের আহ্বান জানানো হয়।

তা হলে আবার কি কোন.......

দুশ্চিন্তার আর দুর্ভাবনা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারপাশে সমবেত হলেন সকলেই। কুরাইশরা তখন দুর্বার। ডাল নাড়া দিয়ে পাকা ফল বৃন্তচ্যুত করার মত মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করতে চায় এরা। মদীনার উপকণ্ঠের মুশরিক ও ইহুদীরা দুরভিসন্ধিতে উন্মত্ত। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে অন্ধকারের বুকে দোল খেয়ে খেয়ে ভেসে এল এ মারাত্মক পূর্বাভাস। সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারপাশে গভীর উৎকণ্ঠায় নিশ্চুপ। অসম্ভব উদ্বেগে সে মুবারক মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সকলেই। নামায শেষ করে রাসূল (স) বললেন, সজ্জিত হও চল জলদি। দেখ কে আহ্বান করছে এমন করে।

আঁধার মাথায় নিয়েই পথে নেমেছিলেন সালামা (রা)। সালামা ইবনে আকওয়া (রা)। ফযরের আযানের বেশ দেরি ছিল তখন। বিশেষ প্রয়োজনেই মদীনার উপকণ্ঠের এদিকে এসেছিলেন তিনি। বিখ্যাত

www.nagorikpathagar.org

তীরন্দাজ এ সাহাবী আঁধার ঠেলে ঠেলে আনমনেই পথ হাঁটছিলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে প্রান্তরের ওপার থেকে ছুটে এলেন এক ক্রীতদাস। আবদুর রহমান ইবনে আওফের বিশ্বস্ত সে ক্রীতদাস ক্রন্দাকুল কণ্ঠে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

সর্বনাশ! অবাক গলায় শুধালেন সালামা।

হ্যাঁ সর্বনাশ! রাসূল (স)-এর দুধেল উটগুলো চরাচ্ছিলাম আমি, হঠাৎ একদল লুটেরা রাতের আঁধারে এসে লুট করে নিয়ে গেল সেগুলো।

ব্যাকুল কণ্ঠে সালামা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কতক্ষণ?

ক্রীতদাস বলল এ মাত্র।

কাউকে চিনতে পেরেছ তাদের?

হাঁ, তারা সকলেই গাতফান গোত্রের লোক।

আর মুহূর্তকাল সময় নষ্ট করলেন না সালামা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রী লুঠ! তাঁর দেহে তখন আগুন জলছে। সারা শরীরে জেগে উঠেছে প্রাচীন বেদুইন রক্ত। নিকটবর্তী টিলার শীর্ষে উঠে যতটা সম্ভব উচ্চস্বরে মদীনার আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন বিপদ জ্ঞাপক সংকেত ধ্বনি। এরপর একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন অজানা ভয়ঙ্কর সে বিপদের মধ্যে। যু-কারাদায় এসে সন্ধান পেলেন শত্রদলের। উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল এরা। এরপর শুরু হল সে স্মরণীয় একক ঐতিহাসিক সংগ্রাম। দলবদ্ধ সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে অকুতোভয় এক জিন্দাদিল মুজাহিদের জিহাদ। মুহূর্তেরও কম সময়, বজ্রঘাতের মত অকস্মাৎ সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলাগুলো সমূহ দুশমনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ফালাফালা করে দিল। বিখ্যাত তীরন্দাজের এ বজ্রশেলগুলো থেকে কোন রকমেই আত্মরক্ষা করল পারল না এরা। তীর নিক্ষেপের সাথে সাথে চীৎকার করে উঠছিলেন সালামা (স) ঃ "আমি আকওয়ার সুযোগ্য পুত্র আর আজকের দিনটি হল নিকৃষ্ট লোকদের নিশ্চিত ধ্বংসের দিন।"

অবিরাম তীর বর্ষণ করেই চললেন সালামা (রা)।

নিরুপায় গাতফানীরা পরাজিত কুকুরের মত কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচল। পিছনে ফেলে গেল তাদের লালসা-কলুষিত দ্রব্যসামগ্রী, লুণ্ঠিত উটগুলো আর পরিধানের ত্রিশটি চাদর।

ক্লান্ত সালামা (রা) বিশ্রাম নিচ্ছেন। সেখানে এসে দাঁড়ালেন লোকজন সহ রাসূলুল্লাহ (স)। সালাম দিয়ে আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃতির পর সালামা (রা) আরয করলেন ঃ পিপাসার্ত ছিল শয়তানগুলো পানি খাবারও সুযোগ

www.nagorikpathagar.org

দিই নি এদের। একটু থেমে বললেন, এরাই বার বার আমাদের চারণভূমিতে এসে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, লুটপাট করছে। মনে হয় এখনো বেশি দূর যেতে পারে নি, কেননা কম বেশি সকলেই আহত। সবাই মিলে পিছু ধাওয়া করে এখুনি এদের ধরে আনি, এরপর হাতকাটা বা কতল যে শাস্তি আপনি দেবেন।

ঠিক কথা। মাথা নাড়লেন অন্যান্য সাহাবীরাও। ঋণের শেষ, আগুনের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই। ধরে এনে কতল করে উচিত শিক্ষা দেয়াই উচিত। আতঙ্ক ছড়াবার জন্য আর যে সব হাত চোরাগোপ্তা উদ্যত হয়ে আছে; আপনা আপনি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে সেগুলো। আবার মস্তক আন্দোলিত করলেন সাহাবীগণ, আন্দোলিত করে নীরবে জোরাল সমর্থন জানালেন সালামার।

কিন্তু এরপরই সকলে নীরবে একযোগে তাকালেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে। হাতকাটা বা কতল এটা তাঁরই নির্দেশ। তাঁরই ফরমান। এখন কি করবেন তিনি? ধরে এনে হাত কাটবেন না কতল? অথবা আরো কঠোর আরো নির্মম কিছু? অসম্ভব ব্যগ্রতায় সকলেই তাঁর নির্দেশ শোনার জন্য উৎকর্ণ।

হঠাৎ এক সময় সালমা (রা)-এর দিকে মুখ তুললেন রাসূলুল্লাহ (স)। অত্যন্ত প্রসন্ন সে মুখ। স্বচ্ছ সে দৃষ্টি পবিত্র আর পবিত্র। তাঁর মাসুম দৃষ্টিপাতে এক অপার্থিব ব্যঞ্জনা! কণ্ঠে যেন আর এক অন্য লোকের অস্তিত্ব। প্রিয় সাহাবীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, সালামা! তুমি বিজয়ী। আল্লাহ্ তোমাকে বিজয়দান করেছেন। উটগুলোও ফিরে পেয়েছ। গনিমত হিসেবে পেয়েছ ত্রিশটি চাদর। সুতরাং–

একটু থামলেন রাসূলুল্লাহ (স)। চারপাশে জান্নাতী সৌরভ ঢেলে বললেন এরপর, সুতরাং এখন তাদের প্রতি বিনম্র হও।

অশ্রুত এ স্বর। হিজাজের মাটিতে নতুন। ঊষর মরুতে এমনতর বীজ ছড়ায় নি কেউ। এমতর বীজ এখানে অঙ্কুরিত হয়নি কোন দিন।

—o—

www.nagorikpathagar.org

বিনম্র বিনয়

সাধারণত ইহুদীরা যে গলায় কথাবার্তা বলে এটা সে স্বর নয়, এ কণ্ঠ কেমন যেন বেদনাম্লান, কেমন যেন রোদনভরা। মসজিদ নববীর সামনে এসে বিনীত কণ্ঠে ডাক দিল, হে আবুল কাসেম!

রাসূলুল্লাহ (স)-কে আহ্বান করছে এক ইহুদী। তখন তিনি বসে বসে কথা বলছিলেন সাহাবীদের সাথে। সাড়া দিলেন সেখানে থেকেই। আসার অনুমতি দিলেন তাকে। ইহুদীর মুখটা লাল। কিছুটা ব্যথা কিছুটা অভিমান কিছুটা অভিযোগ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে সে মুখে। নিকটস্থ হয়ে মুখ খুলল সে, হে আবুল কাসেম, আমি বিচারপ্রার্থী। ইনসাফ চাই।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে রাসূলুল্লাহ (স) তাকালেন তার দিকে।

স্বরে কিছুটা রূঢ়তা ঝরে পড়ল এবার। কিছুটা উচ্চ গলায় ইহুদী বলল, আপনার এক সাহাবী মুখে ঘুষি মেরেছে আমার।

রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলন, সে কে?

এক আনসার।

ডেকে আন তাকে।

নির্দেশ সাথে নিয়ে চলে গেল ইহুদী। রাসূলুল্লাহ (স) আবার মগ্ন হয়ে গেল কথাবার্তায়।

ভয়ানক একটা সোর গোল আর চিৎকার সাথে নিয়ে পাক দরবারে এসে থামল দুজন। কিছু পরেই। তখনো দুজনের কেশর ফোলা, সমান হিংস্র দুজনে এবং দুজনেই গর্জনক্ষুব্ধ। ঝড় থামে নি, ঝাপটা চলে গেছে কেবল। আর তাতেই ডাল পালা ভেঙেছে, প্রকৃতি বিপর্যয়। মুখ ফুলে উঠেছে ইহুদীর। প্রকৃতি দেখে বোঝা যায় ভাঙনমুখী তুফান আসন্ন।

স্থির কণ্ঠে আনাসরকে জিজ্ঞেস করলেন রাসূলুল্লাহ (স) একে মেরেছ– এ ইহুদীকে?

হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স)! প্রায় সাথে সাথেই জবাব দিলেন সে আনাসর, হ্যাঁ মেরেছি। এমন কথা আবার বললে আবার মারব।

কি এমন অপরাধের কথা বলেছে সে? এক সাহাবী জানতে চাইলেন রাসূলুল্লাহ (স) উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন সকলের কথাবার্তা।

আনাসার বলল, একটা বিষয় নিয়ে বাজারে ওর সাথে তর্ক হবার সময় আমি বললাম ঃ “আমার জীবন তাঁর নিয়ন্ত্রণে যিনি মুহাম্মদ (স)-কে নিখিল বিশ্বে মনোনীত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন।” এ কথা শুনে ইহুদী ক্ষেপে

www.nagorikpathagar.org

গিয়ে নবী (স)-কে হেয় করে বলতে শুরু করল, "তাঁর শপথ যিনি মূসাকে সারা বিশ্বে মনোনীত করেছেন ও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন।" এদের এত বড় দুঃসাহস! মদীনায় বাস করে আমাদের সামনে রাসূল (স)-কে ছোট করতে চায়, মূসার আসন উপরে তুলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে অসম্মান করতে চায়!

ইহুদীর এমনতর মন্তব্যে সমবেত সাহাবীদের অনেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সত্যিই দিনে দিনে ইহুদীগুলো বড় বাড়ছে। এখন একটা বড় মাপের শিক্ষা দেয়ার সময় এসেছে। সকলের দেহে আদিম রক্ত জেগে উঠছিল ক্রমশ। তাঁরা অস্থির হয়ে উঠছিলেন।

একেবারে মগ্ন হয়ে এসব কথাবার্তা শুনছিলেন নবী (স)। হঠাৎ তিনি আনসারের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না।

ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! অভিমানে ভেঙে পড়েন সে আনসার। ওরা আপনাকে 'মুজাম্মাম' বলে গালিগালাজ করে, 'আচ্ছামু আলাইকা' বলে অভিশম্পাত দেয় আবার এখন সুকৌশলে হেয় করার চেষ্টা করছে। এসব দেখেও নিশ্চুপ থাকব আমরা?

হ্যাঁ থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে বড় করে কিছুটা বাহবা পেতে চেয়েছিলেন যে সাহাবী তিনি এখন অবাক! এ কি বলছেন নবী (স)? নিজকে অনায়াসে মূসা (আ)-এর কাছে বিকিয়ে দিচ্ছেন তিনি। একবার তাঁর মনে হল রাসূলুল্লাহ (স) সত্যি-সত্যিই মানুষ? না কি অতিমানব?

কিন্তু এ সাহাবীর বিস্মিত হবার অনেক কিছু বাকি ছিল তখনো। আস্তে আস্তে তিনি সে বিস্ময়ের মুখমুখী হলেন। বহুক্ষণ নীরব থাকার পর জবান মুবারক থেকে এর পর উচ্চারিত হল সে আশ্চর্য বাণী, সে অলৌকিক স্বর ঃ আমাকে কোন নবীর উপর প্রাধান্য দেবে না।

অর্থাৎ–

আমি ছোটও নই, বড়ও নই। আমি যা আমি তাই।

অন্যকে ছোট করে আমাকে বড় বল না। অন্যকে ছোট ভাবার অর্থই হচ্ছে অহমিকাকে প্রশ্রয় দেয়া। অহমিকা থেকেই অহংকার। আর সকল অহংকারই হারাম।

তাছাড়া–

কে ছোট কে বড় সে বিচারের ভার সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র। অন্ধ হয়ে চাঁদের সৌন্দর্য বর্ণনা কি সঙ্গত? যা তুমি জান না সে কথা কেন বল?

—o—

www.nagorikpathagar.org

মানবতার ভাষা

তার কর্কশ গলায় এত রূঢ়তা ছিল যে মুহূর্তে সে পবিত্র পরিবেশ পাল্টে গেল সম্পূর্ণ। আলোকিত মধ্যাহ্নে অকস্মাৎ নেমে এল রাতের অন্ধকার। সীমাহীন ক্রোধে অনবরত কাঁপছিল সে ইহুদী। আর কেবলই চিৎকার করছিল। তার মুখে ছিল অশ্রাব্য ভাষা। সে ভাষা কটু। সে ভাষা অশ্লীল। এমন অশালীন, যে শুনবে রক্ত গরম হয়ে উঠবে তার।

সাহাবীদের মধ্যে বসেছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)। বসে বসে দ্বীনের কথা আলোচনা করছিলেন। আর সে যালিম এমন পবিত্র মানুষটি প্রতি এসব ইতর ভাষা প্রয়োগ করছিল। অবিরাম করেই যাচ্ছিল। গরম কড়াইতে ফুটন্ত পানি যেমন লাফায়, চিৎকারের সাথে সাথে তেমনি লাফাচ্ছিল সে। এমনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে ইহুদী, এমনি ক্রুদ্ধ। অথচ এতটা বাড়াবাড়ি করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না।

এ লোকটির কাছে থেকে একটি বাচ্চা উট ধার নিয়েছিলেন রাসূল (স)। বিশেষ প্রয়োজন পড়েছিল তাই। হয়তো কাউকে দেবেন। কোন ইয়াতীমকে, কোন আতুরকে। আর সে ঋণের তাগাদায় এসে এত কাণ্ড করে বসল লোকটা। একেবারে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ভীষণ রকম কঠোর হয়ে উঠল সে। তার ব্যবহার এমনই উত্তেজক ছিল যে এর ক্রমাগত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। সমবেত সাহাবীগণও ধীরে ধীরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এক সময় এবং অবশেষে ক্রদ্ধ হয়ে উঠলেন তাঁরাও। রাসূল (স)-এর প্রতি এমন আচরণকে তাঁরা কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৎপর হলেন সকলেই। এমন কি কয়েকজন সাহাবী উদ্যত হলেন তাকে হত্যা করার জন্য। যে অপরাধ সে করেছে কতলই এর একমাত্র শাস্তি, এছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রতিশোধ খুঁজে পেলেন না তাঁরা।

হত্যায় উদ্যত সাহাবীদের দিকে তাকালেন রাসূল (স)। ক্ষণিক। পরমুহূর্তেই তাঁর পবিত্র দুটি বাহু উপরে তুলে থামিয়ে দিলেন। তাঁদের হত্যামুখী হাতগুলো থেমে গেল। কিন্তু অসম্ভব উত্তেজনায় তাঁদের চোখ মুখ থর থর করছিল। সীমাহীন ক্রোধ জমেছিল সেখানে। তাঁরা সকলে একযোগে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের দিকে তাকালেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাকিয়েছিলেন তাঁদের দিকে। এরপর যেন অসম্ভব ব্যথিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন ঃ কি আশ্চর্য! তোমরাও ধৈর্যহারা? তোমরা কি জাননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার হক আছে। সূতরাং লোকটিকে এমন কথা বলতে দাও।

www.nagorikpathagar.org

সমবেত সকল সাহাবী যেন অকস্মাৎ চাবুকের আঘাতে শিহরিত হয়ে উঠলেন। চমকিত চল। এ কি কথা বললেন রাসূল (স)? সাহাবীগণ অপলকে তাকিয়ে রইলেন সে পবিত্র মুখের দিকে। এমন বিপরীত বিবেকের কথা শোনার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না।

অবাক চাউনি মেলে তাকিয়ে আছে সে ইহুদীও। সে কঠোরভাষী পাওনাদার! রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংযত মহান ব্যবহার তার অন্তরের গভীরকে স্পর্শ করে গেল। সে নির্বাক। কোন কথা আর বলতে পারল না। মুহূর্তে তার মুখের কঠোর ভাষা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল।

লোকটির ঋণ এখনই মিটিয়ে দাও তোমরা। যাও। বিনম্র কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন নবী (স)।

কয়েকজন সাহাবী এক সাথে চলে গেল চারণভূমির দিকে। যেখানে বায়তুলমালের উটগুলো চরে ঘাস খাচ্ছিল। বেশকিছু পরে ফিরে এলেন তাঁরা। এসে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (স)! লোকটির উটের মত কোন ছোট উট পাওয়া যাচ্ছে না। আপনার উটগুলো অনেক বড়, অনেক ভাল অনেক দামী।

এতটুকু দ্বিধা করলেন না, লাভ-লোকসান ভাবলেন না, বললেন ঃ যাও সে উট দিয়েই ঋণ পরিশোধ কর। এখনই। একটু থেমে ধীর স্থির গলায় বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তম ব্যবহারের সাথে উত্তম জিনিষ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে।

প্রায় দ্বিগুণ মূল্যের উটের রশি হাতে নিয়ে সে কটুভাষী লোকটি মরমে মরে যাচ্ছিল। লজ্জায় দ্বিধায় সংকোচে শ্রদ্ধায় আর নবী (স)-এর দিকে ঠিক মত চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছিল না। তার পা উঠছিল না যেন। জীবনে এমন দোল জাগান কথা সে আর শোনেনি কোন দিন। হেজাজের রুক্ষ মাটিতে এমনতর মধুর ব্যবহার কোনদিন তার সাথে আর করেনি কেউ। তার মনের দমবদ্ধ অমানিশার গুমোট আকাশে আজ উদার হওয়ার ঝাপটা লেগেছে। সে ঝাপটায় সরে যাচ্ছে পুঞ্জীভূত ঘনকাল মেঘের স্তর। আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে চেতনার দ্বাদশী। সে অলৌকিক আলোয় ভরে উঠছে মনের অলিগলি। ধীরে ধীরে অলোকিক হচ্ছে বোধ। ভালবাসায় ভরে উঠছে চেতনা। দীপ্তিময় হচ্ছে আত্মা।

উটের রশি ধরে যেতে যেতে প্রায় রুদ্ধস্বরে সে বলল, হে মুহাম্মদ (স)! অশ্রুতে ভিজে গেল। সে কঠোর কণ্ঠ। এখন ভোরের শিশিরের মত কোমল! শুকতারার মত নিষ্পাপ। জ্যোৎস্নার মত জ্যোতির্ময়।

—o—

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ যার সহায় হন

ফেলে আসা ঘটনাগুলো মুছে যায় নি মন থেকে। বিলীন হয়নি। চোখ বন্ধ করলই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছবির মত ভাসতে থাকে। পরপর। নিষ্ঠুর উমাইয়ার হাতে বেত, বাতাসে সে বেতের শব্দ যেন আজো শোনা যায়। আর বুকে পাঁজর-ভাঙা প্রকাণ্ড পাথর! গলায় রশি বেঁধে মক্কার ইতর ছেলেদের পশুর মত টানাটানি আর চারদিক থেকে পাথর বৃষ্টি! জঙ্গল তেকে তুলে আনা কাঁটায় সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত! অত্যাচারে যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া!

ঝড় বাড়ে। অত্যাচারের ঝড়। ঝড় যত বাড়ে আল্লাহ্ নামের চাদরখানা ততই শক্ত করে গায় জড়িয়ে নেয় হযরত বেলাল (রা)। ইসলামে আরো সুদৃঢ় হন তিনি। থাকেন ধর্মে অটল।

এসব ঘটনা স্মরণ করে শিউরে ওঠেন হযরত বেলাল (রা)। কাল কদাকার কাফ্রি। কিন্তু হৃদয়টা জ্যোতির্ময়। সে আলোর প্রাণ মসজিদ নববীর প্রাঙ্গনে বসে অতীতটা দেখছিলেন। জরিপ করেছিলেন। বীভৎস সে দিনগুলো আর নেই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালবাসা পেয়েছেন আর জয় করেছেন সকল মুসলমানের স্নেহ। মধুর মহব্বত। আজ তিনি মুসলিম জাহানের সম্মানিত মুয়াজ্জিন।

সব কথা মনে হল পলকে। শুকরিয়ায় মাথা নত হয়ে এল তাঁর। আজ তিনি আনন্দিত। আজ তিনি তৃপ্ত।

আরো একটি সম্মান দিয়েছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)। তিনি তাঁকে বড় ভালবাসেন। বড় বিশ্বাস করেন। তাই পারিবারিক কাজকর্মের দায়দায়িত্ব নিযুক্ত করেছেন তাঁকে। দিনার দিরহাম, খাদ্য-শস্য, ধনসম্পদ যা আসে জমা হয় তাঁর কাছেই। তিনিই সঞ্চয় করেন। জমিয়ে রাখেন। খরচও করেন। আবার অভাব-অনটনের সময় ঋণ করেন তিনিই। নিজ দায়িত্বে। মিটিয়েও দেন সময় মত। এসব দায়িত্ব তাঁর।

তিনিই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সম্মানিত খাজান্‌চি।

একদিন বাজারে যাচ্ছিলেন হযরত বেলাল (রা)। দেখা হল এক ইহুদীর সাথে। বাজারে দোকান আছে তার। নিজে থেকেই বলল, দেখুন–আপনি ধারেই মালপত্র কেন। তা আমার দোকান থেকেও নিতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

ধারে মাল দেয়া সুবিধা আছে কিছু। দাম বেশী পাওয়া যায়। তা ছাড়া সে ইহুদী ভালভাবেই জানে, এখানে টাকা মার যাবার কোন ভয় নেই। নির্ভয়ে মাল দেয়া যায়। সে মাল দিচ্ছে হযরত মুহাম্মদকে। বেলাল মারফত। ইহুদীদের মনে আর একটি গোপন বাসনাও কাজ করত। সময় সুযোগ পেলেই তারা অপদস্থ করত মুসলমানদের। করতে পারলে খুশি হত। দারুন খুশি। এ অপমান যদি কোন করমে করতে পারত হযরত মুহাম্মদ (স)-কে তা হলে সেদিন উৎসব পড়ে যেত তাদের। নিদেন পক্ষে হযরত বেলালের মত লোককেও অপদস্থ করতে পারাটা কম নয়। তাই সুযোগের সন্ধানে থাকত তারা সব সময়ই। সুযোগ পেলেই সদ্ব্যবহার করত। পূর্ণ সদ্ব্যবহার।

কথামত ইহুদীর দোকান থেকে কিছু মাল ধারে আনলেন হযরত বেলাল (রা)। বেশ কিছু দিনের মেয়াদে।

সেদিন মসজিদ নববীর চত্বরে বসে অতীতের কথা ভাবছিলেন তিনি। ভাবতে ভাবতে আযানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। নামাযের সময় হয়ে এল বলে। উঠতে যাবে, এমন সময় এল সে ব্যবসায়ী। একা নয়–সাথে বাজারের আরো কয়েকজন দোকানদার। প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য নেবে। তারাও তার হয়ে কথা বলবে।

সে এসেই কর্কশকণ্ঠে ডাক দিল, হে হাবশী গোলাম!

হযরত বেলাল (রা) শুনলেন কথাগুলো। এ ধৃষ্ঠতায় বিরক্ত হলেন না। উত্তেজিতও না। শান্ত কণ্ঠে বললেন, লাব্বায়েক। আমি হাজির। এরপর বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন। তাদের সামনে।

অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে দোকানী বলতে শুরু করল, এখনো যে ঋণ শোধ দেয়ার নাম নিশানা নেই। ব্যাপারটা কি? আর মাত্র চার দিন। এ চারদিনের মধ্যে যদি শোধ না পাই তা হলে তোকে রাখাল বানাব। মদীনার মাঠে বকরী চরিয়ে ছাড়ব।

আরো কিছু বিষোদগার করল দোকানদার। মওকা যখন মিলেছে। এরপর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে চলে গেল গজগজ করতে করতে।

ইশার নামায শেষ হলে হযরত বেলাল (রা) গেলেন নবীজীর দরবারে। গিয়ে বললেন সব কথা। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন রাসূলুল্লাহ (স)। কিন্তু একটি কথাও বললেন না। বেলালের প্রতি সহানুভূতি জানালেন না। অভয়ও দিলেন না তাঁকে। সমর্থনেরও কোন চেষ্টা করলেন না। নীরব হয়ে গেলেন একেবারেই।

www.nagorikpathagar.org

এটা সপ্তম হিজরীর ঘটনা। মক্কা-বিজয়ের ঠিক আগে ঘটে ছিল ব্যাপারটি। ইসলাম তখন বহুব্যাপ্ত। মুসলমানের সংখ্যা হাজার হাজার। রাসূলুল্লাহ (স) তখন মদীনার হর্তাকর্তা। তাঁর সামান্য ইংগিতই যথেষ্ট। মুহূর্তে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে দোকানীর শির। কিন্তু অসীম ধৈর্যে নবীজী নীরব। নিশ্চল। সবরের জীবন্ত নীরবতায় নিজেকে সমর্পণ করলেন আল্লাহ্‌র কাছে। পরমপ্রভুর কাছে। মানসম্মানের মালিকের কাছে। জীবিকাদাতার কাছে। পরিপূর্ণ রূপে।

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নীরব থাকতে দেখে কিছুটা বিচলিত হলেন হযরত বেলাল (রা)। নিজে একটা কিছু উপায় ভেবেছেন এতক্ষণ। ভেবে একটা পথ বের করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অনুমতির প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি। সম্মতি নেয়ার জন্যই বললেন, এ চার দিনের মধ্যে ঋণ শোধ দেয়ার কোন পথ দেখি না। যদি অনুমতি দেন। আমি না হয় কিছুদিন আত্মগোপন করি কোথাও। সেখান থেকেই চেষ্টা করি ঋণ শোধ করার।

এবারেও রাসূলুল্লাহ (স) শুনলেন কেবল। কিছু বললেন না। একটি কথাও না। কম কথার মানুষ রাসূলুল্লাহ (স)। যেমন নীরব ছিলেন তেমনি নীরব রইলেন।

রাতে আর ঠিক মত শুতেই পারলেন না হযরত বেলাল (রা)। যা কিছু অতি সামান্য সম্বল ছিল, একটা পুঁটলিতে বাঁধলেন। বেঁধে বসে রইলেন প্রভাতের অপেক্ষায়। নামায শেষ করেই বেরিয়ে পড়বেন। অজানার পথে। ভাগ্যের অন্বেষণে। এরপর আল্লাহ্ ভরসা।

ফযরের নামায শেষ হয়েছে এ মাত্র। আপনার সম্বলটি হাতে করে পথে নামতে যাব এমন সময় এক লোক এল বেলালের কাছে। এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (স) আপনাকে ডাকছেন।

তাড়াতাড়ি করে ছুটে গেলেন হযরত বেলাল (রা)। রাসূলুল্লাহ (স) বসে ছিলেন। বললেন, মোবারক হোক। চিন্তা করনা বেলাল। ঋণ শোধের একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ্। ঐ দেখ–

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকালেন হযরত বেলাল (রা)। চারটি উট সামনে দাঁড়িয়ে। শস্য বোঝাই। নবীজী (স) বললেন, ফাদাক-এর সর্দার পাঠিয়েছেন এ চারটি উট। শস্য বোঝাই করে। এগুলো এখনি নিয়ে যাও বাজারে। বিক্রি করে ঋণ শোধ কর।

www.nagorikpathagar.org

মাথার উপর থেকে যেন পাহাড় নেমে গেল হযরত বেলাল। ভীষণ খুশি হলেন তিনি। আল্লাহ্‌র রহমতের কথা চিন্তা করে চোখ ভিজে আসছিল তাঁর। বার বার। উটগুলোকে তাড়িয়ে বাজারের পথে চলে গেলেন তিনি। আর রাসূলুল্লাহ (স) উঠে দাঁড়ালেন। যাবেন মসজিদে। সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এখনি। শুকরিয়া জানাবেন আল্লাহ্‌র। সুখে দুখে তিনিই সব। তাঁর ইংগিত ছাড়া কিছুই হয় না। হতে পারে না। পর্বতের মত অটল বিশ্বাস। বিশ্বাসই ঈমান।

অটল বিশ্বাসে বলীয়ান রাসূলুল্লাহ (স) স্থির পদক্ষেপে মসজিদের পথে এগিয়ে গেলেন।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org